গবেষণাপত্র সংকলন-২২

ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ আহরণ ভোগ ব্যবহার ও বিকেন্দ্রিকরণ

ড. মুহাম্মাদ ছামিউল হক ফারুকী

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.amarboi.org

গবেষণাপত্র সংকলন-২২

ইসলামের দৃষ্টিতে
সম্পদ আহরণ, ভোগ ব্যবহার ও বিকেন্দ্রিকরণ

ড. মুহাম্মাদ ছামিউল হক ফারুকী

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.amarboi.org

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, ফ্যাক্স : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এণ্ড সার্কুলেশন :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

গ্রন্থস্বত্ব : বিআইসি কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকাল : রজব, ১৪৩৪
জ্যৈষ্ঠ, ১৪২০
মে, ২০১৩

ISBN : 984-843-029-0 set

প্রচ্ছদ গোলাম মাওলা

মুদ্রণ : আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য : পঁচাত্তর টাকা মাত্র

Gobesanapatra Sankalan-22 Written by Dr Muhammad Samiul Haque Faruqi and Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition May-2013 Price Taka 75.00 only

www.amarboi.org

প্রারম্ভিক কথা

১৯ জুলাই, ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত একটি স্টাডি সেশনে ড. মুহাম্মাদ ছামিউল হক ফারুকী **"ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ আহরণ, ভোগ ব্যবহার ও বিকেন্দ্রিকরণ"** শীর্ষক একটি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন।

গবেষণাপত্রটির উৎকর্ষ বিধানের লক্ষ্যে মূল্যবান পরামর্শ সম্বলিত বক্তব্য রাখেন ড. মুহাম্মাদ আবদুল মা'বুদ, ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ, অধ্যক্ষ এ.কিউ.এম. আবদুল হাকীম, ড. আ.ন.ম. রফিকুর রহমান, ড. মুহাম্মাদ ছাইদুল হক, ড. মুহাম্মাদ শফিউল আলম ভূঁইয়া, ড. যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক ও জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম। বিজ্ঞ আলোচকদের পরামর্শের ভিত্তিতে ড. মুহাম্মাদ ছামিউল হক ফারুকী তাঁর গবেষণাপত্রটিকে আরো সমৃদ্ধ করেন।

আমরা গবেষণাপত্রটি প্রকাশের সুযোগ পেয়ে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের শুকরিয়া আদায় করছি।

আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন!

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

www.amarboi.org

www.amarboi.org

সূচীপত্র

ভূমিকা ॥ ১১

প্রথম অধ্যায় ॥ ১৩-১৯

আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা ॥ ১৩
সকল কিছুর একমাত্র মালিক আল্লাহ ॥ ১৪
পৃথিবীর সবকিছু মানুষের জন্য ॥ ১৫
পৃথিবীর সম্পদ-সম্ভার মানুষের ভোগ-ব্যবহারের জন্য ॥ ১৬
মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি ॥ ১৭
মানুষ সম্পদের ভোগ-ব্যবহারকারী ও আমানতদার মাত্র, মালিক নয় ॥ ১৮

দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ ২০-২৯

সম্পদ আহরণ ॥ ২০
আর্থিক কর্মকাণ্ডে ইসলামের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ॥ ২০
আয়-উপার্জনের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ ॥ ২১
১. ব্যক্তি, সমষ্টি বা জাতীয় সম্পদ আত্মসাৎ নিষিদ্ধকরণ ॥ ২২
২. চুরি নিষিদ্ধকরণ ॥ ২৩
৩. ঘুষ বা উৎকোচ গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ ॥ ২৪
৪. সুদ খাওয়া নিষিদ্ধকরণ ॥ ২৫
৫. ক্রয়-বিক্রয় ও লেন দেনের ক্ষেত্রে ওযনে কম বেশি নিষিদ্ধকরণ ॥ ২৭
৬. ইয়াতীম ও দুর্বলদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ বা জবর দখল নিষিদ্ধকরণ ॥ ২৮
৭. চারিত্রিক ও সামাজিক নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী উপকরণের ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ ॥ ২৮
ক. অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা বিস্তারকারী উপকরণ ॥ ২৮
খ. বেশ্যাবৃত্তি ও ব্যভিচারলব্ধ অর্থ ॥ ২৮
গ. মদ ও নেশা জাতীয় দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবসা ॥ ২৯

তৃতীয় অধ্যায় ৩০-৫২

সম্পদের ভোগ ব্যবহার ॥ ৩০
ক. কৃপণতা পরিহারের নির্দেশ ॥ ৩০

www.amarboi.org

খ. অপচয়, অপব্যয় না করার নির্দেশ ॥ ৩২
□ জুয়া খেলাকে হারাম ঘোষণা ॥ ৩২
□ মদ পান ও নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন নিষিদ্ধ ঘোষণা ॥ ৩৩
□ স্বর্ণ-রৌপ্যের বাসন-পত্র ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ ॥ ৩৪
□ প্রতিকৃতি ও ভাস্কর্য নিষিদ্ধকরণ ॥ ৩৫
□ সৌন্দর্য পিপাসা ও সৌন্দর্য চর্চা নিয়ন্ত্রণ ॥ ৩৮
□ মধ্যম পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ ॥ ৩৮
দুনিয়ার বস্তু সামগ্রীর প্রকৃত অবস্থা
হারাম কেবল মাত্র সেগুলো যেগুলোকে শারী'আত প্রণেতা হারাম ঘোষণা করেছেন ॥ ৪০
হালাল হারাম নির্ধারণের মালিক একমাত্র আল্লাহ ॥ ৪৭
রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা হারাম করেছেন তাও আল্লাহর হুকুমের শামিল ॥ ৫১

চতুর্থ অধ্যায় ॥ ৫৩-৯৪
সম্পদ বিকেন্দ্রিকরণ ॥ ৫৩
সম্পদের প্রাকৃতিক বিকেন্দ্রিকরণ ব্যবস্থা (Natural Decentralization System of Wealth) ॥ ৫৩
সম্পদের বিধিগত বিকেন্দ্রিকরণ ॥ ৫৩
ক. দরিদ্র, অসহায় ও অভাবীদের প্রয়োজন পূরণ হবে ॥ ৫৫
খ. মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত না হয়ে সমাজের সর্বস্তরে বিকেন্দ্রিভূত হয়ে অর্থনৈতিক প্রবাহ ও গতিশীলতা অব্যাহত থেকে সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হতে থাকবে ॥ ৫৬
গ. মনের সংকীর্ণতা, কৃপণতা ও পংকিলতা বিদূরিত হয়ে প্রশস্ততা, উদারতা, বদান্যতা-কল্যাণকামিতা ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হবে ॥ ৫৮
সঞ্চয়ের নিষেধাজ্ঞা ॥ ৫৯
সম্পদ বিকেন্দ্রিকরণ ব্যবস্থা ॥ ৬০
১. সম্পদ ব্যয় ॥ ৬০
(ক) রোগীর পরিচর্যা ॥ ৬২
(খ) ইয়াতীম, বিধবা ও নিঃস্ব ব্যক্তিদের সেবায় অর্থ ব্যয় করা ॥ ৬৪
(গ) ক্ষুধার্তকে অন্নদান এবং বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান ॥ ৬৭
(ঘ) বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করা ॥ ৬৮
(ঙ) পরোপকার ॥ ৭০
২. সম্পদ বিনিয়োগ ॥ ৭২
ক. ব্যবসায়িক কাজে বিনিয়োগ করা ॥ ৭২

www.amarboi.org

খ. কৃষি কাজে বিনিয়োগ ॥ ৭৩
গ. শিল্প খাতে বিনিয়োগ ॥ ৭৪
৩. যাকাত আদায় ও বণ্টন ॥ ৭৪
যাকাতের অর্থ ॥ ৭৫
যাকাতের শর'ঈ অর্থ ॥ ৭৬
যাকাতের হুকুম ॥ ৭৬
যাকাত আদায়ের বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা ॥ ৭৭
যাকাত বণ্টন ॥ ৮০
৪. গানিমাত বণ্টন ॥ ৮১
গানিমাত বণ্টনের বিধান ॥ ৮৪
৫. মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টন ॥ ৮৮
ইসলামের উত্তরাধিকার নীতি ॥ ৮৯
মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের সাথে সংশিষ্ট হকসমূহ ॥ ৮৯
(১) তাকফীন, তাজহীয ॥ ৯০
(২) ঋণ পরিশোধ ॥ ৯০
(৩) ওয়াছিয়্যাত বা মৃত্যুকালীন উপদেশ ॥ ৯০
(৪) উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন ॥ ৯১
উত্তরাধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ॥ ৯১
উত্তরাধিকারীগণের বর্ণনা ॥ ৯২

উপসংহার ॥ ৯৩

www.amarboi.org

www.amarboi.org

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ ، وَ مَنِ اهْتَدَى بِهَدْيِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ . أَمَّا بَعْدُ :

ভূমিকা ঃ

মানুষের জীবনে অর্থ-সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থ-সম্পদ ব্যতীত মানুষের জীবন ধারণ একেবারেই অসম্ভব। জীবন এবং সম্পদ একটি আরেকটির পরিপূরক। সম্পদ ছাড়া যেমন জীবন ধারন সম্ভব নয়, তেমনি প্রাণহীন ব্যক্তির জন্য অর্থেরও কোন মূল্য নেই। অর্থ-সম্পদ মূলতঃ আল্লাহ তৈরিই করেছেন মানুষের কল্যাণের জন্য। কিন্তু এ অর্থই আবার কখনো কখনো অনর্থের কারণ হয়ে থাকে। বিত্ত-বৈভব যেমন মানুষের প্রভূত কল্যাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, অনুরূপভাবে তা আবার মানুষের ক্ষতিকর কাজেও ব্যবহার হয়ে থাকে। এটি নির্ভর করে সম্পদের সঠিক ও অপব্যবহার এবং সুষম ও অসম বণ্টন ব্যবস্থার উপর। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে সকল মতবাদ প্রচলিত আছে, তার সবগুলোই সম্পদ সঠিক ব্যবহার ও সুষম বণ্টনের মাধ্যমে সকল মানুষের সার্বিক কল্যাণে ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ এবং সমাজবাদ দুটি উল্লেখযোগ্য মতবাদ। এর মধ্যে সমাজবাদ বা সমাজতন্ত্র মানুষের কল্যাণে কোন ভূমিকা রাখা তো দূরের কথা, নিজের অস্তিত্বও টিকে রাখতে সক্ষম হয়নি। পুঁজিবাদ এখনো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তার প্রভাব বলয় টিকে রাখতে সক্ষম হয়েছে। আর এটি এজন্য সম্ভব হয়েছে যে, এর বিপরীত উপযোগী কোন মতবাদ প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারেনি। তবে সাম্প্রতিককালে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা বিশেষ করে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা যাত্রা শুরু করায় পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার ভিত নড়ে উঠেছে। পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা কতিপয় লোকের আয়েশী ও বিলাসী জীবনের বাহন হলেও তা শোষণের হাতিয়ার হিসেবেই কাজ করছে। এটি বেশিরভাগ মানুষের কল্যাণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় সামগ্রিকভাবে মানবতার কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণেই বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ এ অর্থ ব্যবস্থায় কোন নিয়ন্ত্রণ বা নীতিবোধ কার্যকর নেই। ফলে ব্যক্তির

www.amarboi.org

ইচ্ছার উপর এটি নির্ভরশীল। এ ব্যবস্থায় আয়, ব্যয় এবং ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে সীমাহীন স্বাধীনতা দেওয়ায় এবং সামাজিক কোন দায়বদ্ধতা না থাকায়, সামাজিক কল্যাণে এর ভূমিকা একেবারেই গৌণ।

কিন্তু ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এ ব্যবস্থায় আয়, ব্যয় এবং ভোগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তিকে যেমন বিত্ত-বৈভবের মালিক হওয়ার সুযোগ দিয়েছে, তেমনিভাবে ব্যক্তির সম্পদে সামাজিক দায়বদ্ধতাকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। ইসলাম সম্পদের অপব্যবহার রোধ করে সঠিক খাতে ব্যয় করাকে বাধ্যতামূলক করেছে এবং সুষম বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরে এর কল্যাণ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। ফলে এখানে সম্পদ অনর্থের কারণ হওয়ার কোন সুযোগই পায় না, বরং ব্যক্তি ও সমাজে কল্যাণের আবহ তৈরিতেই সর্বদা সঞ্চারিত হয়ে থাকে। ইসলাম বেশিরভাগ মানুষকে বঞ্চিত করে শুধুমাত্র কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে অর্থকে ব্যবহার করার সুযোগ দেয় না। বরং অর্থ সর্বসাধারণের কল্যাণে ব্যবহারের জন্য সমাজের সর্বত্র বিকেন্দ্রিকরণের ব্যবস্থা করেছে।

এ গ্রন্থে সম্পদ উপার্জন, ব্যবহার ও বণ্টনের ক্ষেত্রে ইসলাম যে সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা দিয়েছে, তার উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

www.amarboi.org

প্রথম অধ্যায়

আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা

আসমান, যমীন এবং এতদোভয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সব কিছুরই স্রষ্টা হলেন আল্লাহ। মানুষ এবং যে সকল বস্তু দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়, সে সব কিছুর স্রষ্টাও আল্লাহ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ হলো :

وَ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ

'তিনিই (আল্লাহই) আসমান এবং যমীনকে সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে।' (সূরা আল আন'আম ৬ : ৭৩)

قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

'বল, আল্লাহই সকল কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি হলেন একক ও মহাপ্রতাপশালী।' (সূরা আর রা'আদ ১৩ : ১৬)

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

'নি:সন্দেহে তোমাদের রব হলেন আল্লাহ, যিনি ছয় দিনে আকাশসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন; অত:পর আরশে সমাসীন হয়েছেন। রাত্রিকে দিবসের উপর আচ্ছন্ন করে দিয়েছেন, আর দিবস ছুটে চলে রাত্রির পেছনে। সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি তাঁর নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত। জেনে রেখো, সৃষ্টি এবং কর্তৃত্ব তাঁরই। বরকতময় আল্লাহই সারা জাহানের রব।' (সূরা আল্ আ'রাফ ৭ : ৫৪)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

'হে লোক সকল তোমাদের সে রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক নাফ্স থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জুড়িকে এবং এ উভয় থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন অসংখ্য নারী-পুরুষ।' (সূরা আন্ নিসা ৪ : ১)

www.amarboi.org

সকল কিছুর একমাত্র মালিক আল্লাহ

আল্লাহ তা'আলা শুধু স্রষ্টাই নন, অধিকন্তু সবকিছুর একমাত্র মালিকও তিনি। তিনি জীবজগত ও বস্তুরাজিকে সৃষ্টি করে এমনি ছেড়ে দেননি, এগুলোর মালিকানাও তাঁর আয়ত্বে রেখেছেন। তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং রাজাধিরাজ। তাঁর এ মালিকানা নিরংকুশ, এতে তাঁর কোন শরীক নেই। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

'আসমানসমূহ, যমীন ও এতদোভয়ের মধ্যে এবং মাটির তলদেশে যা কিছু রয়েছে সবই তার।' (সূরা ত্বাহা ২০ : ৬)

تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'সকল বরকত ও মহিমা সেই সত্তার যার হাতে রয়েছে রাজত্ব। আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।' (সূরা আল মূলক ৬৭ : ১)

فَسُبْحَانَ الَّذِيْ بِيَدِهِ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

'মহাপবিত্র সেই সত্তা যার হাতে রয়েছে সবকিছুর মালিকানা। আর তোমাদেরকে তাঁর দিকেই ফিরে যেতে হবে।' (সূরা ইয়াসীন ৩৬ : ৮৩)

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

'বস্তুতঃ যমীন হলো আল্লাহর। তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চান তাকে এর উত্তরাধিকারী বানান।' (সূরা আল আ'রাফ ৭ : ১২৮)

اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

'আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, স্বয়ংসত্ত ও সকল সত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করতে পারে না। আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সে সকলের একমাত্র মালিক তিনি। কে আছে এমন যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? তাদের অগ্র-পশ্চাৎ সবকিছুই তিনি জানেন। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের সামান্য অংশও কেউ আয়ত্ব করতে পারেনা। তাঁর রাজত্ব সমগ্র আকাশ যমীনে পরিব্যাপ্ত। এতদোভয়ের সংরক্ষণে

www.amarboi.org

তিনি ক্লান্ত হন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি হলেন সর্বোচ্চ মহামহিয়ান।' (সূরা আল বাকারা ২ : ২৫৫)

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'বল, হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ, আপনি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করেন আর যার কাছ থেকে খুশী রাজ্য ছিনিয়ে নেন। যাকে খুশী সম্মানিত করেন, আর যাকে খুশী অপমানিত করেন। সকল কল্যাণ আপনার হাতে। নিশ্চয়ই আপনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।' (সূরা আলে ইমরান ৩ : ২৬)

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا

'আসমানসমূহ ও যমীনের মালিকানা তাঁর হাতে। তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর রাজত্বে কেউ তাঁর শরীক নেই। তিনি সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন অত:পর তার পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন।' (সূরা আল ফুরকান ২৫ : ২)

পৃথিবীর সবকিছু মানুষের জন্য

আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকুলের উপর মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পৃথিবীর সকল সৃষ্টির উপর মানুষকে কর্তৃত্ব প্রদান করেছেন। পৃথিবীর সবকিছুকেই মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

'আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে স্থলে ও জলে আরোহণ করিয়েছি। তাদেরকে পবিত্র উপজীবিকা দান করেছি এবং আমি যা কিছু সৃষ্টি করেছি তার অধিকাংশের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।' (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ : ৭০)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ

'তোমরা কি লক্ষ্য করো না যে, পৃথিবীর সবকিছু এবং সমুদ্রে চলমান নৌকাকে আল্লাহ স্বীয় আদেশে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন।' (সূরা আল হাজ্জ ২২ : ৬৫)

www.amarboi.org

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا

'তিনিই সেই সত্তা যিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা আল বাকারা ২ : ২৯)

পৃথিবীর সম্পদ-সম্ভার মানুষের ভোগ-ব্যবহারের জন্য

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী এবং এর বস্তুনিচয় মানুষের জন্যই সৃষ্টি করেছেন, যাতে মানুষ এগুলো ভোগ-ব্যবহার করে উপকার লাভ করতে পারে। দুনিয়া ত্যাগ করে সংসার বিরাগী হওয়ার কোন অনুমোদন আল্লাহ দেননি। বরং বৈরাগ্যবাদকে ইসলাম সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَابْتَغِ فِيْمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

'আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তা দ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর এবং দুনিয়ায় তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। তুমি অনুগ্রহ কর যেমন অনুগ্রহ আল্লাহ তোমার প্রতি করেছেন। আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে পছন্দ করেন না।' (সূরা আল কাসাস ২৮ : ৭৭)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ

'হে মানুষ, দুনিয়ায় যা কিছু হালাল ও পবিত্র তা থেকে ভক্ষণ কর, আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।' (সূরা আল বাকারা ২ : ১৬৮)

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُوْنَ

'হে ঈমানদারগণ, যে সব পবিত্র জিনিস আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন, সেগুলোকে হারাম নির্ধারণ করো না। আর সীমা লংঘন করো না; কারণ আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। আর আল্লাহ তোমাদেরকে যে সব হলাল ও পবিত্র জিনিস দান করেছেন তা থেকে খাও এবং ভয় কর সেই আল্লাহকে যার প্রতি তোমরা ঈমান রাখ।' (সূরা আল মায়িদা ৫ : ৮৭-৮৮)

www.amarboi.org

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِيْ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

'বল, আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের জন্য যে সকল সৌন্দর্য সামগ্রী ও পবিত্র উপজীবিকা বের করেছেন, সেগুলোকে কে হারাম করে দিয়েছে?' (সূরা আল আ'রাফ ৭ : ৩২)

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ

"তারা (ঈসার অনুসারীগণ) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিজেরাই বৈরাগ্যবাদ উদ্ভাবন করে নিয়েছিল, আমি এটা তাদের জন্য বিধিবদ্ধ করে দেইনি।' (সূরা আল হাদীদ ৫৭ : ২৭)

মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি

দুনিয়ার সবকিছু মানুষের ভোগ-ব্যবহার ও উপকারের জন্য হলেও মানুষ এগুলোর প্রকৃত মালিক নয়। মানুষকে এ দুনিয়ায় যে মর্যাদা, প্রতিপত্তি ও শক্তি-সামর্থ দেয়া হয়েছে, তা আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ। আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি-সামর্থ দ্বারাই মানুষ তাঁর এ দুনিয়া ভোগ-ব্যবহার করে। এ জন্য দুনিয়ায় মানুষের স্বাধীন কোন মালিকানা নেই। বরং সে প্রকৃত মালিক আল্লাহর খালিফা বা প্রতিনিধিমাত্র। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً

'আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি দুনিয়ায় খালিফা (প্রতিনিধি) তৈরি করব।' (সূরা আল বাকারা ২ : ৩০)

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ

'তিনিই (আল্লাহই) তোমাদেরকে যমীনে খালিফা করেছেন।' (সূরা ফাতির ৩৫ : ৩৯)

أَمَّنْ يُجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللهِ قَلِيْلًا مَا تَذَكَّرُوْنَ

'কে তিনি যিনি অসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং (কে) তার বিপদ দূর করেন? আর কে তোমাদেরকে যমীনের প্রতিনিধি বানান? আল্লাহর সাথে কি আর কোন ইলাহ আছে? আসলে তোমরা খুব কমই চিন্তা করে থাক।' (সূরা আন নামাল ২৭ : ৬২)

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ

www.amarboi.org

'অত:পর আমি তাদের পর তোমাদেরকে খালিফা বানিয়েছি, তোমরা কেমন কাজ কর তা দেখার জন্য।' (সূরা ইউনুস ১০ : ১৪)

يَا دَاوُوْدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ

'হে দাউদ, আমি তোমাকে যমীনে খালিফা করেছি, সুতরাং তুমি মানুষের মাঝে সত্য-সঠিক ফায়সালা কর এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে।' (সূরা ছোয়াদ ৩৮ : ২৬)

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ

'সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে নূহের সম্প্রদায়ের পর খালিফা করেছিলেন।' (সূরা আল আ'রাফ ৭ : ৬৯)

عَسٰى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ

'(হে বানী ইসরাঈল!) সে সময় দূরে নয় যখন তোমাদের রব তোমাদের শত্রুকে (ফিরআউনকে) ধ্বংস করে তোমাদেরকে যমীনে প্রতিনিধি করবেন। অত:পর তিনি দেখবেন তোমরা কেমন কাজ কর।' (সূরা আল আ'রাফ ৭ : ১২৯)

এ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ দুনিয়ায় মানুষ কোন স্বাধীন সত্তা নয় এবং দুনিয়ার সম্পদেরও স্বাধীনভাবে ভোগ-ব্যবহারকারী বা স্বয়ংসম্পূর্ণ মালিক নয়। সাময়িকভাবে মানুষ সম্পদের যে মালিক হয়, তা আল্লাহর প্রতিনিধি বা আমানতদার হিসেবে, মূল মালিক হিসেবে নয়।

মানুষ সম্পদের ভোগ-ব্যবহারকারী ও আমানতদার মাত্র, মালিক নয়

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে দুনিয়ার সম্পদরাজি আল্লাহ মানুষের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। এগুলোর স্রষ্টা যেমন আল্লাহ, তেমনি এগুলোর মালিকও তিনি। মানুষ সম্পদের মালিক নয়; বরং আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে ভোগ-ব্যবহারকারী ও আমানতদার মাত্র। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

'তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর না, অথচ আসমানসমূহ ও যমীনের উত্তরাধিকার (প্রকৃত মালিকানা) শুধুমাত্র আল্লাহরই।' (সূরা আল হাদীদ ৫৭ : ১০)

آمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَأَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ فَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوْا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيْرٌ

www.amarboi.org

'ঈমান আন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং ব্যয় কর সে সম্পদ হতে, যার প্রতিনিধি তিনি তোমাদেরকে বানিয়েছেন। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং ব্যয় করে তাদের জন্য রয়েছে বিরাট প্রতিদান।' (সূরা আল হাদীদ ৫৭ : ৭)

এখানে প্রথমোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, আকাশরাজ্য ও পৃথিবীর সকল সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ। আর দ্বিতীয় আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ সম্পদের মালিক নয়, প্রতিনিধি মাত্র। আর এ প্রতিনিধিত্বও আল্লাহই প্রদান করেছেন, যাতে মানুষ তাদের প্রয়োজনে সম্পদের ভোগ-ব্যবহার করতে পারে।

এ জন্য কুরআন কারীমে যেখানে দান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেখানে 'তোমাদের সম্পদ হতে দান কর' এ কথা বলা হয়নি, বরং বলা হয়েছে 'আমি তোমাদেরকে যে সম্পদ দান করেছি তা থেকে ব্যয় কর'। যেমন :

وَأَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِيْ إِلَى أَجَلٍ قَرِيْبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ

'তোমাদেরকে আমি যে উপজীবিকা দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় কর, তোমাদের কারো নিকট মৃত্যু আসার পূর্বেই, যখন সে বলবে, হে প্রভু, যদি আমাকে স্বল্প সময়ের অবকাশ দিতেন তাহলে আমি দান করতাম এবং সৎ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।' (সূরা আল মুনাফিকুন : ১০)

মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ

'বস্তুত: মুমিন তো হলো তারাই যাদের সামনে আল্লাহর উল্লেখ করা হলে তাদের হৃদয়সমূহ বিগলিত হয়ে যায়, আর তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হলে তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা কেবলমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করে থাকে। যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে।' (সূরা আল আনফাল ৮ : ২-৩)

মুত্তাকীদের গুণাবলীর বর্ণনা দিতে গিয়ে কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে :

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ

'যারা ঈমান আনে গায়েবের (অদৃশ্য বিষয়ের) প্রতি এবং সালাত কায়েম করে আর আমি তাদেরকে যে জীবিকা দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করে।' (সূরা আল বাকারা ২ : ৩)

www.amarboi.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

সম্পদ আহরণ

সম্পদ ভোগ-ব্যবহারের পূর্ব শর্ত হলো মেধা ও শ্রম বিনিয়োগ করে তা আহরণ করতে হবে। মান্না-সালওয়ার মত তা এমনি পাওয়া যাবেনা। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন করে তারপর তা ভোগ করতে হবে। এজন্য ব্যবসা, কৃষিকাজ বা অন্য কোন বৈধ পন্থা অবলম্বন করা জরুরী। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلاَّ مَا سَعٰى

'আর মানুষ প্রচেষ্টা ব্যতীত কিছুই অর্জন করতে পারেনা।' (সূরা আন্ নাজম ৫৩ : ৩৯)

পুণ্য লাভের জন্য যেমন সৎ কাজ ও সাধনা জরুরী, তেমনি সম্পদ লাভের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শ্রম ও মেধা বিনিয়োগ জরুরী। আল্লাহর সৃষ্ট প্রাকৃতিক ধনভান্ডার হতে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সম্পদ আহরণ বা বিশেষ প্রক্রিয়ায় উৎপাদনের মাধ্যমে আল্লাহর খালিফা (প্রতিনিধি) বা ট্রাষ্টি (আমানতদার) হিসেবে প্রথমত: সম্পদের মালিক হতে হবে। অত:পর উপার্জিত এ সম্পদ ভোগ-ব্যবহার ও ব্যয়-বিনিয়োগ করতে পারবে।

আর্থিক কর্মকাণ্ডে ইসলামের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

ইসলাম ব্যক্তিকে উপার্জনের অধিকার প্রদান করে এবং উপার্জিত সম্পদে ব্যক্তির মালিকানারও স্বীকৃতি দেয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

'আর যা দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কাউকে অন্য কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তার আকাংখা করো না। পুরুষ যা উপার্জন করে, সেটা তার অংশ এবং নারী যা উপার্জন করে সেটা তার অংশ। আর তোমরা আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত।' (সূরা আন্ নিসা ৪ : ৩২)

কিন্তু এটি অবাধ, নিরংকুশ এবং নিয়ন্ত্রণহীন নয়। বরং বিশেষ শর্ত ও নিয়ন্ত্রণাধীন

www.amarboi.org

এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা সংযুক্ত। এ ক্ষেত্রে ইসলাম সম্পদ উপার্জন, ভোগ-ব্যবহার ও ব্যয়-বিনিয়োগের উপর নিয়ন্ত্রণ এবং উপার্জিত সম্পদের উপর সামাজিক দায়বদ্ধতা আরোপ করেছে। ইসলাম এ জন্যই এ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে, যাতে তা সামগ্রিক স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর না হয়ে কল্যাণকর ও সাহায্যকারী হয় এবং অর্থনৈতিক শৃংখলা বিনষ্টকারী কারণসমূহ দূরিভূত হয়।

আয়-উপার্জনের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ

ইসলাম অর্থ-সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা ও নিয়ন্ত্রণহীন সুযোগ করে দেয়নি। বরং এ ক্ষেত্রে হালাল- হারামের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। অর্থাৎ উপার্জনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র হালাল পন্থা ও মাধ্যম ব্যবহার করতে হবে, হারাম পন্থা ও মাধ্যম সম্পূর্ণভাবে বর্জন কারতে হবে। এ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে মূলত: জাতীয় ও সামগ্রিক স্বার্থ বিবেচনা করে। এ ক্ষেত্রে মূল বিবেচ্য বিষয় হলো অর্থ উপার্জনের সে সকল মাধ্যম ও পন্থা অবৈধ যা অপর ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের ক্ষতির কারণ হয়। অপর পক্ষে সে সকল মাধ্যম ও পন্থা বৈধ বলে বিবেচিত হবে যাতে এক ব্যক্তির লাভ অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের ক্ষতির কারণ হয়না, বরং লাভ ও কল্যাণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মাঝে ইনসাফপূর্ণভাবে বণ্টিত হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرًا

'হে ঈমানদারগণ, পরস্পরের সম্মতিতে ব্যবসা ব্যতীত তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না এবং তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল। আর যে ব্যক্তি সীমা লংঘন করে যুল্মপূর্বক এরূপ কাজ করবে, তাকে আমি জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো, আর এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ।' (সূরা আন্ নিসা ৪ : ২৯-৩০)

وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

'আর তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভক্ষণ করোনা এবং জেনে শুনে পাপ পন্থায় লোকদের সম্পদের কোন অংশ ভক্ষণ বা ভোগ-দখলের জন্য বিচারকদের নিকট মোকদ্দমা উপস্থাপন করো না।' (সূরা আল বাকারা ২ : ১৮৮)

www.amarboi.org

وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

'আর ইয়াতিমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও এবং ভাল মালের দ্বারা মন্দ মালকে বদলিয়ে নিও না। আর তাদের ধন-সম্পদকে তোমাদের ধন-সম্পদের সাথে মিশ্রিত করে গ্রাস করো না। নিঃসন্দেহে এটি অত্যন্ত গর্হিত কাজ।' (সূরা আন্ নিসা ৪ : ২)

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

'নিশ্চয়ই যারা ইয়াতীমের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে তারা মূলত: তাদের উদরে অগ্নি ভর্তি করে। আর শীঘ্রই তারা জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করবে।' (সূরা আন্ নিসা : ১০)

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে অবৈধভাবে অর্থ আয়ের সকল পথকে মৌলিকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করাকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, চাই সে সম্পদ মুসলিমের হোক অথবা অমুসলিমের, সবলের হোক অথবা দুর্বলের। এখানে ইয়াতীমের সম্পদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ মানুষ দুর্বল ও অসহায় ব্যক্তিদের সম্পদ সহজেই জবরদখল করতে পারে বলে যালিমদের লোলুপ দৃষ্টি তাদের সম্পদের উপরই বেশি পড়ে। এ জন্য ইসলাম সবচেয়ে দুর্বল শ্রেণী ইয়াতীমদের সম্পদ গ্রাস করার ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছে এবং একে কঠিন দন্ডযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছে।

নীতিগত এ নির্দেশনা ছাড়াও ইসলাম অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনের প্রচলিত পদ্ধতিসমূহকেও সুস্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করেছে। সেগুলো হলো:

১. ব্যক্তি, সমষ্টি বা জাতীয় সম্পদ আত্মসাৎ নিষিদ্ধকরণ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

'আর কোন নবীর জন্য কোন কিছু আত্মসাৎ করা মানানসই নয়, আর যে ব্যক্তি কোন কিছু আত্মসাৎ বা গোপন করবে, কিয়ামাতের দিন সে উক্ত আত্মসাৎকৃত বস্তুসহ উপস্থিত হবে; অত:পর প্রত্যেককে তার পরিপূর্ণ বদলা দেয়া হবে এবং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না।' (সূরা আলে 'ইমরান ৩ : ১৬১)

www.amarboi.org

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ

'তোমাদের কাউকে যদি কোন ব্যক্তি কোন কিছুর আমানতদার বানায় বা কোন বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহলে সে যেন উক্ত আমানত প্রাপককে পরিশোধ করে দেয় এবং সে যেন (এ ব্যাপারে) তার রব আল্লাহকে ভয় করে।' (সূরা আল বাকারা ২ : ২৮৩)

২. চুরি নিষিদ্ধকরণ।

ব্যক্তি, সমষ্টি বা জাতীয় সম্পদ হতে চুরি করাকে ইসলাম সম্পূর্ণ হারাম ও দন্ডযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করেছে। আল কুরআনে বলা হয়েছে:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

'আর পুরুষ চোর এবং নারী চোর উভয়েরই হাত কেটে দাও, তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল হিসেবে এবং আল্লাহর পক্ষ হতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি স্বরূপ। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, সুবিজ্ঞ।' (সূরা আল মায়িদা ৫ : ৩৮)

(কারো মালিকানাধীন এবং নিরাপত্তা হিফাযাতে সংরক্ষিত থাকা কোন সম্পদ মালিকের অজ্ঞাতে গোপনে নিয়ে তার মালিক বনে যাওয়াকে চুরি বলে।) এ আয়াতে চুরির শাস্তি হিসেবে চোরের হাত কেটে দেয়ার বিধান দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ্যণীয়,

ক. ইতর ভদ্র নির্বিশেষে যেই চুরি করুক, তার হাত কেটে দিতে হবে। সম্ভ্রান্ত বা সম্মানীয় ব্যক্তির বেলায় এর কোন অন্যথা করা যাবে না।

খ. চোরকে বয়প্রাপ্ত ও বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে এবং চুরি করা যে হারাম তা জ্ঞাত থাকতে হবে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক. পাগল বা বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী এবং নতুন মুসলিম হওয়া বা অন্য কোন কারণে চুরি করা যে হারাম তা যদি তার জানা না থাকে, তাহলে তার হাত কাটা যাবে না।

গ. কি পরিমাণ সম্পদ চুরি করলে চোরের হাত কাটতে হবে, সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আবু বাকর, উমার, উছমান, 'আলী (রা) এবং 'উমার ইবনু 'আবদিল 'আযিয, আওযা'ঈ, শাফি'ঈ (রাহ) প্রমুখের মতে যদি এক চতুর্থাংশ দিনার বা তার সমমূল্যের বা তার চেয়ে বেশি মূল্যের সম্পদ চুরি করে, তাহলে হাত কাটার দন্ড দিতে হবে। পক্ষান্তরে ইবনু মাস'উদ (রা) এবং সুফিয়ান ছাওরী ও আবু হানিফা (রহ) এর মতে এক দিনার বা দশ দিরহাম বা তার চেয়ে বেশি অথবা সমমূল্যের সম্পদ চুরি করলে তার হাত কেটে দিতে হবে। অপর দিকে ইবনু 'আব্বাস, ইবনু যুবাইর (রা), হাসান (রহ) এবং দাউদ যাহিরীর মতে কম-

www.amarboi.org

বেশি যে পরিমাণ সম্পদ-ই চুরি করুক, তার হাত কেটে দিতে হবে। তাদের মতে চুরিই বিবেচ্য বিষয়, কি পরিমাণ চুরি করল তা বিবেচ্য বিষয় নয়।

ঘ. সংরক্ষিত স্থান থেকে সম্পদ চুরি করতে হবে। অর্থাৎ যে সম্পদ তার মালিক সংরক্ষণের বা পাহারাদারীর মাধ্যমে হিফাযাতের ব্যবস্থা করেছে অথবা যে সম্পদের জন্য নিরাপত্তা বেষ্টনীর ব্যবস্থা করেছে, সেখান থেকে চুরি করা।

ঙ. সন্দেহযুক্ত কোন সম্পদ চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে না। যেমন পিতা যদি সন্তানের বা সন্তান যদি পিতার সম্পদ হতে চুরি করে অথবা দাস যদি মুনিবের সম্পদ হতে অথবা শরীকানা সম্পদ হতে যদি কোন শরীক চুরি করে, তাহলে এ জন্য হাত কাটা যাবে না।('আলাউদ্দীন 'আলী ইবনু মুহাম্মাদ, তাফসীরুল খাযিন, সূরা আল মায়িদা, ৩৮ নং আয়াতের তাফসীর দ্র.)

চ. আমানতের খিয়ানতকারীর হাত কাটা যাবে না। তাছাড়া ফল, তরকারি, গোশত, রান্না করা খাবার, খেলা ও গান-বাজনার সরঞ্জাম, বনে-জঙ্গলে বিচরণশীল প্রাণি, পাখি এবং বাইতুল মালের সম্পদ চুরি করলে হাত কাটার শাস্তি দেয়া যাবে না। (সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল মায়িদা, টীকা নং-৬০)

যে সকল ক্ষেত্রে চুরি করলে হাত কাটার বিধান নেই, সে সকল ক্ষেত্রে বিচারক সামগ্রিক বিষয় বিবেচনা করে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে অন্য কোন শাস্তি নির্ধারণ করতে পারবেন।

৩. ঘুষ বা উৎকোচ গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ।

ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন করাকে ইসলাম সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছে। ঘুষ নেয়া এবং ঘুষ দেয়া উভয়কেই শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। হাদীছে এসেছে, الراشى والمرتشى كلاهما فى النار 'ঘুষখোর এবং ঘুষদাতা উভয়ই জাহান্নামী।'

عن ابى حميد الساعدى قال استعمل النبى صلى الله عليه و سلم رجلا من الازد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم و هذا اهدى لى فخطب النبى صلى الله عليه فحمد الله و اثنى عليه ثم قال اما بعد فانى استعمل رجالامنكم على امور مما ولانى الله فيأتى احدهم فيقول هذا لكم و هذا هدية اهديت لى فهلا جلس فى بيت ابيه او بيت امه فينظر ايهدى له ام لا والذى نفسى بيده لا يأخذ احد منه شيئا الا جاء

www.amarboi.org

يوم القيامة يحمله على رقبته ان كان بعيرا له رغاء او بقر له خوار او شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة ابطيه ثم قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت

'আবু হুমাইদ আস্ সা'য়েদী বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয্দ গোত্রের ইবনু লুতবিয়্যাহ নামক জনৈক ব্যক্তিকে যাকাত আদায় করার জন্য কর্মকর্তা নিয়োগ করলেন। ফিরে এসে তিনি বললেন, এটা তোমাদের জন্য আর এটা আমাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে। এরপর নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুৎবা দিলেন, আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর গুণগান করলেন। অত:পর বললেন, আমি তোমাদের মধ্য হতে কিছু ব্যক্তিকে আল্লাহ আমাকে যে দায়িত্ব প্রদান করেছেন, তা হতে কিছু বিষয়ে কর্মকর্তা নিয়োগ দান করেছি। এরপর তাদের কেউ এসে বলে, এটা তোমাদের জন্য এবং এটা আমাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে। সে তার পিতা বা মাতার ঘরে বসে থেকে দেখুক না, তাকে কোন হাদিয়া দেয়া হয় কিনা? আমার প্রাণ যার হাতে সে সত্তার শপথ, এ সম্পদ হতে কেউ কোন কিছু গ্রহণ করলে কিয়ামাতের দিন সে তা স্বীয় কাঁধে বহন করে নিয়ে আসবে। যদি তা উট হয় তাহলে উটের মত গড়গড় শব্দ করবে। যদি তা গরু হয়, তাহলে হাম্বারব করবে, আর যদি ছাগল হয়, তাহলে ভ্যাঁ ভ্যাঁ শব্দ করবে। এরপর তিনি স্বীয় দু'হস্ত উত্তোলন করলেন এমনকি আমরা তাঁর দু'বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। অত:পর তিনি বললেন, হে আল্লাহ, আমি কি পৌঁছিয়েছি? হে আল্লাহ, আমি কি পৌছিয়েছি?' (ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মাদ, মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুয্ যাকাত, প্রথম অনুচ্ছেদ)

এ হাদীছ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কোন পদে দায়িত্বরত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর জন্য ঘুষ খাওয়া সম্পূর্ণ হারাম। এমন কি তাদের জন্য হাদিয়া বা উপঢৌকন গ্রহণও বৈধ নয়। তবে কেউ যদি চাকুরীতে বা কোন পদে নিয়োজিত হওয়ার পূর্ব থেকেই হাদিয়া দেওয়ার অভ্যাস থাকে এবং কোন কাজ আদায় করে নেওয়ার জন্য নয়, বরং পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী হাদিয়া দেওয়া হয়, তাহলে তা গ্রহণ করা বৈধ বলে অনেকেই অভিমত দিয়েছেন।

৪. সুদ খাওয়া নিষিদ্ধকরণ।

সুদ খাওয়াকে ইসলাম গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছে। ইসলাম এটিকে সম্পূর্ণ হারাম ও অবৈধ ঘোষণা করেছে। সুদ খাওয়াকে জঘণ্যতম শয়তানী কর্মকান্ড ও কঠোর দন্ডযোগ্য অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। এ প্রসঙ্গে

www.amarboi.org

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لَا يَقُوْمُوْنَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ

'যারা সুদ খায় তারা কিয়ামাতের দিন দন্ডায়মান হবে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যাকে শয়তান স্বীয় স্পর্শ দ্বারা মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। এটা এ কারণে যে, তারা বলে সুদ তো ক্রয়-বিক্রয়ের মতই, অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন, আর সুদকে করেছেন হারাম। অত:পর যার নিকট তার রবের উপদেশ এসেছে এবং সে (সুদ থেকে) বিরত থেকেছে, তাহলে অতীতে যা হয়েছে তা তার জন্য এবং তার বিষয়টি আল্লাহর নিকট সোপর্দ। কিন্তু যারা পুনরায় (সুদের দিকে) ফিরে যাবে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে।' (সূরা আল বাকারা ২ : ২৭৫)

আল কুরআনে সুদকে একটি ধ্বংসাত্মক ও অর্থনৈতিকভাবে মারাত্মক ক্ষতিকর কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মুমিনদেরকে সুদ বর্জনের জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং এর পরও যারা সুদ বর্জন করে না, তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيْمٍ

'আল্লাহ সুদকে মিটিয়ে দেন এবং সাদাকাকে প্রবৃদ্ধি দান করেন। আর আল্লাহ হঠকারী অকৃতজ্ঞ ও পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না।' (সূরা আল বাকারা ২ : ২৭৬)

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

'হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং বকেয়া সুদ ছেড়ে দাও যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক। আর যদি তোমরা তা না কর (সুদ ছেড়ে না দাও), তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে যুদ্ধের ঘোষণা গ্রহণ কর। তবে যদি তাওবা কর তাহলে তোমাদের মূলধন তোমরা পাবে। এতে তোমরা অত্যাচারীও হবে না এবং অত্যাচারিতও হবে না।' (সূরা আল বাকারা ২ : ২৭৮-২৭৯)

www.amarboi.org

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা পুন:পৌনিক হারে সুদ খেয়ো না, আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা কৃতকার্য হতে পার।' (সূরা আলে 'ইমরান ৩ : ১৩০।

৫. ক্রয়-বিক্রয় ও লেন দেনের ক্ষেত্রে ওযনে কম বেশি করা নিষিদ্ধকরণ।

অর্থাৎ অন্যকে দেওয়ার সময় ওযনে কম দেয়া এবং নেওয়ার সময় ওযনে বেশি নেওয়া। এভাবে অন্যকে ঠকিয়ে সম্পদ অর্জন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আল কুরআনে বলা হয়েছে,

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيْنَ الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ

'ধ্বংস তাদের জন্য যারা ওযনের সময় চুরি করে। তারা যখন লোকদের নিকট হতে ওযন করে নেয়,তখন পুরোপুরি নেয়; আর যখন লোকদেরকে মেপে দেয় বা ওযন করে দেয় তখন কম দেয়।' (সূরা আল মুতাফফিফীন ৮৩ : ১-৩)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

'আর পরিমাপ ও ওযনকে ইনসাফের সাথে পূর্ণ কর। আমি কাউকে তার সাধ্যের বেশি কোন দায়িত্ব চাপিয়ে দেই না।' (সূরা আল আন'আম ৬ : ১৫২)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

'আর যখন তোমরা মেপে দেবে, পূর্ণ মাত্রায় মেপে দেবে এবং ওযন করবে সঠিক দাড়িপাল্লার দ্বারা। এটাই উত্তম ও পরিণতির দিক দিয়ে ভাল।' (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ : ৩৫)

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ

'তোমরা ইনসাফের সাথে সঠিক ওযন কায়েম কর এবং ওযনে কম দিয়ো না।' (সূরা আর রাহমান ৫৫ : ৯)

শো'আয়িব (আ) এর সম্প্রদায়ের মধ্যে ওযনে কম দেওয়া সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। শো'আয়িব (আ) তাদেরকে বারবার নছীহত করেছিলেন:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

'সুতরাং তোমরা পরিমাপ ও ওযন পরিপূর্ণ কর এবং লোকদেরকে তাদের দ্রব্যাদি কম দিয়ো না।' (সূরা আল আ'রাফ : ৮৫)

www.amarboi.org

কিন্তু তাঁর সমস্প্রদায় তাঁর নছীহত উপেক্ষা করে ওযনে কম দেয়া অব্যাহত রাখে। এ কারণে তারা আল্লাহর গযবে নিপতিত হয়। সুতরাং ওযনে কম দেয়া একটি গুরুতর দন্ডনীয় অপরাধ। এ অন্যায় পথে সম্পদ অর্জন সম্পূর্ণ অবৈধ। উপার্জনের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

৬. ইয়াতীম ও দুর্বলদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ বা জবর দখল করা। (পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।)

৭. চারিত্রিক ও সামাজিক নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী উপকরণের ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ।

চারিত্রিক ও সামাজিক শৃংখলা বিনষ্টকারী উপকরণের ব্যবসা বা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ আয় করাকেও ইসলাম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে,

ক. অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা বিস্তারকারী উপকরণ।

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন:

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

'নিশ্চয়ই যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা বিস্তার করাকে পছন্দ করে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি । আর আল্লাহ যা জানেন তোমরা তা জান না।' (সূরা আন্ নূর ২৪ : ১৯)

খ. বেশ্যাবৃত্তি ও ব্যভিচারলব্ধ অর্থ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

'যিনাকারী নারী ও পুরুষের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকর করার ব্যাপারে তাদের প্রতি যেন তোমাদের কোন দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি। আর তাদের শাস্তি যেন মুমিনদের একটি দল উপস্থিত থেকে প্রত্যক্ষ করে।' (সূরা আন্ নূর ২৪ : ২)

وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ

www.amarboi.org

'তোমাদের দাসীরা পবিত্র ও সতী-সাধ্বী থাকতে চাইলে দুনিয়ার স্বার্থ লাভের জন্য তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না। তবে তাদের উপর কেউ যবরদস্তি করলে সে ব্যাপারে আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।' (সূরা আন্ নূর ২৪ : ৩৩)

গ. মদ ও নেশা জাতীয় দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবসা।

মদ এবং সে সকল নেশা জাতীয় দ্রব্য যা পান বা সেবন করা নিষিদ্ধ তার উৎপাদন ও ব্যবসা ইসলাম সম্পূর্ণ হারাম করেছে। এ জাতীয় দ্রব্য উৎপাদন ও তার ব্যবসালব্ধ আয় অবৈধ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

'হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারণী তীরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কার্য ব্যতীত আর কিছুই নয়; সুতরাং এগুলোকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার কর, যাতে তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পার।' (সূরা আল মায়িদা ৫ : ৯০)

মদ এবং নেশা জাতীয় দ্রব্য ছাড়াও এ আয়াত দ্বারা আরো যেসব বিষয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তাহলো মূর্তি তৈরি, মূর্তি বিক্রয় ও মূর্তি উপাসনালয়ের সেবালব্ধ আয়, ভাগ্য গণনা ও জ্যোতিষির ব্যবসা।

জুয়া এবং এমন সব উপায়-উপকরণ যেগুলোর মাধ্যমে শুধুমাত্র ভাগ্যক্রমে বা ঘটনাচক্রে একের সম্পদ অন্যের নিকট হস্তান্তরিত হয়। এ প্রসঙ্গে আল্ কুরআনে বলা হয়েছে:

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

'তারা তোমাকে মদ এবং জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তুমি বলে দাও, এ দুটিতে কবীরা গুনাহ রয়েছে। অবশ্য এতে কোন কোন লোকের কিছু লাভও রয়েছে। তবে এর অনিষ্টতা ও গুনাহ লাভের চেয়ে অনেক বেশি।' (সূরা আল বাকারা : ২১৯)

www.amarboi.org

তৃতীয় অধ্যায়

সম্পদের ভোগ ব্যবহার

ইসলাম সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে যেমন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে, তেমনি ভোগ-ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বিশেষ কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। নিজের উপার্জিত সম্পদ বলেই ইসলাম যথেচ্ছ ভোগ-ব্যবহারের অনুমতি দেয় না। এ ক্ষেত্রেও কিছু বিশেষ বিধি-বিধান মেনে চলতে বাধ্য করে। সে গুলো হলো,

ক. কৃপণতা পরিহারের নির্দেশ :

ইসলাম কৃপণতাকে প্রশ্রয় দেয় না। এটিকে সফলতার অন্তরায় ও অকল্যাণের কার্যকারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'যারা আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদে কৃপণতা করে, তারা যেন তাদের এ কাজকে নিজেদের জন্য হিতকর মনে না করে। বরং এ কাজ তাদের জন্য অত্যন্ত অমঙ্গলজনক। যে কৃপণতা তারা করেছে, তা দ্বারা কিয়ামাতের দিন তাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দেয়া হবে।' (সূরা আলে 'ইমরান ৩ : ১৮০)

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ

'আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য (সম্পদ) সঞ্চয় করে এবং তা থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। সেদিন (কিয়ামাতের দিন) জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে (এবং বলা হবে) এগুলো সে সম্পদ যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করেছিলে। সুতরাং যা কিছু সঞ্চয় করেছিলে তার স্বাদ আস্বাদন কর।' (সূরা আত্ তাওবা ৯ : ৩৪-৩৫)

অপরদিকে হৃদয়ের সংকীর্ণতা ও কৃপণতা থেকে মুক্ত থাকাকে সফলতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে,

وَ مَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

www.amarboi.org

'আর যারা নাফসের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়েছে, তারাই সফলতা লাভ করেছে।'(সূরা আল হাশর ৫৯ : ৯)

হাদীছেও কৃপণতার নিন্দা করা হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করা হলো :

عن ابى امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا ابن ادم ان تبذل الفضل خير لك و ان تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول

'আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, হে আদম সন্তান, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ ব্যয় করাই তোমার জন্য কল্যাণকর, আর তা যদি সঞ্চয় করে রাখ তাহলে তা তোমার জন্য ক্ষতিকর। তবে প্রয়োজন মেটানোর জন্য যা প্রয়োজন তা সঞ্চয়ে কোন দোষ নেই। আর ব্যয় শুরু করবে তাদের দিয়ে যাদের ভরণ-পোষণ তুমি কর।'

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم السخى قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار و البخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار ولجاهل سخى احب الى الله من عابد بخيل

'আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ, জান্নাত ও মানুষের নিকটে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে অবস্থানকারী। পক্ষান্তরে কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ, জান্নাত ও মানুষ থেকে দূরে এবং জাহান্নামের নিকটে অবস্থানকারী। আর কৃপণ ইবাদাতকারী ব্যক্তির চেয়ে মূর্খ দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকট বেশি প্রিয়।' (ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মাদ, মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুয যাকাত, বাবুল ইনফাক ওয়া কারাহিয়াতুল ইমসাক)

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اتقواالظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فان الشح اهلك من كان قبلكم حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم

'জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, তোমরা যুল্‌ম করা থেকে বিরত থাক। কারণ যুল্‌ম কিয়ামাতের দিন অন্ধকারে পরিণত হবে। আর কৃপণতা থেকে বিরত থাক, কারণ কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এটা তাদেরকে রক্তপাতে জড়িত করেছে এবং তাদের জন্য হারামসমূহকে হালালে পরিণত করেছে।' (প্রাগুক্ত)

মূলত কৃপণতা এমন এক মারাত্মক ব্যাধি যা শুধু অর্থনৈতিক ভারসাম্যই নষ্ট করে

www.amarboi.org

না, সামাজিক বিশৃংখলাও সৃষ্টি করে। এ ব্যাধি মানুষের মধ্যে এমন লিপ্সা সৃষ্টি করে, যার ফলে মানুষ হালাল-হারামের বাছ-বিচার না করে শুধু অর্থ সংগ্রহের জন্য পাগল হয়ে যায়। এটি মানুষের মধ্যকার সদভাব নষ্ট করে সংঘাত-সংঘর্ষের জন্ম দেয়। পরিণতিতে মানব সমাজে ধ্বংস ডেকে আনে।

খ. অপচয়, অপব্যয় না করার নির্দেশ :

আল কুরআনে বলা হয়েছে:

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا

'তোমরা নিকটাত্মীয়কে তার হক পৌঁছে দাও এবং মিসকীন ও পথিককেও। আর অপব্যয় করোনা, কারণ অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই, আর শয়তান স্বীয় প্রভুর অকৃতজ্ঞ।' (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ : ২৬-২৭)

মুমিনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআনে আরো বলা হয়েছে :

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ

'যারা বেহুদা ও অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকে।' (সূরা আল মুমিনূন ২৩ : ৩)

অতি মাত্রায় সৌন্দর্য চর্চা, অতিরিক্ত ভোগ-বিলাস, অপ্রয়োজনীয় বিলাস সামগ্রী প্রভৃতির পেছনে অঢেল অর্থ ব্যয় করা ইসলাম সমর্থন করে না। নৈতিকতা এবং মানবিক দিক থেকেও এগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। এক্ষেত্রে ইসলামের কল্যাণকর দৃষ্টিভঙ্গি হলো, যে ধন-সম্পদ বহুসংখ্যক হত-দরিদ্র ও অভাবী মানুষের নিম্নতম অপরিহার্য প্রয়োজনাদি পূর্ণ করতে পারে এবং তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে দিতে পারে, সেগুলোকে নিছক নিজের দেহ ও গৃহ সজ্জায় এবং অপ্রয়োজনীয় ভোগ-বিলাসে ব্যয় করা সমর্থনযোগ্য নয়, বরং এটি নিকৃষ্টতম হৃদয়হীনতা ও স্বার্থপরতার পরিচায়ক।

অমিতব্যয়িতা ও অপচয় রোধ কল্পে ইসলাম শুধু নৈতিক শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বরং এগুলোর চূড়ান্ত অবস্থা প্রতিরোধের জন্য আইনও প্রণয়ন করেছে। নিম্নে এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হলো,

☐ জুয়া খেলাকে হারাম ঘোষণা :

অপব্যয় ও অমিতাচারের অন্যতম বাহন হলো জুয়া খেলা। এর মাধ্যমে অনেক ব্যক্তি নিমেষেই নিঃস্ব হয়ে পড়ে। জুয়া খেলার অনিষ্ট শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তার পরিবার এবং এক পর্যায়ে সমাজেও এর মন্দ প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে নানাবিধ অনৈতিক অনাচার ও সামাজিক বিশৃংখলা

www.amarboi.org

সৃষ্টি হয়ে থাকে। চুরি, ডাকাতি, ঘুষ প্রভৃতিসহ নানাবিধ অনৈতিক পথে অর্থ উপার্জনের পথে পা বাড়ায় শুধুমাত্র জুয়া খেলার অর্থ যোগান দেয়ার জন্য। এ জন্য উক্ত ব্যক্তি তার অতি প্রয়োজনীয় বিষয়াদি যেমন জমি, ঘরবাড়ি, ব্যবহৃত দ্রব্যাদি বিক্রি ও বন্ধক রাখতেও দ্বিধাবোধ করে না। এর ফলে পারিবারিক সমস্যা ও অর্থনৈতিক সংকট প্রকট আকার ধারন করে, যা সমাজ ও অর্থ ব্যবস্থায় বহু সংখ্যক অনৈতিক পথ খুলে দেয়। এ সকল অনিষ্ট থেকে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে রক্ষার জন্যই ইসলাম জুয়াকে হারাম ঘোষণা করেছে।

☐ মদ পান ও নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন নিষিদ্ধ ঘোষণা :

অর্থ অপচয়, সামাজিক অনাচার ও বিবেক বিকৃতির অন্যতম মাধ্যম হলো মদ এবং নেশা জাতীয় দ্রব্য। এ জন্য ইসলাম এগুলোকে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছে। পূর্বে এ সংক্রান্ত কুরআনের আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। (সূরা আল মায়িদা ৫ : ৯০, সূরা আল বাকারা ২ : ২১৯) কুরআনে الخمر শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। খামর (মাদক) সে সকল দ্রব্যকে বলা হয়, যা পান বা সেবন করলে মানুষের চেতনা ও বিবেক বুদ্ধি আচ্ছন্ন ও বিকৃত হয়ে যায়। চাদর শরীরকে আবৃত ও আচ্ছাদিত করে রাখে বলে আরবী ভাষায় চাদরকে খিমার বলা হয়। উমার (রা) বলেন, الخمر ما خامر العقل 'মদ হলো এমন বস্তু যা জ্ঞান বুদ্ধিকে আচ্ছাদিত করে ফেলে।' (মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, বুখারী, আশরিবাহ, বাবু আন্নাল খামরা মিনাল ইনাব)

যে দ্রব্য পান বা সেবন করলে মাদকতা আসে বা নেশার উদ্রেক করে, তা মাদক দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত এবং তা পান বা সেবন করা সম্পূর্ণ হারাম- সেটা যে বস্তু থেকেই তৈরি হোক না কেন। এ প্রসঙ্গে হাদীছে ইরশাদ হয়েছে, كل مسكر خمر وكل مسكر حرام 'প্রত্যেক নেশা জাতীয় বস্তুই মদ এবং প্রত্যেক নেশা দ্রব্যই হারাম।' যে সকল নেশা জাতীয় দ্রব্য অধিক পরিমাণে সেবন করলে নেশার উদ্রেক করে, তার সামান্য পরিমাণ সেবন করাও হারাম। হাদীছে এসেছে, ما اسكر كثيره فقليله حرام 'যে বস্তু অধিক পরিমাণে সেবন করলে নেশা উদ্রেক করে, তার সামান্য পরিমাণও হারাম।' আয়িশা (রা) বর্ণিত হাদীছে বলা হয়েছে, كل مسكر حرام ما اسكر منه الفرق فملأ الكف منه حرام 'প্রত্যেক নেশা জাতীয় দ্রব্যই হারাম। যা সামান্য পরিমাণ খেলে নেশার উদ্রেক করে, তার এক মুষ্টিও হারাম।' আয়িশা (রা) বর্ণিত অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আল বিত'উ (ইয়ামানের এক ধরনের মদ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, كل شراب اسكر فهو حرام 'প্রত্যেক পানীয় যা নেশার উদ্রেক

www.amarboi.org

করে, তা হারাম।' (বর্ণিত হাদীছগুলোর জন্য জামিউত তিরমিযী, আবওয়াবুল আশরিবাহ, বাবু মা জাআ কুল্লু মুসকিরিন হারামুন দ্র.)

☐ স্বর্ণ-রৌপ্যের বাসন-পত্র নিষিদ্ধ :

ইসলাম স্বর্ণ-রৌপ্য ও বহু মূল্যবান মনি-মানিক্যের বাসন-পত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। কারণ এগুলো অহেতুক ও অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এগুলোর দ্বারা শুধুমাত্র গর্ব-অহংকার প্রকাশ বৈ আর কোন ফায়দা নেই। সুতরাং এগুলোর ব্যবহার অর্থ অপচয় ও অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়। হাদীছে এগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

حدثنى عبد الرحمن بن ابى ليلى انهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه مجوسى فلما وضع القدح فى يده رمى به و قال لو لا انى نهيته غير مرة ولا مرتين كانه يقول لن افعل هذا ولكنى سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا ديباج ولا تشربوا فى انية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها فانها لهم فى الدنيا وهى لكم فى الاخرة

'আবদুর রাহমান ইবনু আবি লায়লা বর্ণনা করেন, তাঁরা হুযাইফা (রা) এর নিকট ছিলেন। সে সময় তিনি পানি পান করতে চাইলেন। একজন অগ্নি উপাসক তাঁকে পানি পান করাতে এলো। যখন পান পাত্রটি তাঁর হাতে রাখল, তিনি তা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন (কারণ পাত্রটি স্বর্ণ বা রৌপ্যের ছিল) এবং বললেন, যদি আমাকে একাধিক বা দু'য়ের অধিক বার নিষেধ করা না হতো, যেন তিনি বলতে চাইলেন, আমি এমনটি করেছি শুধুমাত্র এ কারণে যে, নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আমি বলতে শুনেছি, তোমরা রেশম ও সিল্কের বস্ত্র পরিধান করো না, আর স্বর্ণ বা রৌপ্যের পাত্রে পান করো না এবং তাতে খাবারও খেয়ো না; কারণ এগুলো দুনিয়াতে তাদের (কাফিরদের) জন্য এবং আখিরাতে তোমাদের জন্য।' (মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, বুখারী, কিতাবুল আত্আমাহ্, বাব আল আকলু ফি আনায়িল মুফায্যায)

عن ابن عمر ان النبى صلى الله عليه وسلم قال من شرب فى اناء ذهب اوفضة او اناء فيه شئ من ذلك فانما يجرجر فى بطنه نار جهنم

'ইবনু উমার (রা) বর্ণনা করেন, নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি স্বর্ণ বা রৌপ্যের পাত্রে পান করে অথবা এমন পাত্রে পান করে,

www.amarboi.org

যাতে স্বর্ণ বা রৌপ্যের কিছু অংশ রয়েছে, সে যেন তার পেটে জাহান্নামের অগ্নি প্রবাহিত করে।' (ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মাদ, মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল আশরিবাহ, ৩য় অনুচ্ছেদ)

এ ছাড়া বহু মূল্যবান পরিচ্ছদ, পুরুষদের জন্য রেশম ও সিল্কের পোশাক এবং স্বর্ণালংকার ও স্বর্ণ খচিত পোশাক প্রভৃতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

☐ প্রতিকৃতি ও ভাস্কর্য নিষিদ্ধ :

ইসলাম মূর্তি, প্রতিমূর্তি, প্রতিকৃতি ও ভাস্কর্য নিষিদ্ধ করেছে। কারণ এগুলোর মাধ্যমে শিরকী কর্মকান্ড প্রচলনের যেমন সম্ভাবনা থাকে তেমনি এ কাজ অহেতুক অর্থ অপচয়েরও শামিল। মানুষ বা অন্য কোন জীব-জন্তুর প্রতিমূর্তি বা ভাস্কর্য অথবা বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ এবং এগুলোতে নানা পন্থায় শ্রদ্ধা নিবেদন অথবা কোন ব্যক্তির ছবি তুলে তা টানিয়ে রেখে তাতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা মূলত: পৌত্তলিক আচার অনুষ্ঠান। এগুলোকে ইসলাম অনুমোদন করে না। ইবরাহীম (আ) এর জাতির এ ধরনের শিরকী কর্মকান্ডের ভ্রান্তি নির্দেশ করে কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيْمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِيْنَ إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْ أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُوْنَ قَالُوْا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِيْنَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِيْ ضَلَالٍ مُبِيْنٍ

'আর ইতোপূর্বে আমি ইবরাহীমকে সঠিক বোধশক্তি দান করেছিলাম এবং তার সম্পর্কে আমি সম্যক অবহিত ছিলাম। যখন সে তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বলেছিলো, এ মূর্তিগুলো কী, যার তোমরা উপাসনা করে চলছো? তারা বলল, আমরা পূর্বপুরুষদেরকে এগুলো উপাসনা করতে দেখেছি। সে বললো, নি:সন্দেহে তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত আছ।' (সূরা আল আম্বিয়া ২১ : ৫১-৫৪)

এ প্রসঙ্গে হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

عن عائشة ان ام سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه و سلم كنيسة رأتها بارض الحبشة يقال لها مارية فذكرت له ما رأت فيها من الصور فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اولئك قوم اذا مات فيهم العبد الصالح او الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا و صوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله

www.amarboi.org

'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, উম্মু সালামা (রা) হাবশায় 'মারিয়া' নামক যে গির্জা দেখেছিলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট তার বর্ণনা দিলেন এবং তার ভেতর যে সকল প্রতিমূর্তি ছিল তারও উল্লেখ করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তারা হলো সেই সম্প্রদায়, যারা তাদের কোন সৎ বান্দা বা ভাল কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করত এবং তাতে তাদের ছবি এঁকে দিত। আল্লাহর নিকট এরা সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি।' (মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, বুখারী, কিতাবুস সালাত, বাবুস সালাতি ফিল বী'আহ)

عن مسلم كنا مع مسروق فى دار يسار بن نمير فرأى فى صفته تماثيل فقال سمعت عبد الله قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون

'মুসলিম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মাসরূকের সঙ্গে ইয়াসার ইবনু নুমাইর এর গৃহে ছিলাম। তিনি (মাসরূক) তাঁর ঘরের তাকে ছবি দেখতে পেয়ে বললেন, আমি আবদুল্লাহ (ইবনু মাস'উদ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই কিয়ামাতের দিন সবচেয়ে বেশি শাস্তির সম্মুখীন হবে ছবি বা ভাস্কর্য নির্মাতারা।'

عن عائشة تقول دخل على النبى صلى الله عليه و سلم و قد سترت سهوة لى بقرام فيه تماثيل فلما رأه هتكه وتلون وجهه و قال يا عائشة اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله

'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার নিকট প্রবেশ করলেন এমন অবস্থায় যে, আমি ছবিযুক্ত একটি পর্দা দিয়ে আমার (ঘরের) তাক ঢেকে রেখেছিলাম। এটি দেখে তিনি তা ছিঁড়ে ফেললেন এবং তাঁর চেহারা রঙ্গিন হয়ে গেল। তিনি বললেন, হে আয়িশা, কিয়ামাতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে তারা, যারা আল্লাহর সৃষ্টিকর্মে সমকক্ষ হতে চায়।'

عن ابى ذرعة قال دخلت مع ابى هريرة دارا بالمدينة فرأى فى اعلاها مصورا يصور قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول و من اظلم ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة

'আবু যুর'আ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরা (রা) এর সঙ্গে

www.amarboi.org

মাদীনার একটি গৃহে প্রবেশ করলাম। তিনি দেখলেন, জনৈক চিত্রকর ঘরের উপরের দিকে ছবি আঁকছে। এটা দেখে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, (আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:) তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে, যে আমার সৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টি করতে চায়? তারা একটা শস্যদানা সৃষ্টি করুক না, তারা একটা পিপীলিকা সৃষ্টি করুক না দেখি?'

عن عائشة انها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رأها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت فى وجهه الكراهية فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتوب الى الله و الى رسوله فما اذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ فقالت اشتريتها لك تقعدها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم احيوا ما خلقتم ثم قال ان البيت الذى فيه الصور لا تدخلوا الملائكة

'আয়িশা (রা) বর্ণনা করেন, তিনি একটি গদি কিনেছিলেন যাতে ছবি ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তা দেখলেন, দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ভেতরে প্রবেশ করলেন না। তিনি (আয়িশা) তাঁর মুখমন্ডলে অসন্তুষ্টির ভাব লক্ষ্য করে বললেন, হে আল্লাহ রাসূল, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট তাওবা করছি, আমি কি অপরাধ করেছি? রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এ গদির কি অবস্থা? তিনি বললেন, এটা আমি আপনার জন্য ক্রয় করেছি, যাতে আপনি এর উপর উপবেশন করতে পারেন এবং বালিশ হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এ ছবিগুলোর নির্মাতাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা তৈরি করেছো তা জীবিত কর। অত:পর তিনি বললেন, নি:সন্দেহে যে ঘরে ছবি থাকে তাতে ফেরেশতাগণ প্রবেশ করেন না।'

কুরআন-হাদীছের উপর্যুক্ত বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ এবং অন্যান্য জীবজন্তু বা প্রাণির ছবি ও ভাস্কর্য সম্পূর্ণ হারাম এবং কবিরা গুনাহ। তাছাড়া বিভিন্ন ডিজাইনের নানা ধরনের স্থাপনা, রাস্তার পার্শ্বে, রাস্তার মোড়ে শুধুমাত্র প্রদর্শনের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে নির্মাণ করতে দেখা যায়। ইসলাম এগুলোর কোনটিই অনুমোদন করে না। কারণ অহেতুক অর্থ ব্যয় ছাড়া এগুলো জনগণের কোন উপকারে আসে না।

www.amarboi.org

☐ এতদ্ব্যতীত ইসলাম সৌন্দর্য পিপাসা ও সৌন্দর্য চর্চার প্রবণতাকেও একটি সীমার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করেছে। বিনা প্রয়োজনে বহু মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ দ্বারা আলমিরা ভর্তিকরণ, ঘরের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য মূল্যবান শো পিস দ্বারা তাকসমূহ সুসজ্জিত করন, অনর্থক ফুর্তিবাজি, রং তামাশা ও ক্রীড়া-কৌতুক, যা অর্থ ও সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়, যে সকল গান-বাজনা বহুমাত্রিক নৈতিক ও আত্মিক ত্রুটি সৃষ্টি করে এবং অনর্থক অর্থ ব্যয় হয়, সেগুলোকেও ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে।

☐ মধ্যম পন্থা অবলম্বনের নির্দেশঃ

ইসলাম সকল ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছে। চলা, বলা, খাওয়া প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই মধ্যম পন্থা ও মিতাচারের আদেশ দেয়া হয়েছে। আল কুরআনে বলা হয়েছেঃ

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

'আর অবজ্ঞা করে মানুষের নিকট হতে মুখ ফিরিয়ে নিও না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দাম্ভিক ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না। আর হাঁটা-চলায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর এবং কণ্ঠস্বরকে নিচু কর। নি:সন্দেহে গাধার কণ্ঠস্বরই সবচেয়ে অপছন্দনীয়।' (সূরা লুকমান ৩১ : ১৮-১৯)

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا

'তুমি স্বীয় নামাযে কণ্ঠস্বরকে অধিক উঁচু করবে না এবং একেবারে নি:শব্দেও তা পড়বে না, বরং এতদোভয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন কর।' (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ : ১১০)

অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের মত ভোগ-ব্যবহার এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রেও ইসলাম মধ্যম পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছে। আল কুরআনে বলা হয়েছেঃ

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً إِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَحْسُوْرًا

'তোমার হাতকে গলার সাথে বেঁধে রেখো না, আবার তা সম্পূর্ণ উন্মুক্তও করে দিও না, যাতে তোমাকে তিরস্কৃত হয়ে ও আফসোস করে বসে থাকতে হয়।' (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ : ২৯)

وَالَّذِيْنَ إِذَا أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا

'মুমিন হলো তারা, যারা ব্যয়ের সময় অপব্যয় করে না এবং কৃপণতাও করে না, বরং এর মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে।' (সূরা আল ফুরকান ২৫ : ৬৭)

www.amarboi.org

عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عال من اقتصد

'ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি মধ্যপন্থা অবলম্বন করে সে দরিদ্র হয় না।'

عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احسن القصد فى الغنى و احسن القصد فى الفقر واحسن القصد فى العبادة

'হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, স্বচ্ছল অবস্থায় মধ্যপন্থা অবলম্বন, দরিদ্র অবস্থায় মধ্যপন্থা অবলম্বন এবং 'ইবাদাতে মধ্যপন্থা অবলম্বন কতই না উত্তম।'

عن ابى الدرداء عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من فقه الرجل رفقه فى معشيشته

'আবুদ্ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, জীবন যাপনে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা কোন ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।' (হাদীছগুলোর জন্য হাফিয ইবনু কাছীরের তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (ইবনু কাছীর), সূরা আল ফুরকান এর ৬৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.)

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করাকে উত্তম বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন, خير الامور اوسطها 'সর্বোত্তম পন্থা হলো মধ্যপন্থা।'

দুনিয়ার বস্তু সামগ্রির প্রকৃত অবস্থা

জীবন যাপন ও ভোগ-ব্যবহারের জন্য মানুষ যেহেতু দুনিয়ার বস্তু সামগ্রির উপর নির্ভরশীল, যেহেতু বেঁচে থাকার জন্য দুনিয়াবী উপায়-উপকরণ ব্যবহার একান্তই প্রয়োজন, সেহেতু দুনিয়ার বস্তু সামগ্রির প্রকৃত অবস্থা কি, তা জানা খুবই জরুরী। এক্ষেত্রে সঠিক জ্ঞান না থাকায় মানুষ নানা বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয় এবং বহুবিধ কুসংস্কারে জড়িয়ে পড়ে।

পৃথিবীর বস্তুরাজির ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি হলো সাধারণভাবে এগুলো বৈধ বা হালাল। সুতরাং এ সকল বস্তু খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা বা অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা সাধারণভাবে বৈধ। কুরআন-সুন্নাহর বর্ণনা থেকে এটিই প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِىْ الْاَرْضِ جَمِيْعًا

www.amarboi.org

'সে মহান সত্তাই (আল্লাহই) তোমাদের জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা আল বাকারা ২ : ২৯)

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

'তোমরা কি লক্ষ্য কর না, আসমান ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তার সবই আল্লাহ মানুষের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি বাহ্যিক ও অদৃশ্য নি'আমতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন?' (সূরা লুকমান ৩১ : ২০)

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে:

ما احل الله فى كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فان الله لم يكن لينسى شيئا وتلا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

'আর আল্লাহ স্বীয় কিতাবে যা হালাল করেছেন, তা হালাল এবং যা হারাম করেছেন, তা হারাম, আর যা থেকে তিনি নিরব থেকেছেন তা মার্জনীয়। সুতরাং আল্লাহর পক্ষ থেকে মার্জনীয় বিষয়কে গ্রহণ কর। কারণ আল্লাহ কোন বিষয় ভুলে যান না। এর সপক্ষে তিনি পাঠ করলেন, 'আর তোমার রব ভুলে যান না।'

ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشياء فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها

'নিশ্চয়ই আল্লাহ কিছু বিষয়কে ফারয করে দিয়েছেন, সেগুলোকে নষ্ট করো না, কিছু সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেগুলো লংঘণ করো না, কিছু বস্তুকে হারাম করেছেন, সেগুলোর বিরোধিতা করো না, আর কিছু বিষয়ে তিনি নিরবতা অবলম্বন করেছেন –তোমাদের প্রতি অনুগ্রহবশত:, ভুলে গিয়ে নয়– সে ব্যাপারে তোমরা বিতর্ক সৃষ্টি করো না।'

দুনিয়ার দ্রব্য সামগ্রির মত মানুষের কাজ-কর্ম, আদত-অভ্যাস, পারস্পরিক লেন-দেন, সন্ধি-শর্ত প্রভৃতি ক্ষেত্রেও এ মূলনীতি প্রযোজ্য অর্থাৎ এগুলোও সাধারণভাবে বৈধ।

হারাম কেবল মাত্র সেগুলো যেগুলোকে শারী'আত প্রণেতা হারাম ঘোষণা করেছেন

এ সকল বস্তু ও বিষয়ের মধ্যে সেগুলোই কেবল হারাম ও অবৈধ গণ্য হবে, যেগুলোকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হারাম ও

www.amarboi.org

অবৈধ বলে ঘোষণা করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেনঃ

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

'তোমাদের উপর তিনি যা হারাম করেছেন, তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন।'

কুরআনের বর্ণনাধারা থেকেও এ মূলনীতিরই প্রমাণ মিলে। কারণ কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে যেগুলো হারাম সেগুলোর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো ।

খাদ্য দ্রব্যের ব্যাপারে বলা হয়েছেঃ

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ

'তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জীব, রক্ত, শুকরের গোশত এবং সে সকল জীব-জন্তু যেগুলো আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। অবশ্য যে ব্যক্তি বাধ্য ও উপায়হীন হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী ও সীমালংঘন করে না তার উপর কোন পাপ বর্তায় না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।' (সূরা আল বাকারা ২ : ১৭৩)

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

'হে মুমিনগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর। তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে, তবে সামনে যা বিবৃত করা হবে তা ব্যতীত। কিন্তু (হাজ্জের) ইহরাম অবস্থায় শিকার করা হালাল নয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তারই নির্দেশ দেন।' (সূরা আল মায়িদা ৫ : ১)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْأَزْلَامِ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ

'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের গোশত, যেসব জন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে উৎসর্গ করা হয়েছে, যা শ্বাস রোধে মারা যায়, যা উঁচু স্থান হতে পড়ে গিয়ে মারা যায়, যা শিং এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে

www.amarboi.org

হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করে, তবে যেটিকে তোমরা যবেহ করেছ তা ব্যতীত। যে জন্তু যজ্ঞ বেদীতে যবেহ করা হয় এবং যা ভাগ্য নির্ধারণী তীর দ্বারা বন্টন করা হয়। এ সবকিছুই গুনাহের কাজ।' (সূরা আল মায়িদা ৫ : ৩)

উপরোল্লিখিত আয়াতে যেসব জীবজন্তু হারাম, সেগুলোর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কুরআন-সুন্নাহয় যেগুলোকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলো ব্যতীত অন্য সবগুলো হালাল। সূরা মায়িদার ১ নং আয়াত থেকে এ বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়ে যায়। সেখানে বলা হয়েছে যেগুলোকে হারাম হিসেবে বিবৃত করা হবে সেগুলো ব্যতীত চতুষ্পদ জন্তুর অন্য সবগুলো হালাল। অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছে,

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ

'তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, কোন বস্তু তাদের জন্য হালাল, বলে দাও, তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হয়েছে।' (সূরা আল মায়িদা ৫ : ৪)

নারীদেরকে বিবাহ করার ক্ষেত্রেও এ নীতিই বর্ণিত হয়েছে। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে, তোমাদের মাতা, কন্যা, ভগ্নি, ফুফু, খালা, ভ্রাতার কন্যা, ভগ্নির কন্যা, যে সকল মাতা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছে, তোমাদের দুধ বোন, স্ত্রীদের মাতা, তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা, যারা তোমাদের গৃহে লালন-পালনাধীন রয়েছে। তবে যদি সে স্ত্রীদের সাথে সহবাস না করে থাকে, তাহলে এ কন্যাদের বিবাহে কোন দোষ নেই। তোমাদের ঔরষজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা। তবে যা অতীত হয়ে গিয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়। আর নারীদের মধ্যে যারা বিবাহিতা তারাও তোমাদের জন্য হারাম, সে নারী ব্যতীত

www.amarboi.org

যার মালিক তোমার দক্ষিণ হস্ত (দাসী)। এটা আল্লাহর বিধান। এ সকল নারী ব্যতীত অন্য সকল নারী তোমাদের জন্য হালাল এ শর্তে যে, তোমরা তাদেরকে অন্বেষণ করবে তোমাদের অর্থের বিনিময়ে, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য, ব্যভিচারের জন্য নয়।' (সূরা আন্ নিসা ৪ : ২৩-২৪)

এখানেও যে সকল নারীকে বিবাহ করা হারাম তাদের তালিকা দিয়ে বলা হয়েছে, এ সকল নারী ব্যতীত অন্য সকল নারী তোমাদের জন্য হালাল।

আমল-আখলাকের ব্যাপারে বলা হয়েছে:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوْا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

'বল,আমার প্রভু তো কেবল হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা, পাপাচার, অন্যায় বাড়াবাড়িকে। আর এও হারাম করেছেন যে, তোমরা তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে এবং আল্লাহর উপর এমন কথা আরোপ করবে যা তোমরা জান না।' (সূরা আল আ'রাফ ৭ : ৩৩)

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوْا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى وَبِعَهْدِ اللهِ أَوْفُوْا ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

'বল, এসো আমি তোমাদেরকে পাঠ করে শুনাই যা তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। আর তা হলো, তোমরা তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না, পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করো, দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না, আমিই তো তোমাদেরকে এবং তাদেরকে উপজীবিকা দেই। গোপন এবং প্রকাশ্য অশ্লীলতার নিকটেও যেওনা এবং যে প্রাণকে আল্লাহ সম্মানার্হ করেছেন তাকে নাহকভাবে হত্যা করো না। এতদ্বারা আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, যাতে তোমরা অনুধাবন কর। ইয়াতিমের সম্পদের ধারে-কাছেও যেয়ো না যে পর্যন্ত না তারা বয়প্রাপ্ত হয়, তবে উত্তম পন্থায় হলে স্বতন্ত্র কথা। পরিমাপ ও ওযনকে পরিপূর্ণ করো ন্যায়সঙ্গতভাবে কোন

www.amarboi.org

ব্যক্তির উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কোন দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয় না। যখন তোমরা কথা বলবে ন্যায়সঙ্গতভাবে বলবে যদিও সে নিকটাত্মীয় হয়, আর আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এতদ্বারা আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।' (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ : ১৫১-১৫২)

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال : يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب ؟ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس)

'আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করলেন, (হাজ্জে) ইহরামকারী ব্যক্তি কী পোশাক পরিধান করবে? তিনি বললেন, তোমরা কামিস (জামা), পাগড়ী, লুঙ্গি, টুপি এবং মোজা পরিধান করবে না। তবে কোন ব্যক্তির যদি জুতা না থাকে, তাহলে সে মোজা পরতে পারবে, কিন্তু তা টাখনুর নিচ অবধি কেটে ফেলতে হবে। আর জাফরান বা মেহেদী জাতীয় কোন কিছুর রঙ্গে রঞ্জিত কাপড় পরিধান করবে না।' (মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, সহীহ্ আল বুখারী, কিতাবুল হাজ্জ, বাবু মা-লা-ইয়ালবিসুল মুহরিমু মিনাছ ছিয়াব) উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, হারাম বস্তু সীমিত এবং সুনির্দিষ্ট, অপরপক্ষে হালালের পরিসর ব্যাপক-বিস্তৃত। সুতরাং নস বা দলীল দ্বারা যেগুলোকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, সেগুলো ব্যতীত অন্য সবগুলোই হালাল বলে গণ্য হবে।

তবে 'ইবাদাত-বন্দেগী এর বিপরীত। কারণ 'ইবাদাতের মূল অবস্থা হলো তা বাতিল ও অবৈধ, যতক্ষণ না তা কোন দলীল দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:

أن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان عبادات يصلح بها دينهم وعادات يحتاجون إليها في دنياهم فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع و أما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه والأصل فيه عدم الحظر فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى

www.amarboi.org

'বান্দার কারবার, কথাবার্তা ও কাজকর্ম দুই প্রকার। একটি হলো 'ইবাদাত, যার দ্বারা তাদের দীনের সংশোধন সাধিত হয় এবং অন্যটি হলো আদত অভ্যাস, দুনিয়ায় চলতে গিয়ে তারা যার মুখাপেক্ষী হয়। শারী'আতের মূলনীতি অধ্যয়নে জানা যায় যে, আল্লাহ যে সকল 'ইবাদাত আবশ্যক অথবা পছন্দনীয় করে দিয়েছেন, তা শারী'আতের নির্দেশ ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। পক্ষান্তরে অভ্যাসসমূহের অবস্থা হলো, তা মানুষ দুনিয়ায় জীবন যাপনের প্রয়োজনে নিজেরাই উদ্ভাবন করে নিয়েছে। এক্ষেত্রে মূলনীতি হলো সেগুলো বৈধ এবং এর কোনটিই অবৈধ হবে না যতক্ষণ না আল্লাহ তা অবৈধ করে দেন।' (আহমাদ ইবনু 'আবদুল হালীম ইবন তাইমিয়া, আল্ কাওয়ায়িদুন নূরানিয়্যাহ আল ফিকহিয়্যাহ, কায়রো : মাকতাবাতুস সুন্নাহ আল মুহাম্মাদিয়া, প্রথম সস্করণ, ১৯৫১ খ্রি. পৃ. ১১২)

সুতরাং 'ইবাদাত বলে পরিগণিত হবে শুধু সেগুলো, যেগুলো আল্লাহ প্রবর্তন করেছেন বা নির্দেশ দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশের বাইরে নতুন কিছু উদ্ভাবনের কোন সুযোগ নেই। কিন্তু মানুষের কাজকর্ম ও আদত অভ্যাস এর বিপরীত। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন, তাছাড়া মানুষ তাদের ইচ্ছানুযায়ী সবকিছুই করতে পারবে। এ প্রসঙ্গে ইবনু তাইমিয়া বলেন:

ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون إن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ}

و العادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه وإلا دخلنا في معنى قوله {أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً}

'এ কারণেই ইমাম আহমাদ এবং হাদীছ বিশারদ অন্যান্য ফকীহগণ বলতেন, 'ইবাদাতের মূল অবস্থা হলো স্থিতাবস্থা। সুতরাং আল্লাহ যা প্রবর্তন করেছেন, তা ব্যতীত অন্য কোন 'ইবাদাত শারী'আত অনুমোদিত বলে গণ্য হবে না। এর ব্যতিক্রম করলে আমরা সে আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবো, যেখানে আল্লাহ বলেছেন, 'নাকি তাদের জন্য এমন কোন শরীক আছে, যারা দীনের এমন কিছু প্রবর্তন করেছে, যার কোন অনুমোদন আল্লাহ দেননি।' অন্যদিকে আদত অভ্যাসের মূল অবস্থা হলো, শুধু আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তা ব্যতীত অন্য সবগুলো উপেক্ষনীয় বা ক্ষমার্হ। এর ব্যত্যয় ঘটালে আমরা সে আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবো

www.amarboi.org

যেখানে আল্লাহ বলেছেন, 'আল্লাহ তোমাদের জন্য রিযক হিসেবে যা নাযিল করেছেন, তার কিছুকে তোমরা হারাম এবং কিছুকে হালাল বানিয়ে নিয়েছ- এটা কেমন কাজ তোমরা কি ভেবে দেখেছো'?' (প্রাগুক্ত)

ইবনু তাইমিয়া বলেন, 'ক্রয়-বিক্রয়, হিবা, ইজারা এবং অন্যান্য অভ্যাস, দুনিয়ার জীবনে মানুষ যেগুলোর প্রতি মুখাপেক্ষী যেমন খাদ্য, পানীয় এবং পোশাক এগুলোর ক্ষেত্রে শারী'আত উত্তম সৌজন্য শিখিয়েছে। এগুলোর মধ্যে যেটিতে ক্ষতি ও বিপর্যয় রয়েছে তা হারাম করেছেন, যেটি জরুরী সেটিকে আবশ্যক করে দিয়েছেন, যেটি অনুচিত তা মাকরূহ করে দিয়েছেন এবং যাতে কল্যাণের দিক প্রাধান্য পেয়েছে, তা মুস্তাহাব করে দিয়েছেন।' (প্রাগুক্ত, ১১৩)

এ মূলনীতির আলোকে তিনি আরো বলেন:

و إذا كان كذلك فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة كما يأكلون ويشربون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة وإن كان بعض ذلك قد يستحب أو يكون مكروها وما لم تحد الشريعة في ذلك حدا فيبقون فيه على الإطلاق الأصلي

'অবস্থা যখন এই, তখন লোকেরা ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা দেয়া-নেয়া প্রভৃতি ইচ্ছামত করতে পারবে যতক্ষণ না শারী'আত কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, যেমন তারা তাদের পছন্দমত খেয়ে ও পান করে থাকে যতক্ষণ না শারী'আত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, যদিও এর কোনটি কখনো মুস্তাহাব, অথবা মাকরূহ হয়ে থাকে। আর এ সকল ক্ষেত্রে শারী'আত যদি কোন সীমা-পরিসীমা নির্ধারণ না করে, তাহলে তা তার সাধারণ মূলনীতির (বৈধতার) উপর বহাল থাকবে।' (প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩)

এ ব্যাপারে হাফিয ইবনুল কায়্যিম বলেন:

ان الاصل فى العقود و الشروط الصحة الا ما ابطله الله او نهى عنه فالاصل فى العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الامر

'চুক্তি ও বন্ধন এবং শর্তসমূহের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো তা শুদ্ধ বা বৈধ, তবে আল্লাহ যা বাতিল বা নিষেধ করেছেন, তা ব্যতীত। আর 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে মৌল অবস্থা হলো তা বাতিল ও অবৈধ, যতক্ষণ না তা করার আদেশ সম্বলিত কোন দলীল বিদ্যমান থাকে।' (মুহাম্মাদ ইবনু আবি বাকর ইবনুল কায়্যিম, ই'লামুল মুয়াক্কি'ঈন আন রাব্বিল 'আলামীন, বৈরূত : দারু ইহ্ ইয়াউত তুরাছ আল আরবী, ১৯৬৯ খ্রি, খ. ১, পৃ. ৩৮৪)

তিনি আরো বলেন:

www.amarboi.org

و اما العقود و الشروط والمعاملات فهى عفو حتى يحرمها ولهذا نعى الله سبحانه على المشركين مخالفة هذين الاصلين وهو تحريم ما لم يحرمه والتقرب اليه بما لم يشرعه

'আর চুক্তি, শর্ত ও পারস্পরিক আদান প্রদান ও আচরণের ক্ষেত্রে প্রকৃত অবস্থা হলো এগুলো ক্ষমার যোগ্য, যতক্ষণ না সেগুলোকে হারাম করে দেয়া হয়। আল্লাহ মুশরিকদেরকে এ দু'টি মূলনীতির বিরোধিতার কারণে তিরস্কার করেছেন, আর তা হলো যা হারাম করা হয়নি তাকে হারাম গণ্য করা এবং তাঁর 'ইবাদাত করা এমনভাবে যা তিনি প্রবর্তন করেননি।' (প্রাগুক্ত)

হালাল হারাম নির্ধারণের মালিক একমাত্র আল্লাহ

আল্লাহ হলেন সৃষ্টিকর্তা এবং সৃষ্টির জন্য বিধি-বিধান বা শারী'আতের প্রবর্তক। সৃষ্টির কল্যাণেই তিনি শারী'আতের বিধান প্রবর্তন করেছেন। কোন্‌টি কল্যাণকর আর কোন্‌টি অকল্যাণকর তার সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে:

الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ

'যারা অনুসরণ করে নিরক্ষর রাসূল এর, যার কথা তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত দেখতে পায়। তাদেরকে ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ হতে বাধা দেয়, তাদের জন্য পবিত্র-পরিচ্ছন্ন জিনিসসমূহ হালাল করে দেয় এবং অপবিত্র জিনিসসমূহ হারাম করে দেয়, তাদের উপর থেকে দুর্বহ বোঝা ও শৃংখলসমূহ সরিয়ে দেয়।' (সূরা আল আ'রাফ ৭ : ১৫৭)

যেহেতু ভাল-মন্দের সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে, সেহেতু হালাল হারাম নির্ধারণের একমাত্র মালিকও আল্লাহই। এ ক্ষেত্রে অন্য কারো কিছু করার কোন ইখতিয়ার নেই। আল কুরআনে আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُوْنَ

'হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ যে সব পবিত্র জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করেছেন, সে সবকে হারাম করে নিও না। আর সীমা লংগন করো না, নিশ্চয়ই সীমা লংঘনকারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। আল্লাহ তোমাদেরকে যেসব হালাল ও

www.amarboi.org

পবিত্র রিযক দান করেছেন, তা থেকে খাও আর সে আল্লাহকে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপনকারী।' (সূরা আল মায়িদা ৫ : ৮৭-৮৮)

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلَالٌ وَهٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوْا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ

'তোমাদের মুখে যা আসে সে অনুযায়ী বলো না যে, এটা হালাল আর এটা হারাম। এতে আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ মিথ্যা আরোপ করা হবে। বস্তুতঃ যারা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে, তারা কখনোই সফলতা লাভ করতে পারে না।' (সূরা আন্ নাহল ১৬ : ১১৬)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِيْ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ

'বল, আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের জন্য যেসব সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন এবং যেসব পবিত্র খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন, কে সে সবকে হারাম করে দিল? বলে দাও, এগুলো দুনিয়ার জীবনে মুমিনদের জন্য; আর কিয়ামাতের দিন এগুলো শুধুই তাদের জন্য। এ ভাবেই আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আয়াতসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করে থাকি।' (সূরা আল আ'রাফ ৭ : ৩২)

মুশরিকরা নিজেদের ইচ্ছামত হালাল হারাম নির্ধারণ করায় আল্লাহ তার নিন্দা قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ জানিয়ে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন:

مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُوْنَ

'তোমরা কি ভেবে দেখেছো, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে রিযক প্রদান করেছেন তা থেকে তোমরা নিজেরাই কিছুকে হারাম আবার কিছুকে হালাল বানিয়ে নিচ্ছ? বল, আল্লাহ কি তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছেন, না কি তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করছো?' (সূরা ইউনুস ১০ : ৫৯)

খাদ্য শস্য ও জন্তু-জানোয়ার ভক্ষণের ব্যাপারে মুশরিকদের মনগড়া বিধি-নিষেধ ও প্রচলিত কুপ্রথাকে আল কুরআনে কঠোরভাবে প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং সেগুলোকে দন্ডযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আল কুরআনে বলা হয়েছে:

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَائِنَا

www.amarboi.org

فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللهِ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ وَقَالُوْا هٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ وَقَالُوْا مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ

'আল্লাহ যেসব শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো থেকে তারা এক অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে অত:পর নিজেদের ধারণা অনুসারে বলে, এটা আল্লাহর জন্য এবং এটা আমাদের অংশীদারদের জন্য। আর যে অংশ তাদের অংশীদারদের জন্য তা তো আল্লাহর দিকে পৌঁছে না এবং যা আল্লাহর জন্য তা তাদের অংশীদারদের দিকে পৌঁছে যায়। তারা যা ফায়সালা করে তা কতই না মন্দ! অনুরূপভাবে মুশরিকদের অনেকের জন্য তাদের অংশীদাররা সন্তান হত্যাকে সুশোভিত করে দিয়েছে, যাতে তারা তাদেরকে ধ্বংস করে দেয় এবং তাদের দীনকে তাদের জন্য সংশায়িত করে দেয়। যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে তারা এ কাজ করত না। সুতরাং তাদেরকে এবং তাদের মনগড়া বিষয়কে পরিহার কর। তারা বলে এ সব চতুষ্পদ জন্তু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ। আমরা যাকে চাই সে ব্যতীত এগুলো কেউ খেতে পারবে না; তাদের ধারণা অনুযায়ী তারা এটা বলত। আর কিছু চতুষ্পদ জন্তুর পিঠে আরোহণকে হারাম করা হয়েছে এবং কিছু সংখ্যক চতুষ্পদ জন্তুর উপর তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না, আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে। অচিরেই তিনি তাদেরকে মিথ্যারোপের কারণে শাস্তি প্রদান করবেন। আর তারা বলে, এ জন্তুর পেটে যা আছে, তা শুধু আমাদের পুরুষদের জন্য, আমাদের স্ত্রীদের জন্য তা হারাম। তবে যদি তা মৃত হয়, তাহলে তাতে সকলেই শরীক হয়। শীঘ্রই তিনি এ ধরনের নির্দেশিকার জন্য তাদেরকে শাস্তি দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।' (সূরা আল আন'আম ৬ : ১৩৬-১৩৯)

নিজের ইচ্ছামত কোন কিছু হারাম করাকে মিথ্যাচার ও ভ্রান্ত নীতি বলে আল কুরআনে বলা হয়েছে :

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللهُ افْتِرَاءً عَلَى اللهِ قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ

www.amarboi.org

'নিশ্চয়ই সে সকল লোক ক্ষতিতে নিমজ্জিত, যারা নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতাবশত: নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করে এবং আল্লাহ তাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছেন, আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে তা হারাম করে নিয়েছে। নিশ্চয়ই তারা পথভ্রান্ত হয়েছে এবং সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়নি।' (সূরা আল আন'আম ৬ : ১৪০)

অন্যত্র আল্লাহ ইরশাদ করেন:

مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

'আল্লাহ বাহিরা, সায়িবা, অসীলা, হাম প্রভৃতি কিছুই তৈরি করেননি, বরং যারা কাফির তারা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।' (সূরা আল মায়িদা ৫ : ১০৩)

বাহিরা বলা হতো সেই জন্তুকে যার দুধ দেবতার নামে উৎসর্গ করা হত। ফলে কোন লোক তা দোহন করতে পারত না। সায়িবা বলা হত ঐ জন্তুকে, যা দেবতার নামে ছেড়ে দেওয়া হত। এ ধরনের জন্তুর উপর আরোহন বা কোন কিছু বহন নিষিদ্ধ ছিল। ওয়াসিলা বলা হতো সে উটনীকে, যে উপর্যুপরি মাদি বাচ্চা প্রসব করে। এ ধরনের উটনীকে দেবতার নামে ছেড়ে দেওয়া হতো এবং তার দ্বারা কোন বোঝা বহন করা হতো না। হাম বলা হতো সে পুরুষ উটকে যে অনেকবার উটনীর সাথে সঙ্গম করেছে এবং রমণক্রিয়া থেকে অবসর নিয়েছে। এ উটকে দেবতার নামে ছেড়ে দেওয়া হতো এবং তার দ্বারা কোন বোঝা বহন করা হতো না। এটাকে তারা হামী বলত। (হাফিয ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, সূরা আল মায়িদার ১০৩ নং আয়াতের তাফসীর; মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, সহীহ আল বুখারী, কিতাবুত্ তাফসীর, বাবু মা জা'আলাল্লাহু মিম বাহিরাতিন ওয়ালা সায়িবাতিন ওয়ালা ওয়াসিলাতিন ওয়ালা হাম)

عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا.

ইয়ায ইবনু হাম্মার (রা) নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমার বান্দাদেরকে আমি একনিষ্ঠ আদর্শের উপর সৃষ্টি করেছি। কিন্তু শয়তানরা তাদেরকে প্ররোচিত করেছে এবং আমি তাদের জন্য যা

www.amarboi.org

হালাল করেছি তা হারাম করে দিয়েছে ও আমার সাথে শিরক করার নির্দেশ দিয়েছে, যে বিষয়ে আমি কোন দলীল প্রমাণ নাযিল করিনি। (সহীহ মুসলিম)
এ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হালাল হারাম নির্ধারণের মালিক একমাত্র আল্লাহ। অন্য কেউ এ কাজ করলে তা হবে আল্লাহর কাজে হস্তক্ষেপের শামিল, যা শিরকের নামান্তর।

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা হারাম করেছেন, তাও আল্লাহর হুকুমের শামিল

আল্ কুরআনে ঘোষিত হারাম ছাড়াও হাদীছ থেকেও বেশ কিছু বস্তু হারাম হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِيْ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.

'ইবনু 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (শিকারী) দন্তের অধিকারী প্রতিটি হিংস্র প্রাণি এবং নখর থাবার অধিকারী প্রতিটি পাখিই নিষিদ্ধ করেছেন।' (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুস্ সায়ীদি ওয়ায্ যাবাইহ্, বাবু তাহরিমি আকলি কুল্লি যী নাবিম মিনাস সিবা'ই ওয়া কুল্লি যী মিখলাবিম মিনাত্ তাইরি)

عن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن لحوم الحمر الأهلية

"আবদুল্লাহ (ইবনু 'উমার) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গৃহপালিত গাধার গোশত নিষিদ্ধ করেছেন।' (সহীহ্ আল্ বুখারী, কিতাবুয্ যাবাইহ্ ওয়াস সায়ীদ, বাবু লুহুমিল হুমুরিল আহ্লিয়্যাহ)

এগুলোকেও আল কুরআন ঘোষিত হারামের অনুরূপ মনে করতে হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর নির্দেশনা ব্যতীত নিজে থেকে কোন কিছুকে হারাম ঘোষণা করেননি।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوْحٰى 'সে নিজের ইচ্ছা থেকে কিছু বলে না, মূলতঃ তা (রাসূলের কথা) ওয়াহী বৈ অন্য কিছু নয়।' (সূরা আন্ নাজম ৫৩ : ৩-৪)

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

www.amarboi.org

'রাসূল তোমাদেরকে যা প্রদান করে, তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে বারণ করে তা থেকে বিরত থাক।' (সূরা আল হাশর ৫৯ : ৭)

হাদীছে ইরশাদ হয়েছে:

عن المقدام بن معديكريب ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يوشك الرجل متكئا على اريكته يحدث بحديث من حديثى فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عزوجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه الا وان ما حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل ما حرم الله

'মিকদাম ইবনু মা'দিকারীব (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, অদূর ভবিষ্যতে মানুষ স্বীয় আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বসে আমার হাদীছ হতে হাদীছ বর্ণনা করে বলবে, আমাদের এবং তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব রয়েছে। সেখানে আমরা যা হালাল পাব তাকেই হালাল গণ্য করব এবং তাতে যা হারাম পাব, তাকে হারাম হিসেবে গ্রহণ করব। জেনে রেখো, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা কিছু হারাম করেছেন, তা আল্লাহর করা হারামের মতই।' (সুনানু ইবনি মাজাহ, পৃ. ২, বাবু ইত্তিবা'ই সুন্নাতি রাসূলিল্লাহ)

সুতরাং আল্লাহ যা হারাম ঘোষণা করেছেন এবং তাঁর নির্দেশে তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা হারাম ঘোষণা করেছেন, তা ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে কোন কিছু হারাম ঘোষণা করার কোন ইখতিয়ার নেই।

www.amarboi.org

চতুর্থ অধ্যায়

সম্পদ বিকেন্দ্রিকরণ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদের স্রষ্টা ও একচ্ছত্র মালিক হলেন আল্লাহ। তিনি এর সবকিছু মানুষের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্ট এ সম্পদ কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দেশের জন্য বিশেষায়িত নয়। বরং এ সম্পদ সমগ্র মানব গোষ্ঠীর সকলের জন্যই। সুতরাং এ সম্পদ ভোগ-ব্যবহারের অধিকার প্রতিটি মানুষের রয়েছে। এর ভোগ-ববহার থেকে কাউকে বঞ্চিত করার কোন অধিকার কারো নেই।

সম্পদের প্রাকৃতিক বিকেন্দ্রিকরণ ব্যবস্থা (Natural Decentralization System of Wealth) :

আল্লাহর সৃষ্ট সম্পদে সকলের ভোগের অধিকার থাকলেও মান্না-সালওয়ার মত তা এমনি এমনি যার যার নিকট পৌঁছে যায় না। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন। সে নিয়ম হলো:

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

'কোন মানুষই চেষ্টা ও শ্রম ব্যতীত কোন কিছু লাভ করতে পারে না।' (সূরা আন্ নাজম ৫৩ : ৩৯)

এ জন্য আল্লাহর এ প্রাকৃতিক ভান্ডার থেকে নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য শ্রম খাটিয়ে তা উপার্জন বা আহরণ করে তবেই ভোগ ব্যবহার করতে হবে। ভোগের জন্য নিজের বা অন্য কারো উপার্জন করা জরুরী। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর গতিশীলতা এবং বৈষয়িক উন্নতির ভিত্তি এ নিয়মের উপরই স্থাপন করেছেন। এর ফলে অঢেল অর্থ সঞ্চয় ও প্রভূত উন্নতি সাধনের পরও মানুষের প্রচেষ্টা কোনো পর্যায়ে গিয়েই থেমে যায় না। বরং সে আরো উন্নতির জন্য অধিকতর প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত করে। এভাবেই প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে আল্লাহর অফুরন্ত ভান্ডার হতে সম্পদ বিকেন্দ্রিকৃত ও বণ্টিত হয়ে সকলের নিকট পৌঁছে যাচ্ছে।

সম্পদের বিধিগত বিকেন্দ্রিকরণ :

প্রাকৃতিক নিয়মে সম্পদ বিকেন্দ্রিকরণের ক্ষেত্রে মানুষের শ্রম, মেধা, যোগ্যতা এবং দক্ষতার বিনিয়োগ জরুরী। কিন্তু সকলের সামর্থ, মেধা, যোগ্যতা ও দক্ষতা সমান নয়। এ ক্ষেত্রে পরস্পরের পার্থক্য লক্ষণীয়। অধিকন্তু প্রকৃতির আনুকূল্য ও প্রতিকূলতাও সকলের জন্য সমান হয় না। এ সকল কারণে প্রকৃতির ভান্ডার হতে

www.amarboi.org

সকলে সমপরিমাণ বা প্রত্যেকে তার প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ আহরণ করতে সব সময় সমর্থ হয় না। উল্লেখিত ক্ষেত্রে মানুষের তারতম্যের কারণে সম্পদ উপার্জনেও তারতম্য সূচিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَاللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

'আল্লাহ তোমাদের কতককে কতকের উপর উপজীবিকার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।' (সূরা আন্ নাহল ১৬ : ৭১)

ফলে এক শ্রেণীর মানুষ তাদের প্রয়োজনের তুলনায় অধিক সম্পদ আহরণ করতে সক্ষম হয়। অন্য দিকে আরেক শ্রেণির মানুষ তার প্রয়োজন পূরণের জন্য যা জরুরী তাও আহরণ করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যেহেতু সকলের রব, সেহেতু তিনি সকলের জীবিকা এবং অন্যান্য সকল প্রয়োজন পূরণেরও দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। আল কুরআনে বলা হয়েছে:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِيْ كِتَابٍ مُبِيْنٍ

'পৃথিবীতে বিচরণশীল এমন কোন প্রাণি নেই, যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর উপর নেই। তিনি জানেন তারা কোথায় অবস্থান করে এবং কোথায় সমর্পিত হয়। সব কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।' (সূরা হুদ ১১ : ৬)

এ জন্য আল্লাহ তা'আলা যাদের অতিরিক্ত সম্পদ আছে, অর্থাৎ যারা ধনিক শ্রেণি, তাদের সম্পদে দরিদ্র ও বঞ্চিত শ্রেণির জন্য সুনির্দিষ্ট হক নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে:

وَفِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

'আর তাদের সম্পদে অভাবী ও বঞ্চিতদের হক রয়েছে।' (সূরা আয্ যারিয়াত ৫১ : ১৯)

وَالَّذِيْنَ فِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُوْمٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

'আর যাদের সম্পদে নির্দিষ্ট হক রয়েছে, প্রার্থী ও বঞ্চিতদের জন্য।' (সূরা আল মা'আরিজ ৭০ : ২৪-২৫)

এ হক আদায় করাকে ইসলাম ক্ষেত্র বিশেষে আবশ্যক করে দিয়েছে, যেমন যাকাত, উশর, ফিতরা প্রভৃতি। আবার ক্ষেত্র বিশেষে নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে আখ্যায়িত করে দান করতে বলা হয়েছে।

এ ব্যবস্থার মূল কথা হলো, যাদের প্রয়োজনের তুলনায় অধিক সম্পদ রয়েছে,

www.amarboi.org

তাদেরকে তা হতে একটি বিশেষ অংশ দান করতে হবে। আর যাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ নেই, ধনীদের প্রদত্ত সম্পদ দ্বারা তাদের প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। এর ফলে–

ক. দরিদ্র, অসহায় ও অভাবীদের প্রয়োজন পূরণ হবে।

এ ব্যাপারে কুরআন কারীমে বলা হয়েছে,

يَسْأَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ وَالْيَتَامى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ

'তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে কী ব্যয় করবে। বলে দাও, তোমাদের সম্পদ হতে যা ব্যয় করবে, তা পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও পথিকের জন্য ব্যয় কর। আর সম্পদ থেকে তোমরা যা ব্যয় কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।' (সূরা আল বাকারা ২ : ২১৫)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

'সাদাকা কেবলমাত্র ফকীর, মিসকীন, সাদাকা আদায়কারী কর্মচারী, কাো হৃদয় আকৃষ্ট করার জন্য এবং দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, আল্লাহর রাস্তায়, পথিকদের জন্য। আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত। আর আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' (সূরা আত্ তাওবা ৯ : ৬০)

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

'নিকটাত্মীয়কে তার হক দিয়ে দাও এবং মিসকীন ও পথিকদেরকেও; আর অপব্যয় করো না।' (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ : ২৬)

فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ يُرِيدُوْنَ وَجْهَ اللهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

'অতএব নিকটাত্মীয়কে তার হক প্রদান কর এবং মিসকীন ও পথিকদেরকেও। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির আকাংখী, তাদের জন্য এটাই উত্তম এবং তারাই হলো সফলকাম।' (সূরা আর্ রূম ৩০ : ৩৮)

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَيَتِيْمًا وَأَسِيْرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُوْرًا

www.amarboi.org

'ভালবাসা সত্ত্বেও তারা তাদের খাদ্য মিসকীন, ইয়াতীম এবং বন্দীদেরকে খাওয়ায়। (তারা বলে) আমরা তোমাদের খাওয়াই শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির লাভের জন্য। এর বিনিময়ে আমরা তোমাদের নিকট থেকে কোন প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা আশা করি না।' (সূরা আদ্ দাহর ৭৬ : ৮-৯)

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

'সে তো দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করেনি। তুমি কি জান দুর্গম গিরিপথ কী? তা হচ্ছে দাসকে মুক্ত করা অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে নিকটাত্মীয়, ইয়াতীমকে অথবা ধূলিমলিন কোন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ানো।' (সূরা আল বালাদ ৯০ : ১১-১৬)

عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال (ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوه لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوه لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)

'ইবনু 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মু'আয (রা) কে যখন ইয়ামানে প্রেরণ করলেন, তখন বললেন, তাদেরকে তুমি এ সাক্ষ্যের দিকে আহবান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যদি তারা এটা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফারয করে দিয়েছেন। তারা যদি এটাও মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের সম্পদের উপর সাদাকা (যাকাত) ফারয করে দিয়েছেন, যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ করে গরীবদের মাঝে বিতরণ করে দেওয়া হবে।' (সহীহ্ আল বুখারী, কিতাবুয যাকাত, বাবু ওজূবুয যাকাতি ওয়া কাউলিল্লাহি তা'আলা ওয়া আকীমুস সালাতা ওয়া আতুয যাকাতা)

খ. মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত না হয়ে সমাজের সর্বস্তরে বিকেন্দ্রিভূত হয়ে অর্থনৈতিক প্রবাহ ও গতিশীলতা অব্যাহত থেকে সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হতে থাকবে।

এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

www.amarboi.org

مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

'আল্লাহ জনপদবাসীর নিকট হতে তাঁর রাসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহ, রাসূল, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন এবং পথিকের জন্য। এটা এ জন্য যাতে সম্পদ কেবলমাত্র তোমাদের মধ্যে যারা ধনী তাদের মাঝে পুঞ্জিভূত না হয়।' (সূরা আল হাশর ৫৯ : ৭)

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْ عِنْدَ اللهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللهِ فَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

'তোমরা সুদে যা কিছু দাও এজন্য যে তা লোকদের সম্পদে বৃদ্ধি ঘটাবে, মূলত: সেটা আল্লাহর নিকট বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যে যাকাত তোমরা প্রদান কর, ক্রমবৃদ্ধি কেবল সেগুলোতেই হয়ে থাকে।' (সূরা আর্ রূম ৩০ : ৩৯)

يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيْمٍ

'আল্লাহ সুদকে নির্মূল করেন এবং দান-সাদাকাকে ক্রমবৃদ্ধি দান করেন। আর আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপাচারীকে পছন্দ করেন না।' (সূরা আল বাকারা ২ : ২৭৬)

إِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُوْنَ تِجَارَةً لَنْ تَبُوْرَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ

'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করে, তারা এমন ব্যবসা করে, যা কখনো লোকসানের সম্মুখীন হবে না। আল্লাহ তাদেরকে পূর্ণ বিনিময় প্রদান করবেন এবং তাঁর অনুগ্রহ হতে তাদেরকে আরো বাড়িয়ে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও সকৃতজ্ঞ।' (সূরা ফাতির ৩৫ : ২৯-৩০)

সুদের দ্বারা সম্পদ বাড়ে না বরং সংকুচিত হয়। কারণ সুদ মূলত: শোষণের হাতিয়ার। এর মাধ্যমে দরিদ্র শ্রেণির লোকদের নিকট হতে ঋণ বাবদ প্রদত্ত অর্থের চেয়ে অধিক আদায় করে গরীবকে আরো গরীবে পরিণত করা হয়। এ শোষণের মাধ্যমে গরীব ও সাধারণ শ্রেণির অর্থ মুষ্টিমেয় কতিপয় সুদখোর মহাজনের হাতে পুঞ্জিভূত হয়। এরফলে অর্থনৈতিক প্রবাহ ও গতিশীলতা

www.amarboi.org

সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং জনগণের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়।

অপর দিকে দান-সাদাকা ও যাকাতের মাধ্যমে অর্থ বিকেন্দ্রিভূত হয়ে সমাজের সকল শ্রেণির লোকের মধ্যে আবর্তিত ও প্রবাহিত হয়। ফলে অর্থনীতির চাকা সচল থাকে। এর দ্বারা মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং এ ব্যবস্থার ফলে অর্থ কতিপয় ব্যক্তির হাতে পুঞ্জিভূত না থেকে সমাজের সর্বত্র আবর্তিত হয়। এর দ্বারা সকল শ্রেণির মানুষ নিজের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ ও তা বিনিয়োগ করে নিজের সম্পদ বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় রত থাকে। ফলে অর্থ ব্যবস্থা সচল, সক্রিয় ও ক্রমবর্ধমান থাকে। এতে সামগ্রিক অর্থ ব্যবস্থায় প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকে।

গ. মনের সংকীর্ণতা, কৃপণতা ও পংকিলতা বিদূরিত হয়ে প্রশস্ততা, উদারতা, বদান্যতা-কল্যাণকামিতা ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হবে।

যাকাত ও দান-সাদাকার দ্বারা মানুষ মনের সংকীর্ণতা ও কৃপণতা থেকে রক্ষা পায়।এর দ্বারা হৃদয়ের প্রশস্ততা ও উদারতা বৃদ্ধি পায়। মানুষের কল্যাণকামিতা, তাদের প্রতি সহানুভূতি ও মায়ামমতা বৃদ্ধি পায়। অন্যের সংকটে সাহায্য করাকে নিজের নৈতিক দায়িত্ব মনে করে। এতে মন হয় পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا وَأَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

'আল্লাহকে সাধ্যানুযায়ী ভয় করে চল, তাঁর কথা শ্রবণ কর এবং মেনে চল। আর ব্যয় কর তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য। যারা মনের সংকীর্ণতা দূর করতে পেরেছে, মূলত: তারাই সফলকাম হয়েছে।' (সূরা আত্ তাগাবুন ৬৪ : ১৬)

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُوْنَ

'সফল হয়েছে সে সকল মুমিন যারা সালাতে বিনয়াবনত, যারা বেহুদা থেকে বিরত এবং যাকাত কাজে নিয়োজিত।' (সূরা আল মুমিনূন ২৩ : ১-৪)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

'তাদের সম্পদ হতে দান-সাদাকা গ্রহণ কর। এটা তাদেরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করবে। আর তাদের জন্য দু'আ কর। কারণ তোমার দু'আ তাদের জন্য প্রশান্তি দায়ক। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' (সূরা আত্ তাওবা ৯ : ১০৩)

www.amarboi.org

যাকাত অবশ্য পালনীয় বিধান, এটি গরীবের প্রতি ধনীদের কোন দয়া নয়। বরং এটি গরীবদের হক, যা আদায় করা ধনীদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। পূর্বে উল্লেখিত কুরআনের আয়াতে একে আবশ্যকীয় হক বলেই আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র এটিকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় আদায় ও বণ্টনের ব্যবস্থা করেছে। কেউ যাকাত দিতে অস্বীকার করলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। কারণ অসহায়, অক্ষম ও অভাবীদের রিযকের ব্যবস্থা এর মাধ্যমেই করা হয়েছে। যারা এর অন্যথা করে, তারা মূলত: আল্লাহর ব্যবস্থাপনা লংঘন করে। ইসলামের নির্দেশিকা হতে জানা যায় যে, যাকাত ও দান-সাদাকা মূলত: আল্লাহকে প্রদান করা হয়। এ জন্য কুরআন-সুন্নাহয় যাকাত দানের ক্ষেত্রে فى سبيل الله বা 'আল্লাহর রাস্তায়' শর্ত দ্বারা শর্তায়িত করা হয়েছে। মূলত: যাকাত দাতা ও দান-সাদাকাকারী তার অর্থের নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহকে প্রদান করেন এবং তা দ্বারা আল্লাহ বিশেষ ব্যবস্থাপনায় গরীব, অসহায় ও অক্ষম ব্যক্তিদের রিযকের ব্যবস্থা করে থাকেন।

সঞ্চয়ের নিষেধাজ্ঞা

বৈধভাবে উপার্জিত সম্পদ ভোগ-ব্যবহার ও প্রয়োজন পূরণের পর যদি উদ্বৃত্ত থাকে, সে সম্পদকে ইসলাম পুঞ্জিভূত ও সঞ্চিত করে রাখাকে অনুমোদন করে না। কারণ এর দ্বারা সম্পদ অব্যবহৃত ও অলস পড়ে থাকে। ফলে ধন-সম্পদের আবর্তন বাধাগ্রস্ত হয়। এর ফলে সে যেমন ব্যক্তিগতভাবে নৈতিক ও আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনি সামগ্রিক অর্থ ব্যবস্থার প্রবৃদ্ধিকেও বাধাগ্রস্ত করে। সম্পদ পুঞ্জিভূত করার মানসিকতা এবং তা ব্যয় না করে কৃপণতা করা এমন এক মারাত্মক ব্যাধি, যা শুধু ব্যক্তির দুর্ভাগ্যই সূচিত করেনা, বরং এটি মানব সমাজের বিরুদ্ধেও এক কঠিন অপরাধ। এ জন্য ইসলাম কৃপণতাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

عن ابى أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى

'আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, হে আদম সন্তান, তুমি অতিরিক্ত সম্পদ ব্যয় করবে এটাই তোমার জন্য উত্তম, আর তা সঞ্চয় করে রাখা তোমার জন্য ক্ষতিকর। তবে

www.amarboi.org

প্রয়োজন পূরণের জন্য যা রাখা হয়, তা দোষণীয় নয়। আর তুমি যাদের ভরণ-পোষণ কর তাদের থেকেই দান শুরু কর। উপরের হস্ত নিচের হস্তের চেয়ে উত্তম।' (সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, বাবু বায়ানি আন্নাল ইয়াদাল উল্ ইয়া খাইরুম মিন ইয়াদিস সুফ্লা)

সম্পদ বিকেন্দ্রিকরণ ব্যবস্থা

আল্লাহর সৃষ্ট সম্পদ দ্বারা যাতে সকল মানুষ উপকৃত হতে পারে, ইসলাম তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে সম্পদ যাতে কুক্ষিগত হতে না পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এ জন্য আয়, ব্যয় এবং ভোগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ আরোপের পরও উদ্বৃত্ত সম্পদকে সর্বস্তরে বিকেন্দ্রিকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ব্যয়-বিনিয়োগ ও বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে সর্বস্তরে সম্পদের প্রবাহকে নিশ্চিত করা হয়েছে। সম্পদ বিকেন্দ্রিকরণের জন্য ইসলাম যে সকল বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছে, তা হলো- ১. সম্পদ ব্যয়, ২. সম্পদ বিনিয়োগ, ৩. যাকাত আদায় ও বণ্টন, ৪. গানীমাত বণ্টন এবং ৫. মীরাছ বণ্টন। নিম্নে এগুলোর বিবরণ দেওয়া হলো।

১. সম্পদ ব্যয় :

ইসলম সম্পদ সঞ্চয় ও কুক্ষিগত করে রাখার নিষেধাজ্ঞার সাথে সাথে তা ব্যয় করারও নির্দেশ দেয়। উদ্বৃত্ত সম্পদ হতে জনকল্যাণে ও দু:স্থ-দরিদ্রদের প্রয়োজন পূরণে অকাতরে ব্যয়ের আদেশ দিয়েছে। ধনীর সম্পদে দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিদের অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে:

آمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَأَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ فَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوْا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيْرٌ

'ঈমান আন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি, আর ব্যয় কর সম্পদ হতে যার প্রতিনিধি তিনি তোমাদেরকে বানিয়েছেন। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং ব্যয় করে, তাদের জন্য বিরাট পুরস্কার রয়েছে।' (সূরা আল হাদীদ ৫৭ : ৭)

وَأَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِيْ إِلَى أَجَلٍ قَرِيْبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ

'আমি তোমাদেরকে যে রিয্ক দান করেছি তা থেকে ব্যয় কর, সে সময় আসার পূর্বে যখন তোমাদের কারো নিকট মৃত্যু আগমন করবে অত:পর সে বলবে, প্রভু, আমাকে যদি সামান্য সময় অবকাশ দিতেন, তাহলে আমি দান করতাম এবং সৎ

www.amarboi.org

কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।' (সূরা আল মুনাফিকুন ৬৩ : ১০)

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُوْنَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

'হে ঈমানদারগণ, আমি তোমাদেরকে যে রিয্ক দান করেছি তা থেকে ব্যয় কর, সেদিন আসার পূর্বেই, যেদিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ কোন কাজে আসবে না। আর কাফিররাই হলো যালিম।' (সূরা আল বাকারা ২ : ২৫৪)

অর্থ সম্পদ ব্যয় করাকে আল্লাহ তা'আলা মুমিনের বৈশিষ্ট্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আল কুরআনে বলা হয়েছে:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ

'মুমিন তো শুধুমাত্র তারাই, যাদের সামনে আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হলে তাদের হৃদয় বিগলিত হয়ে যায় এবং যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখর তাদের ঈমান বেড়ে যায় আর তারা তাদের রবের উপর নির্ভরশীল। যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে, এরাই হলো প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য তাদের রবের নিকট মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক উপজীবিকা রয়েছে।' (সূরা আল মুমিনূন ২৩ : ২-৪)

দান-খয়রাত ও ব্যয় করা মুত্তাকীদেরও অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

ذلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ

'এটা সেই মহিমান্বিত কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই। এটা মুত্তাকীদের জন্য পথপ্রদর্শক। যারা ঈমান আনে গায়িবের প্রতি, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।' (সূরা আল বাকারা ২ : ২-৩)

ব্যয় করা মুহসিনদেরও অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে:

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

'যারা আনন্দ ও বিপদ উভয় অবস্থায় দান করে, রাগকে হজম করে এবং

www.amarboi.org

লোকদের প্রতি ক্ষমাশীল, আর আল্লাহ (এ ধরনের) মুহসিনদেরকে পছন্দ করেন।' (সূরা আলে 'ইমরান ৩ : ১৩৪)

আল্লাহর খাঁটি বান্দাদের উল্লেখ করে আল কুরআনে বলা হয়েছে:

الصَّابِرِيْنَ وَالصَّادِقِيْنَ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْأَسْحَارِ

'তারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, বিনয়ী, দানকারী এবং শেষ রজনীতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।' (আলে 'ইমরান ৩ : ১৭)

ইসলাম ইচ্ছামত যত্র-তত্র অর্থ ব্যয়ের অনুমোদন দেয়না। এ জন্য দান সাদাকা ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে 'ফি সাবিলিল্লাহ' কথাটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ দাতাকে দান করতে হবে আল্লাহর নির্দেশিকার আলোকে। অন্যথায় সে দান কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ বয়ে আনবে। আল্লাহর নির্দেশিকা হলো উপরোক্ত বিষয়গুলোকে সামনে রেখে জনকল্যাণে ব্যয় করতে হবে। জনকল্যাণকর খাতগুলোর বিবরণও কুরআন-সুন্নাহয় রয়েছে। তন্মধ্য হতে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

(ক) রোগীর পরিচর্যা

কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে দেখতে যাওয়া, তার খোঁজ-খবর নেয়া, সাধ্যমত তার পরিচর্যা করা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রতিটি মুসলিমের নৈতিক দায়িত্ব; চাই সে ব্যক্তি আত্মীয় হোক বা অনাত্মীয়, মুসলিম হোক বা অমুসলিম, প্রতিবেশী হোক অথবা অন্য কেউ। ইসলাম রোগীর সেবা ও পরিচর্যা করাকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছে। হাদীছে এসেছে :

عن ابى موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اطعموا الجائع و عودوا المريض و فكوا العانى

'আবু মুসা (রা) থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, তোমরা ক্ষুধার্তকে খাদ্য খাওয়াও, রোগীর পরিচর্যা কর এবং বন্দীদেরকে মুক্তি দাও।' (সহীহ আল বুখারী, সুনান আবী দাউদ)

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام و عيادة المريض و اتباع الجنائز و اجابة الدعوة و تشميت العاطس

'আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, এক মুসলিমের উপর অন্য মুসলিমের হক হলো পাঁচটি। সালামের জবাব দেয়া, রোগীর পরিচর্যা করা, জানাযার অনুসরণ করা, দা'ওয়াত কবুল করা এবং হাঁচির পর আল্ হামদু লিল্লাহ বললে তার জবাবে

www.amarboi.org

ইয়ারহামুকাল্লাহ্ (আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন) বলা।' (সহীহ মুসলিম, সুনান ইবন মাজাহ্)

عن ثوبان عن النبى صلى الله عليه و سلم قال ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل فى خرفة الجنة حتى يرجع

'ছাওবান (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, যখন কোন মুসলিম তার অসুস্থ মুসলিম ভাইকে পরিচর্যা করে, তখন সে ফিরে না আসা অবধি জান্নাতের ফল চয়ন করতে থাকে।' (সহীহ মুসলিম, জামে আত্ তিরমিযী)

عن على قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من اتى اخاه المسلم عائدا مشى فى خرافة الجنة حتى يجلس فاذا جلس غمرته الرحمة فان كان غدوة صلى عليه سبعون الف ملك حتى يمسى و ان كان مساء صلى عليه سبعون الف ملك حتى يصبح

'আলী (রা) থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার অসুস্থ মুসলিম ভাইয়ের পরিচর্যার জন্য আগমন করে, সে ব্যক্তি জান্নাতের বাগানের মধ্যে চলতে থাকে, যতক্ষণ না তথায় গিয়ে উপবেশন করে। অত:পর যখন তথায় উপবেশন করে, তখন (আল্লাহর) রহমত তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। যদি সকাল বেলা হয় তাহলে সন্ধ্যা পর্যন্ত ৭০ হাজার ফেরেশতা তার জন্য দু'আ করতে থাকে। আর যদি সন্ধ্যা বেলা হয়, তাহলে সকাল অবধি ৭০ হাজার ফেরেশ্তা তার জন্য দু'আ করতে থাকে।' (সুনান ইবন মাজাহ্)

উল্লেখিত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, রোগীর সেবা করা অত্যন্ত ফযীলতের কাজ। সুতরাং কোন ব্যক্তি অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া, তার জন্য কিছু পথ্য নিয়ে যাওয়া, তার সেবা করা, যেমন মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়া, মাথায় পানি দিয়ে দেয়া, ডাক্তার ডেকে দেয়া, ঔষধ ও পথ্য এনে দেয়া, প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া, বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজ-খবর নেয়া, পরিবারের লোকদেরকে সান্তনা ও ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়া এবং তার সুস্থতার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করা ইত্যাদি অত্যন্ত ফজিলতের কাজ এবং এ কাজগুলো করা প্রত্যেক মুসলিমের নৈতিক দায়িত্ব। সুতরাং সাধারণ দান-সাদাকা থেকে রোগীর পরিচর্যা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

www.amarboi.org

(খ) ইয়াতীম, বিধবা ও নিঃস্ব ব্যক্তিদের সেবা

ইয়াতীম, বিধবা, অভাবী এবং দরিদ্র লোকদের সাহায্য-সহযোগিতা ও সেবা করার জন্য কুরআন-হাদীছে জোর তাকিদ দেয়া হয়েছে। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে:

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَ لاَ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَ بِذِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَ الْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَ الْجَارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا

'তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাঁর সঙ্গে অন্য কিছুকে শরীক করো না। আর পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচরণ কর। সদাচরণ কর আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সহযাত্রী ও সহকর্মী, মুসাফির এবং অধিনস্থ লোকদের সাথে। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না।' (সূরা আন্ নিসা ৪ : ৩৬)

ইয়াতীম, মিসকীন ও দু:স্থ-দরিদ্রদের সাহায্য-সহযোগিতার মধ্যে প্রভূত কল্যাণ ও পুণ্য রয়েছে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে :

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

'তোমরা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাবে এটাই কেবল পুণ্য নয়, বরং প্রকৃত পুণ্যের অধিকারী হলো সে ব্যক্তি, যে ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি, আখিরাত দিবসের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, সমস্ত কিতাব ও নবীগণের প্রতি এবং যে ব্যক্তি সম্পদের মায়া সত্ত্বেও তা দান করে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, পথিক ও প্রার্থীদেরকে এবং দাস মুক্তির কাজে। আর যে ব্যক্তি ও'য়াদা-অঙ্গীকার করলে সেগুলোকে পুরাপুরি পালন করে, অভাব-অনটন, রোগ-ব্যাধি ও বিপদ আপদ এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাত কালে ধৈর্য ধারণ করে অবিচল থাকে। এরাই হলো সে সকল লোক, যারা নিজেদের ঈমানকে বাস্তব সত্যে পরিণত করেছে এবং এরাই হলো প্রকৃত আল্লাহভীরু।' (সূরা আল বাকারা ২ : ১৭৭)

ইসলাম গরীব, দু:খী ও বঞ্চিত লোকদের সেবা ও সাহায্য-সহযোগিতাকে এত

www.amarboi.org

বেশি গুরুত্ব দিয়েছে যে, বিত্তশালীদের সম্পদে তাদের অধিকার নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। আল কুরআনে বলা হয়েছে :

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

'তাদের সম্পদে অভাবী ও বঞ্চিত লোকদের জন্য সুনির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে।' (সূরা আয্ যারিয়াত ৫১ : ১৯)

এমন কি মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টনের সময়ও যদি কোন গরীব, দু:খী, ইয়াতিম, বিধবা উপস্থিত থাকে, তাহলে উক্ত সম্পদ হতে তাদেরকেও কিছু দান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوْفًا

'আর সম্পত্তি বণ্টনের সময় যদি আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও নি:স্ব ব্যক্তিগণ সেখানে উপস্থিত হয়, তাহলে ঐ সম্পদ হতে তাদের কিছু দিয়ে দাও এবং তাদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক আচরণ কর।' (সূরা আন্ নিসা ৪ : ৮)

যে সকল অপ্রাপ্ত বালক-বালিকার পিতা অথবা পিতা-মাতা উভয়ই মারা যায়, তারাই হলো ইয়াতীম। ইয়াতীম সবচেয়ে অনাথ, অসহায় ও স্নেহ বঞ্চিত। সমাজের অন্যান্য শিশুদের মতই তাদেরকে স্নেহ ও সেবা যত্ন করা, তাদের কল্যাণের চিন্তা করা প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব। ইয়াতীমদের সম্পর্কে আল কুরআনে বলা হয়েছে :

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى قُلْ اِصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ

'হে নবী, তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে ইয়াতীমদের ব্যাপারে। বলে দাও, তাদের জন্য কল্যাণের চেষ্টা করাই হচ্ছে উত্তম কাজ। আর যদি তাদের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকতে চাও, থাকতে পার। কারণ তারা তোমাদের ভাই।' (সূরা আল বাকারা ২ : ২২০)

বিভিন্ন হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইয়াতীমদের লালন-পালন করা, তাদের খানা-পিনার ব্যবস্থা করা, তাদের প্রতি উত্তম আচরণ করা এবং তাদের জিম্মাদারী গ্রহণ করা প্রভৃতিকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করেছেন এবং এটাকে খুবই ফযীলতের কাজ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

خير بيت فى المسلمين بيت فيه يتيم يحسن اليه وشر بيت فى المسلمين بيت فيه يتيم يساء اليه

'মুসলিমদের সর্বোত্তম গৃহ হলো সেটি, যে গৃহে ইয়াতীম আছে এবং তার প্রতি

www.amarboi.org

উত্তম আচরণ করা হয়। আর মুসলিমদের নিকৃষ্ট গৃহ হলো সেটি, যাতে ইয়াতীম আছে এবং তার প্রতি খারাপ আচরণ করা হয়।' (সুনান ইবন মাজাহ্, আবু হুরাইরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত)

عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه و سلم قال من قبض يتيما من بين المسلمين الى طعامه وشرابه ادخله الله الجنة البتة الا ان يعمل ذنبا لا يغفروا

ইবনু 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 'যে ব্যক্তি মুসলিমদের মধ্য হতে কোন ইয়াতীমের পানাহারের দায়িত্ব গ্রহণ করে, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। অবশ্য সে যদি ক্ষমার অযোগ্য কোন পাপ কাজ করে তাহলে ভিন্ন কথা।' (জামে আত্ তিরমিযী)

عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من عاد ثلاثة من الايتام كان كمن قام ليله وصام نهاره وغدا و راح مشاهرا سيفه فى سبيل الله وكنت انا وهو فى الجنة اخوين كهاتين اختين والصق اصبعيه السبابة والوسطى

"আবদুল্লাহ্ ইবনুল 'আব্বাস (রা) থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তিন জন ইয়াতীমকে লালন-পালন করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে রাত্রি জেগে 'ইবাদাত করে এবং দিনের বেলা রোযা রাখে এবং স্বীয় তরবারীকে উন্মুক্ত করে সকাল সন্ধ্যা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে। আর আমি এবং সে ব্যক্তি দুই ভাইয়ের মত জান্নাতে অবস্থান করবো, যেমন এই দুই বোন- এই বলে তিনি মধ্যমা ও শাহাদাত আঙ্গুলী মিলিত করলেন।' (সুনান ইবন মাজাহ্)

বিধবা, নি:স্ব, দরিদ্র, পঙ্গু, অন্ধ প্রমুখ অসহায় ব্যক্তিদের সেবা ও সাহায্য এবং তাদের কল্যাণের জন্য কাজ করা অত্যন্ত পুণ্যের কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। হাদীস শরীফে এসেছে :

عن صفوان بن سليم يرفعه الى النبى صلى الله عليه و سلم قال الساعى على الارملة و المساكين كالمجاهد فى سبيل الله او كالذى يصوم النهار و يقوم الليل

'সাফওয়ান ইবনু সুলাইম (রা) মারফু' সূত্রে বর্ণনা করেন, নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, বিধবা ও মিসকীনদের কল্যাণে চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী ব্যক্তির ন্যায় অথবা ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে দিবসে

www.amarboi.org

রোযা রাখে এবং রাত্রি জেগে 'ইবাদাত করে।' (সহীহ আল বুখারী, জামে আত্ তিরমিযী)

(গ) ক্ষুধার্তকে অন্নদান এবং বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান

ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাদ্য খাওয়ানো এবং বস্ত্রহীন ব্যক্তিকে বস্ত্রদান সামর্থবান প্রতিটি ব্যক্তির নৈতিক দায়িত্ব এবং বিত্তবান ব্যক্তির উপর তা অবশ্য কর্তব্য। হাদীছ শরীফে আছে: 'যে ব্যক্তি প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজে পেট পুরে খায়, সে ব্যক্তি মুমিন নয়।' যারা নিঃস্ব ও দরিদ্র ব্যক্তিদেরকে খাদ্য খাওয়াতে উৎসাহিত করে না, তারা আখিরাতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বলে আল কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। (সূরা আল মাউন ১০৭ : ১-৩)

দুনিয়ার সংকীর্ণতা, লাঞ্ছনা ও আখিরাতের শাস্তির কারণ হিসেবে আল কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে:

كَلاَّ بَلْ لاَ تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ -وَلا تَحَاضُّوْنَ على طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ

'কখখনো নয়, বরং তোমরা ইয়াতীমদেরকে সম্মান কর না এবং মিসকীনদেরকে খাদ্যদানে উৎসাহিত কর না।' (সূরা আল ফজর ৮৯ : ১৭-১৮)

ক্ষুধার্তকে খাদ্যদান করলে আখিরাতে জান্নাতের অফুরন্ত নি'আমত লাভে ধন্য হওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لاَ نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَّلاَ شُكُوْرًا

'নিঃসন্দেহে পুণ্যবান ব্যক্তিগণ এমন পান পাত্র থেকে পান করবে, যার মিশ্রণ হবে কর্পুর। আল্লাহর বান্দাহগণ ঝর্ণাধারা হতে পান করবে এবং তাকে সদাই প্রবাহিত করবে। তারা নযর-মান্নতসমূহ পূরা করত এবং এমন দিনের (আখিরাতের) ভয় করত, যার অনিষ্ট সুদূর প্রসারী। আর তারা মায়া-মহব্বত সত্ত্বেও তাদের খাদ্য মিসকীন, ইয়াতীম ও কয়েদীকে খাওয়াতো। (তারা বলত) আমরা তো শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তোমাদেরকে খাওয়াই, এর দ্বারা আমরা তোমাদের নিকট হতে কোন প্রকার প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতার আশা পোষণ করি না।' (সূরা আদ্ দাহর ৭৬ : ৫-৯)

আল কুরআনের অন্য এক স্থানে জান্নাতবাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে :

فَكُّ رَقَبَةٍ اَوْ اِطْعَامٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ يَتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ اُولٰئِكَ اَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ

www.amarboi.org

'দাসকে মুক্তিদান অথবা অনাথ আত্মীয় কিংবা ধূলিধুসরিত মিসকীনকে দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্য দান, অত:পর তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যারা ঈমান আনয়ন করে এবং পরস্পরকে ধৈর্য ও মায়া-মমতার উপদেশ দেয়, তারাই হলো ডানপন্থী (সৌভাগ্যের অধিকারী)।' (সূরা আল বালাদ ৯০ : ১৩-১৮)

হাদীছ শরীফেও খাদ্য খাওয়ানোকে ইসলামের উত্তম কাজ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে:

عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سأل النبى صلى الله عليه و سلم اى الاسلام خير قال تطعم الطعام و تقرء السلام على من عرفت و من لم تعرف

"আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রা) থেকে বর্নিত, জনৈক ব্যক্তি নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ ইসলাম (ইসলামের কোন্ কাজ) উত্তম? তিনি উত্তর দিলেন, (দরিদ্রকে) খাদ্য খাওয়ানো এবং পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম দেয়া।' (সুনান আবী দাউদ)

বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করাও একটি মহৎ কাজ এবং এটিও অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করে, ঐ বস্ত্রের একটি টুকরাও যতদিন বর্তমান থাকে, ততদিন তার জন্য ফেরেশতাগণ রহমতের দু'আ করতে থাকেন।

عن ابى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ايما مسلم كسا مسلما ثوبا على عرى كساه الله من خضر الجنة وايما مسلم اطعم مسلما على جوع اطعمه الله من ثمار الجنة وايما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم

'আবু সাঈদ(রা) থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে মুসলিম কোন বস্ত্রহীন মুসলিমকে বস্ত্র পরিধান করায় আল্লাহ তাকে জান্নাতের সবুজ পোশাক পরিধান করাবেন। যে মুসলিম অন্য কোন ক্ষুধার্ত মুসলিমকে খাদ্য খাওয়ায় আল্লাহ তাকে জান্নাতের ফলমূল হতে খাওয়াবেন। আর যে মুসলিম কোন পিপাসার্ত মুসলিমকে পান করায় আল্লাহ তাকে সীল করা সুরক্ষিত পাত্র হতে পান করাবেন।' (সুনান আবী দাউদ)

(ঘ) বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করা

যে ব্যক্তি বিপদ-আপদে মানুষকে সাহায্য করে, আল্লাহও সে ব্যক্তিকে দুনিয়ার বিপদাপদ থেকে হিফাযাত করবেন এবং আখিরাতের কঠিন বিপদ থেকে তাকে নাজাত দেবেন।

www.amarboi.org

عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر فى الدنيا يسرالله عليه فى الدنيا والاخرة ومن ستر على مسلم فى الدنيا ستر الله عليه فى الدنيا والاخرة والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون اخيه

'আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত, নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দুনিয়ার কোন বিপদ দূর করে দেয়, আল্লাহ তার কিয়ামাত দিবসের বিপদকে দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোন সংকটাপন্ন ব্যক্তির সংকটকে সহজ করে দেয়, আল্লাহও তাকে দুনিয়া এবং আখিরাতে সহজতা দান করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটিকে গোপন রাখে আল্লাহও দুনিয়া এবং আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটিকে গোপন রাখবেন। আল্লাহ তাঁর বান্দাহকে সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ বান্দাহ তার (অপর) ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে।' (জামে আত্ তিরমিযী, সুনান আবী আউদ)

এমন কি কোন ব্যক্তি যদি পশু-পাখি এবং জীব-জানোয়ারকে বিপদগ্রস্ত অবস্থায় সাহায্য করে তাহলেও এর বিনিময়ে তার গুনাহ সমূহকে মাফ করে দেয়া হয়।

'আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত আছে। নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, একদা জনৈক ব্যক্তি পথ চলতে চলতে কঠিন পিপাসায় আক্রান্ত হলো। এমতাবস্থায় সে একটি পানির কূপ পেয়ে তাতে অবতরণ করে পানি পান করে নিল। কূপ থেকে বের হয়েই লোকটি দেখতে পেল যে, একটি কুকুর পিপাসায় কাতর হয়ে জিহবা বের করে মাটি চাটছে। এতদ্দর্শনে লোকটি বলল, নিশ্চয়ই এ কুকুরটিরও আমার মত পিপাসা লেগেছে। সে কূপের ভেতর নেমে তার মোজাকে পানি পূর্ণ করে দাঁত দ্বারা কামড়ে ধরে এনে কুকুরটিকে পান করাল। এতে আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল। চতুষ্পদ জন্তুর সেবা করলেও কি আমাদের জন্য পুণ্য রয়েছে? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, যে কোন জীবনবিশিষ্ট প্রাণির উপকার করলেই পুণ্য মিলবে।' (সহীহ আল বুখারী)

বিপদগ্রস্ত লোকদের সাহায্য-সহযোগিতা করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য আবশ্যকীয় নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উল্লেখ করেছেন।

www.amarboi.org

عن ابى موسى الاشعرى عن ابيه عن جده قال قال النبى صلى الله عليه و سلم على كل مسلم صدقة قالوا فان لم يجد قال فيعمل بيده فينتفع نفسه و يتصدق قالوا فان لم يستطع او لم يفعل قال فليعن ذا الحاجة الملهوف قالوا فان لم يفعل قال فيأمر بالخير او قال بالمعروف قال فان لم يفعل قال فليمسك عن الشر فانه صدقة

'আবু মুসা আল আশ'আরী (রা) তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, প্রতিটি মুসলিমের উপর সাদাকা (দান) করা আবশ্যক। সাহাবীগণ বললেন, যদি কেউ তা না পারে? তিনি বললেন, তাহলে সে যেন স্বহস্তে কাজ করে নিজে উপকার লাভ করে এবং সাদাকা করে। তাঁরা বললেন, যদি তাতেও কেউ সমর্থ না হয় অথবা না করে? তিনি বললেন, তাহলে সে যেন এমন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করে যে সাহায্যের মুখাপেক্ষী। তাঁরা বললেন, যদি তাও কোন ব্যক্তি না করে? তিনি বললেন, তাহলে সে যেন ভাল কাজের আদেশ দেয়। তাঁরা বললেন, এটাও যদি কেউ না করে? তিনি বললেন, তাহলে সে যেন খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে, কারণ এটাও তার জন্য সাদাকা স্বরূপ।' (সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম)

প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা আকস্মিক কোন বিপদে কোন ব্যক্তি বা জনবসতি ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাদের সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসা জরুরী।

(ঙ) পরোপকার

'মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই' এর উপরই ইসলামী সমাজের বুনিয়াদ স্থাপিত। একজন মুসলিম অন্য মুসলিমের সঙ্গে ঠিক সে ধরনের আচরণ করবে, যে ধরনের আচরণ সে আপন ভাইয়ের সঙ্গে করে থাকে। আপন ভাইয়ের কল্যাণ ও উপকার সাধনের জন্য কোন ব্যক্তি যেভাবে এগিয়ে আসে, অনুরূপভাবে অন্য মুসলিমের কল্যাণ সাধনের জন্য এগিয়ে আসা প্রতিটি মুসলিমের নৈতিক দায়িত্ব। শুধু মুসলিমের ক্ষেত্রেই নয়, বরং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হওয়াকে ইসলাম একজন মুমিনের দায়িত্ব হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

'তোমরাই সর্বোত্তম জাতি; মানবতার কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে আবির্ভূত করা

www.amarboi.org

হয়েছে। সুতরাং তোমরা মানুষকে কল্যাণের আদেশ দাও এবং অন্যায় ও অকল্যাণ থেকে বিরত রাখ।' (সূরা আলে 'ইমরান ৩ : ১১০)

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

'বস্তুত: আল্লাহ (তোমাদেরকে) ন্যায় ও সদাচারের নির্দেশ দেন।' (সূরা আন্ নাহল ১৬ : ৯০)

এ আয়াতে ইহ্সান শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কাউকে পাওনা অধিকারের চেয়ে অধিক প্রদান করা, বাধ্যবাধকতা না থাকা সত্ত্বেও সমাজ বা ব্যক্তির উপকার বা কল্যাণ সাধনে এগিয়ে আসা, নিজের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও দীন, সমাজ বা মানুষের কল্যাণকর কাজে স্বেচ্ছায় আত্মনিয়োগ করা, অন্যের উপকারার্থে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করা, নিজের চেয়ে অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়া, অন্যের প্রতি উত্তম আচরণ করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ঐকান্তিকতার সাথে স্বীয় দায়িত্ব পালনে তৎপর হওয়া ইত্যাদিকে ইহ্সান বলা হয়। এ ধরনের আচরণ গ্রহণ করার জন্যই আল্লাহ উক্ত আয়াতে নির্দেশ দিয়েছেন।

হাদীছে ইরশাদ হয়েছে: خير الناس من ينفع الناس 'যে মানুষের উপকার করে, লোকদের মধ্যে সেই উত্তম।'

অন্য হাদীছে রয়েছে: الخلق عيال الله فاحب الخلق الى الله من احسن الى عياله 'সৃষ্টজীব হলো আল্লাহর পরিবার, সুতরাং আল্লাহর নিকট সেই বেশি প্রিয়, যে তার পরিবারের প্রতি সদাচরণ করে।'

পরোপকারে আত্মনিয়োগ করা এবং নিজের চেয়ে অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়াকে কুরআনে মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ ধরনের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিবর্গের প্রশংসা করা হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে :

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

'নিজেদের একান্ত প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তারা অন্যকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দান করে।' (সূরা আল হাশর ৫৯ : ৯)

উপরোক্ত গুণাবলীর অধিকারী যারা, কুরআনে তাদেরকে মুহ্সিন বা সদাচারী বলে অভিহিত করা হয়েছে।

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহসিন বা সদাচারীগণকে ভালবাসেন।' (সূরা আল বাকারা ২ : ১৯৫)

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلاَّ الْإِحْسَانُ

www.amarboi.org

'ইহসান বা সদাচরণের প্রতিদান ততোধিক সদাচরণের দ্বারাই দেয়া হয়ে থাকে।' (সূরা আর রাহ্মান ৫৫ : ৬০)

হাদীছ শরীফেও অন্যের সাহায্য ও উপকার করাকে অত্যন্ত মর্যাদাবান ও পুণ্যের কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত একটি হাদীছে নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন: والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون اخيه

'আল্লাহ্ ততক্ষণ বান্দার সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে।' (জামে আত্ তিরমিযী, সুনান আবী দাউদ)

সহীহ আল বুখারী এবং সহীহ মুসলিমে ইবনু 'উমার (রা) বর্ণিত হাদীছে রয়েছে: 'যে ব্যক্তি অপর ভাইয়ের প্রয়োজনের সময় এগিয়ে আসে, আল্লাহও তার প্রয়োজন পূরণে এগিয়ে আসেন।'

এ ধরনের কাজগুলো তুচ্ছ মনে হলেও আখিরাতের কঠিন দিনে বিপদ থেকে নাজাত পাওয়ার উসিলা হয়ে যেতে পারে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের সংকট দূর করে দেয়, আল্লাহ কিয়ামাতের দিন তার সংকট দূর করে দেবেন।' (সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম)

২. সম্পদ বিনিয়োগ :

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলাম সম্পদ অলস ও অব্যবহৃত পড়ে থাকাকে সমর্থন করে না। বরং ইসলাম সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের নিশ্চয়তার প্রতি গুরুত্বারোপ করে, যাতে সম্পদ ক্রমহ্রাসমান না হয়ে ক্রমবর্ধমান হতে থাকে। অর্থ-সম্পদ বৈধ পন্থায় বর্ধনশীল কাজে ব্যবহার ও বিনিয়োগকে ইসলাম খুবই গুরুত্ব দেয়। এ জন্য যাকাতের অন্যতম একটি অর্থ হলো বৃদ্ধি হওয়া বা বৃদ্ধি পাওয়া।

(ক) ব্যবসায়িক কাজে বিনিয়োগ করা।

ইসলাম ব্যবসাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء

'আবু সা'ঈদ (রা) রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সত্যবাদী বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী (কিয়ামাতের দিন) নবী, সিদ্দিক ও শহীদগণের সাথে থাকবে।' (জামে আত্ তিরমিযী, কিতাবুল বু'য়ূ, বাবু মা

www.amarboi.org

জায়া ফিত্ তুজ্জার ওয়া তাসমিয়্যাতুন নাবিয়্যি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়্যাহুম)

নগদ অর্থ অলস পড়ে থাকলে তা হ্রাস প্রাপ্ত হতে থাকে। কারণ তাতে প্রতি বছর যাকাত আবশ্যক হয় এবং এর আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যয়ও রয়েছে। বর্ধনশীল কোন খাতে বিনিয়োগ না করলে সম্পদ ক্রম হ্রাসমান হতে থাকবে। এ জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অপ্রাপ্ত বয়স্ক ইয়াতীমের সম্পদের সংরক্ষক অভিভাবকদের প্রতি তা

ব্যবসায়ে বিনিয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم خطب الناس فقال ألا من ولى يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة

'আমর ইবনু শো'আয়িব তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকদেরকে খুৎবা দিতে গিয়ে বললেন: জেনে রেখো, 'যে ব্যক্তি সম্পদের অধিকারী কোন ইয়াতীমের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করে, সে যেন তা ব্যবসায় বিনিয়োগ করে এবং তা এমনি ফেলে না রাখে, যাতে যাকাত তা খেয়ে ফেলে।' (সুনানুত্ তিরমিযী, কিতাবুয্ যাকাত, বাবু মা- জায়া ফি যাকাতি মালিল ইয়াতীম)

(খ) কৃষি কাজে বিনিয়োগ :

উৎপাদনের অন্যতম মাধ্যম হলো ভূমি। ভূমি চাষ করে ফসল ও ফল-ফলাদি উৎপাদনের প্রতি ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। হাদীছে এসেছে:

عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه انسان او طير او بهيمة الا كانت له صدقة

'কোন মুসলিম বৃক্ষ রোপন করলে অথবা ফসলের চাষ করলে এবং তা থেকে কোন মানুষ, পাখি বা জন্তু-জানোয়ার কিছু ভক্ষণ করলে, তা সে ব্যক্তির জন্য সাদাকা হিসেবে গণ্য হয়।' (সহীহ্ আল বুখারী, কিতাবুয যাকাত, বাবু ফাযলিয্ যার্'ঈ ওয়াল গার্সি ইযা আকালা মিনহু)

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق له منه صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة)

www.amarboi.org

'জাবির (রা) থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, কোন মুসলিম কোন বৃক্ষ রোপণ করলে তা থেকে কোন ব্যক্তি যা খায় তা তার জন্য সাদাকা, তা থেকে কেউ কিছু চুরি করলে তা তার জন্য সাদাকা, তা থেকে কোন জন্তু যা ভক্ষণ করে তা তার জন্য সাদাকা, তা থেকে পাখি যা খায় তা তার জন্য সাদাকা এবং তা থেকে কেউ কিছু গ্রহণ করলে তাও তার জন্য সাদাকা হিসেবে পরিগণিত হবে।' (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল মুসাকাত, বাবু ফাযলিল গারসি ওয়ায্ যার'ঈ)

عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العافية منها فله منها صدقة

'জাবির ইবনু আবদিল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি পতিত ভূমি চাষ করে, তার জন্য এর বিনিময়ে ছাওয়াব রয়েছে এবং আগন্তুকগণ (মানুষ, পশু, পাখি ইত্যাদি) তা থেকে যা কিছু ভক্ষণ করে সেটা তার জন্য সাদাকা হিসেবে গণ্য হয়।' (আদ্ দারিমী, কিতাবুল বুয়ূ', বাবু মান আহ্ইয়া আরদান মাইতাতান ফাহিয়া লাহু)

(গ) শিল্প খাতে বিনিয়োগ :

বর্তমানে শিল্প ও কল-কারখানা উৎপাদন ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ সকল ক্ষেত্রে বেকারদের কর্মসংস্থানেরও যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সুতরাং পুঁজির মালিকগণ তাঁদের পুঁজির দ্বারা শিল্প কারখানা গড়ে তুলতে পারেন।

এভাবে বিভিন্ন পন্থায় বিনিয়োগের মাধ্যমে সম্পদ বিকেন্দ্রিকরণ করা জরুরী। এ সকল ক্ষেত্রে বিনিয়োগ দু'ভাবে সম্পদ বিকেন্দ্রিকরণ করে থাকে।

১. বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী সমাজের সর্বস্তরে সরবরাহের মাধ্যমে

২. এ সকল ক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিকদের পারিশ্রমিকের আকারে।

বিনিয়োগ জাতীয় অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি সঞ্চার করে এবং এর সুফল সকল শ্রেণির মানুষই উপভোগ করে।

৩. যাকাত আদায় ও বণ্টন :

সম্পদ বিকেন্দ্রিকরণের আরেকটি ব্যবস্থা হলো যাকাত ব্যবস্থা। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলামের লক্ষ্য হলো, ধন-সম্পদ যেন কিছু লোকের হাতে পুঞ্জিভূত হয়ে না পড়ে। (كيْ لا يكون دولة بين الاغنياء منكم) সমাজের যে সকল লোক অধিক যোগ্যতা, আনুকূল্য বা সৌভাগ্যবশত: প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ অর্জন বা আয়ত্ত্ব

www.amarboi.org

করতে পারে, তারা যেন তা নিজেদের নিকট পুঞ্জিভূত করে না রাখে বরং ব্যয় করে। সে ব্যয়ও করতে হবে এমন খাতে, যাতে সমাজের অর্থ বঞ্চিত ও কম ভাগ্যবান ব্যক্তিরা তা থেকে অন্তত: তাদের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের জন্য যে অর্থের দরকার তা লাভ করতে পারে। এ জন্য ইসলাম প্রথমত: নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে, দ্বিতীয়ত: ব্যয় ও দানের জন্য উৎসাহ দিয়েছে এবং তৃতীয়ত: ব্যয় ও দান-সাদাকা না করার মন্দ পরিণতির ভীতি প্রদর্শন করেছে, যাতে লোকেরা নিজেদের স্বাভাবিক ঝোঁকপ্রবণতার কারণেই ধন-সম্পদ সঞ্চয় করাকে অপছন্দ করে এবং ব্যয়-বিনিয়োগ ও দান–সাদাকা করতে আগ্রহী হয়। অধিকন্তু ইসলাম শুধু এতটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং আরো অগ্রসর হয়ে এমন কিছু বিধি-বিধান প্রবর্তন করেছে, যাতে যে সকল ব্যক্তি উপরোল্লিখিত শিক্ষা উপদেশ এবং পরিণাম ভীতি সত্ত্বেও ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হয় এবং সঞ্চয় করতে অতি মাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তাদের সঞ্চিত অতিরিক্ত অর্থ-সম্পদে একটি নির্দিষ্ট অংশ জনকল্যাণে ব্যয় করতে বাধ্য হয়। সঞ্চিত সম্পদের উপর এ বাধ্যতামূলক নির্ধারণই যাকাত নামে পরিচিত।

যাকাতের অর্থ : যাকাত (زكوة) শব্দের অর্থ ২টি।

ক. النماء - বৃদ্ধি পাওয়া, প্রবৃদ্ধি, ক্রমবৃদ্ধি ইত্যাদি। কৃষি ফসল বৃদ্ধি পেলে আরবীতে বলা হয়, زكا الزرع 'কৃষি ফসল বৃদ্ধি পেয়েছে'। এ অর্থ এ জন্য যে, যাকাত আদায় সম্পদে বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে, অথবা এর দ্বারা দাতার ছাওয়াব বা বিনিময় বৃদ্ধি পায় অথবা এ অর্থ এ কারণে করা হয়েছে যে, এর সংশ্লিষ্টতা বর্ধনশীল সম্পদের সাথে; যেমন ব্যবসা, কৃষি প্রভৃতি। এ অর্থেই হাদীছে বলা হয়েছে, ما نقص مال من صدقة 'সাদাকার দ্বারা সম্পদ হ্রাস পায় না।' ان الله يربى الصدقة 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সাদাকাকে প্রবৃদ্ধি দান করেন।'

খ. التطهير - পবিত্রকরণ, পরিশুদ্ধকরণ। এ অর্থের কারণ হলো এর দ্বারা নাফস কৃপণতার পংকিলতা থেকে পবিত্র হয় এবং পাপ থেকে পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ হয়। (ইবনু হাজার আল আসকালানী, ফাতহুল বারী, কিতাবুয্ যাকাত শিরোনাম, নববী, শারহুল মুসলিম, কিতাবুয্ যাকাত শিরোনাম, আল মু'জামুল ওয়াসীত, زكا' زكى' زكوة শব্দ দ্র.)

একে সাদাকা নামেও আখ্যায়িত করা হয়েছে।

الصدقة শব্দের অর্থ হলো, ما يعطى على وجه القربى لله 'যা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য প্রদান করা হয়।' (আল্ মু'জামুল ওয়াসীত, الصدقة শব্দ দ্র.) ইমাম নববী বলেন, বিশেষজ্ঞগণ বলেন, একে সাদাকা নামকরণ করা হয়েছে:

لانها دليل لتصديق صاحبها و صحة ايمانه بظاهره و باطنه

www.amarboi.org

'কেননা এটি দাতার সত্যতার এবং বাহ্যিক ও ভ্যন্তরীণ ঈমানের বিশুদ্ধতার দলীল।' (নববী, প্রাগুক্ত)

যাকাতের শর'ঈ অর্থ : যাকাতের শর'ঈ অর্থ করতে গিয়ে ইবনু হাজার আল আসকালানী বলেন,

اعطاء جزء من النصاب الحولى الى فقيره و نحوه غير هاشمى و مطلبى

'নিসাব পরিমাণ সম্পদ, যার উপর এক বছর অতিবাহিত হয়েছে, তা হতে নির্দিষ্ট অংশ হাশেমী এবং মুত্তালিবী বংশ ব্যতীত অন্য কোন ফকীর প্রমুখকে প্রদান করাই যাকাত।' (ইবনু হাজার, প্রাগুক্ত)

কুরআন-সুন্নাহতেও যাকাত ও সাদাকা এ দু'টি শব্দ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে:

يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيْمٍ

'আল্লাহ সুদকে নির্মূল করেন এবং সাদাকাকে ক্রমবৃদ্ধি দান করেন।আর আল্লাহ কোন কাফির, পাপিষ্ঠকে পছন্দ করেন না।' (সূরা আল বাকারা ২ : ২৭৬)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

'তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা (যাকাত) গ্রহণ কর, যাতে এর দ্বারা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে পার। এবং তাদের জন্য দু'আ কর, কারণ তোমার দু'আ তাদের জন্য প্রশান্তিদায়ক। আর আল্লাহ হলেন সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।' (সূরা আত্ তাওবা ৯ : ১০৩)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ

'ইবনুল 'আব্বাস (রা) থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাকাতুল ফিতরকে ফারয করেছেন, রোযাকে বেহুদা ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্রকরণ এবং দরিদ্রদের খাদ্য সংস্থানের জন্য।' (আবু দাউদ, কিতাবুয্ যাকাত, বাবু যাকাতিল ফিত্‌র)

যাকাতের হুকুম :

যাকাত একটি ফারয বিধান এবং সে পাঁচটি বুনিয়াদের একটি, যেগুলোর উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

www.amarboi.org

وَأَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ

'আর সালাত কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর আর রুকু কর রুকুকারীদের সাথে।' (সূরা আল বাকারা ২ : ৪৩)

وَأَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللهِ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

'আর সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও, তোমরা নিজেদের জন্য কল্যাণকর যা কিছু অগ্রে প্রেরণ কর, তা আল্লাহর নিকট পাবে, নিশ্চয়ই তোমরা যা কর, আল্লাহ তার প্রত্যক্ষকারী।' (সূরা আল বাকারা ২ : ১১০)

যাকাত আদায়ের বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা :

যাকাত যেহেতু একটি আবশ্যিক বিধান, সেহেতু তা অবশ্য প্রদেয়। কেউ তা দিতে অস্বীকার করলে, ইসলামী রাষ্ট্র তাকে তা দিতে বাধ্য করবে। যাকাত অবশ্য প্রদেয় বিধায় তা প্রদান বা বণ্টনের দায়িত্ব যাকাত দাতার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়নি। বরং ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তা আদায়ের বিধান দেওয়া হয়েছে। রাসূলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাকাত আদায়ের। আল কুরআনে বলা হয়েছে:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

'তুমি তাদের সম্পদের যাকাত গ্রহণ কর, এটি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে। আর তাদের জন্য দু'আ কর, আর তোমার দু'আ তাদের জন্য প্রশান্তি দায়ক। আর আল্লাহ হলেন সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।' (সূরা আত্ তাওবা ৯ : ১০৩)

মুমিনদের বৈশিষ্ট প্রসঙ্গে আল কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে:

الَّذِيْنَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُوْرِ

'তারা এমন লোক যাদেরকে ক্ষমতা দান করলে সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহর হাতে।' (সূরা আল হাজ্জ ২২ : ৪১)

আল কুরআনে যাকাত বণ্টনের যে সকল খাতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তার

www.amarboi.org

একটি হলো যাকাত আদায়কারী কর্মচারী। (و العاملين عليها 'এবং যাকাতের জন্য নিয়োজিত কর্মচারীবৃন্দ।' (সূরা আত্ তাওবা ৯ : ৬০)

এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম বিভাগ, যা রাষ্ট্র কর্তৃক বিধিবদ্ধ, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। যাকাত আদায় ও বণ্টন করা এবং এজন্য কর্মচারী নিয়োগ করা ইসলামী রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব। এ বিভাগে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও পারিতোষিক যাকাতের খাত থেকেই দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসনামলে যাকাত রাষ্ট্রীয়ভাবে আদায় করেই বণ্টন করা হতো। এ জন্য তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অঞ্চলে যাকাত আদায়কারী কর্মচারী প্রেরণ করতেন। এ প্রসঙ্গে ইবনু হাজার আল আসকালানী বলেন:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا يبعثون السعاة لاخذ الزكاة.

'বস্তুত: রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তারপর খোলাফায়ে রাশেদীন যাকাত গ্রহণের জন্য আদায়কারী কর্মচারী প্রেরণ করতেন।' (ইবনু হাজার আল আসকালানী, আত্ তালখীস, বাবু আদায়িয যাকাত ওয়া তা'জীলিহা, (দারুল ফিকর, খ- ৫, পৃ-২৩০)

বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে বর্নিত হাদীছ থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم « إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ

'জারীর ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের নিকট যখন যাকাত আদায়কারী আসবে, তখন তারা যেন তোমাদের নিকট থেকে সন্তুষ্ট অবস্থায় ফিরে আসে।' (সহীহ মুসলিম, বাবু ইরজায়িস সা'ঈ মা লাম ইয়াতলুব হারামান) এ হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আদায়কারী নিয়োগের মাধ্যমে যাকাত আদায় করে তা নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করাই ইসলামের সাধারণ নিয়ম।

ইবনুল 'অব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীছে রয়েছে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মুয়ায (রা) কে ইয়ামানে প্রেরণ করলেন, তখন তাকে অন্যান্য আদেশের সঙ্গে এ আদেশও দিয়েছিলেন যে:

فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ

www.amarboi.org

أَطَاعُوْا لَكَ بِذٰلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ

'তাদেরকে সংবাদ দিও যে, আল্লাহ তাদের সম্পদের উপর সাদাকা (যাকাত) ফারয করে দিয়েছেন, যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ করে গরীবদের মাঝে বিতরণ করে দেওয়া হবে। তোমার এ কথা যদি তারা মেনে নেয়, তাহলে তুমি শুধু তাদের উত্তম সম্পদ গ্রহণ থেকে বিরত থেকো, আর মাযলুমের (বদ) দু'আ থেকে সাবধান থেকো, কারণ তার এবং আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা থাকে না।' (সহীহ আল বুখারী, কিতাবুয যাকাত, বাবু আখজিস সাদাকাতি মিনাল আগনিয়া ওয়া তুরাদ্দু ফিল ফুকারা হাইছু কানু)

ইবনু হাজার আল আসকালানী এ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন:

قوله تؤخذ من أغنيائهم استدل به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه فمن أمتنع منها أخذت منه قهرا

'তাদের ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে" হাদীছের এ অংশ এ কথার দলীল যে, ইমাম বা রাষ্ট্র প্রধান (সরকার) যাকাত গ্রহণ ও বণ্টনের জন্য দায়িত্বশীল। এ দায়িত্ব তিনি নিজে অথবা কোন প্রতিনিধির দ্বারা পালন করবেন। আর যে ব্যক্তি তা দিতে অস্বীকার করবে, তার নিকট থেকে জোরপূর্বক তা আদায় করা হবে।' (ইবনু হাজার আল আসকালানী, ফাতহুল বারী, উপরোল্লিখিত হাদীছ দ্র.)

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাকে কোন গোত্র বা প্রদেশে যাকাত আদায়কারী হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন, বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে তাও জানা যায়। ইবন সা'আদ নবম হিজরীর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন:

لما رأى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، هلال المحرم سنة تسع من مهاجره، بعث المصدقين يصدقون العرب فبعث عيينة بن حصن إلى بني تميم يصدقهم وبعث بريدة بن الحصيب إلى أسلم وغفار يصدقهم، ويقال كعب بن مالك، وبعث عباد بن بشر الأشهلي إلى سليم ومزينة. وبعث رافع بن مكيث إلى جهينة، وبعث عمرو بن العاص إلى بني فزارة. وبعث الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب. وبعث بسر بن سفيان الكعبي إلى بني كعب. وبعث بن اللتبية الأزدي إلى بني ذبيان.

'নবম হিজরীর মুহাররাম মাসের চাঁদ দেখার পর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

www.amarboi.org

ওয়া সাল্লাম) আরবে যাকাত আদায়ের জন্য যাকাত আদায়কারীদেরকে প্রেরণ করলেন। 'উয়াইনা ইবনু হিসানকে বানী তামীমের যাকাত আদায়ের জন্য, বুরাইদা ইবনুল হাসীব-যাকে কা'আব ইবনু মালিক বলা হতো-আসলাম ও গিফার গোত্রের যাকাত আদায়ের জন্য, 'উববাদ ইবনু বিশর আল্ আশহালীকে সুলাইম ও মুযাইনা গোত্রের যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি জুহাইনা গোত্রের নিকট রাফি' ইবনু মুকীছকে, বানী ফাযারার নিকট 'আমর ইবনুল 'আসকে, বানু কিলাবের নিকট যাহ্হাক ইবনু সুফিয়ানকে, বানু কা'আবের নিকট বুসর ইবনু সুফিয়ানকে এবং ইবনুল লুতবিয়্যা আল আযদীকে বানু যুবিয়ানের নিকট যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেছিলেন।' (মুহাম্মাদ ইবনু সা'আদ, আত তাবাকাতুল কুবরা (দারুস সাদির, বৈরূত) খ. ২, পৃ. ১৬০)

এ সকল বর্ণনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, যাকাত আদায় ও বণ্টন রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং সরকার প্রধান বা রাষ্ট্র প্রধানকে নিজে বা তার নিয়োজিত প্রতিনিধির মাধ্যমে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

যাকাত বণ্টন

যাকাত বণ্টনের ক্ষেত্রেও বিকেন্দ্রিকরণ এবং সকল শ্রেণির প্রয়োজনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এজন্য আল্লাহ নিজেই এর বণ্টনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। হাদীছে এসেছে:

زياد بن الحارث الصدائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فبايعته فذكر حديثا طويلا قال فأتاه رجل فقال أعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم " إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك " .

" . رواه أبو داود

'যিয়াদ ইবনুল হারিছ আস্সুদায়ী (রা) বলেন, আমি নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে তাঁর নিকট বাই'আত করলাম। অত:পর তিনি একটি দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করলেন যে, জনৈক ব্যক্তি তাঁর নিকট আগমন করে বলল, আমাকে সাদাকা (যাকাত) থেকে কিছু দিন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, বস্তুত: আল্লাহ সাদাকার (যাকাতের) ব্যাপারে তাঁর নাবী বা অন্য কারো ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট হননি, বরং তিনি নিজেই এ ব্যাপারে ফায়সালা দিয়ে তা আট শ্রেণিতে বিভক্ত করে দিয়েছেন। তুমি যদি সে শ্রেণিগুলোর একটি হও

www.amarboi.org

তাহলে আমি তোমাকে তোমার অংশ প্রদান করবো।' (আবু দাউদ, কিতাবুয্ যাকাত, বাবু মাইঁ ই'উতা মিনাস সাদাকাতি ওয়া হাদ্দুল গিনা)

কুরআন কারীমে আল্লাহ তা'আলা এ আটটি শ্রেণীর বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

'সাদাকা (যাকাত) শুধুমাত্র ফকীর, মিসকীন, আদায়কারী কর্মচারী, তাদের (অমুসলিম/নওমুসলিমদের) হৃদয় আকৃষ্ট করার জন্য, আর দাসমুক্তি ও ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি এবং আল্লাহর রাস্তায় ও পথিকের জন্য। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' (সূরা আত্ তাওবা ৯ : ৬০)

৪.গানীমাত বণ্টন

যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে গানীমাত বলা হয়। আরবী غنيمة শব্দটি غنم শব্দ হতে নিষ্পন্ন। غنم الشئ এর অর্থ হলো কোন কিছুর সাহায্যে সফলতা অর্জন করা। غنم الغازى فى الحرب (যুদ্ধে গাজী গানীমাত লাভ করেছে) এর অর্থ হলো ظفر بمال عدوه 'শত্রুর সম্পদসহ বিজয় লাভ করেছে।' (আল মু'জামুল ওয়াসীত غنم শব্দ দ্র.)

গানীমাতের সংজ্ঞায় তাফসীরে ইবনু কাছীরে বলা হয়েছে:

هى المال المأخوذ من الكفار بايجاف الخيل و الركاب

'গানীমাত হলো সে সম্পদ যা অশ্ব বা অন্য কোন বাহন চালিয়ে কাফিরদের নিকট হতে গ্রহণ করা হয়।'

(হাফিজ 'ইমাদুদ্দীন ইসমা'ঈল ইবনু' উমার ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, সূরা আনফাল ৮ : ৪১ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.)

তাফসীরে ফাতহুল কাদীরে এর অর্থ করা হয়েছে,

مال الكفار اذا ظفر بهم المسلمون على وجه الغلبة و القهر

'কাফিরদের সম্পদ যখন মুসলিমগণ (যুদ্ধে) বিজয় ও পরাক্রমের মাধ্যমে অর্জন করে।'

(মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী আশ্ শাওকানী, ফাতহুল কাদীর আল্ জামি'উ বায়না ফান্নাইর রিওয়ায়াতি ওয়াদ দিরায়াতি মিন 'ইলমিত্ তাফসীর, সূরা আনফাল ৮ : ৪১ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.)

গানীমাতকে আনফালও বলা হয়। আরবী انفال শব্দটি نفل শব্দের বহুবচন।

www.amarboi.org

অতিরিক্ত। গানীমাতকে আনফাল এ জন্য বলা হয় যে, এ উম্মাতের জন্য এটি একটি অতিরিক্ত হালাল বস্তু, যা অন্যান্য উম্মাতের জন্য হারাম ছিল। অথবা এর এ নামকরণ এজন্য করা হয়েছে যে, মুজাহিদগণ জিহাদের ছাওয়াব লাভের অতিরিক্ত এটিও পেয়ে থাকে। দায়িত্বের অতিরিক্ত কাজকেও নফল বলা হয়। (শাওকানী প্রাগুক্ত, সূরা আনফাল :১ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.)

যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে গানীমাত বলা হয় এ কারণে যে, মুজাহিদগণ যুদ্ধ করে থাকেন আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্য। কিন্তু বিজয় লাভ হলে বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সম্পদও লাভ হয়ে থাকে, যুদ্ধে যা তাদের লক্ষ্য থাকে না।

জাহিলি যুগের লোকেরা যুদ্ধ করত গানীমাতের সম্পদ লাভ, গৌরব অর্জন, বীরত্ব ও সাহসিকতা যাহির করা, জাতীয় আভিজাত্য প্রকাশ, খ্যাতি ও সুনাম অর্জন এবং প্রতিশোধ স্পৃহার বশবর্তী হয়ে। ইসলাম এ সকল উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করাকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ইসলাম আল্লাহর দীনের বিজয়কে যুদ্ধের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছে। হাদীছে এসেছে:

عَنْ أَبِيْ مُوْسى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرى مَكَانُهُ فَمَنْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

'আবু মুসা (রা) থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বলল, কোন ব্যক্তি গানীমাত লাভের জন্য যুদ্ধ করে, আবার কোন ব্যক্তি যুদ্ধ করে খ্যাতি ও সুনামের জন্য আবার কেউবা যুদ্ধ করে তার বীরত্ব প্রকাশের জন্য। এদের কোন্ ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে? তিনি জবাব দিলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানকে সমুন্নত করার জন্য যুদ্ধ করে, কেবলমাত্র সে ব্যক্তিই আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে।' (মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল, সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, বাবু মান কাতালা লিতাকুনা কালিমাতুল্লাহি হিয়াল 'উলইয়া)

عن أبي أمامة الباهلي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا شيء له فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه و سلم لا شيء له ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه

www.amarboi.org

'আবু উমামা আল বাহিলী (রা) থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এসে বলল হে আল্লাহর রাসূল, এক ব্যক্তি ছাওয়াব এবং সুনাম উভয়টি অর্জনের জন্য যুদ্ধ করে। এমতাবস্থায় সে কোনটি পাবে বলে আপনি মনে করেন? তিনি জবাব দিলেন, সে কিছুই পাবে না। প্রশ্নকর্তা তিনবার একথা পুনরাবৃত্তি করল। প্রতিবারেই তিনি বললেন, সে ব্যক্তি কিছুই পাবে না। অত:পর আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, বস্তুত: আল্লাহ কোন কাজই গ্রহণ করেন না, যদি না তা আল্লাহর জন্য খালিছ ও একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য হয়।' (সুনানুন নাসাঈ, কিতাবুল জিহাদ, বাবু মান গায্যা ইয়ালতামিসুল আজরা ওয়ায যিকরা)

একজন মুসলিম মুজাহিদ শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও তাঁর দীনকে সমুন্নত রাখার জন্যই যুদ্ধ করে। গানীমাত লাভ বা অন্য কোন উদ্দেশ্য তার থাকে না। তবে যুদ্ধে বিজয়ী হলে পরাজিত শত্রু বহিনীর পরিত্যক্ত সম্পদ স্বাভাবিকভাবেই লাভ হয়ে থাকে। কিন্তু ইসলাম বিজয়ী যোদ্ধাদেরকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিজের ইচ্ছামত গ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

'কোন নাবীর জন্য শোভনীয় নয় যে, সে কিছু আত্মসাৎ করবে। আর যে ব্যক্তি কোন কিছু আত্মসাৎ করবে, কিয়ামাতের দিন সে তা সহ আসবে। অত:পর প্রত্যেককে তার অর্জিত কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় প্রদান করা হবে এবং তারা কোন যুল্মের শিকার হবে না।' (সূরা আলে 'ইমরান ৩ : ১৬১)

একটি হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, 'প্রকৃতপক্ষে এগুলো হলো তোমাদের গানিমাতের সম্পদ। এ তো তোমাদের সঙ্গে আমার নির্দিষ্ট অংশ এক পঞ্চমাংশের অংশ ব্যতীত কিছুই নেই। আর সে পঞ্চমাংশও তোমাদের দিকেই ফিরে যায়। সুতরাং তোমরা একটি সুই বা সূতা বা তার চেয়ে ছোট-বড় সব কিছুই প্রদান কর, আত্মসাৎ করো না, কারণ আত্মসাৎ দুনিয়া ও আখিরাতে জাহান্নামের আযাব ও লজ্জার কারণ হবে।' (ইবনু কাছীর প্রাগুক্ত)

ইসলাম যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সম্পদ হিসেবে আখ্যায়িত يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلّٰهِ করেছে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে:

www.amarboi.org

وَالرَّسُوْلِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيْعُوا اللهَ وَرَسُوْلَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ

'তারা তোমাকে আনফাল (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, আনফাল হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য। সুতরাং তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং পরস্পরের বিষয়ে সংশোধিত হও, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।' (সূরা আল আনফাল ৮ : ১)

এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ কোন যোদ্ধার ব্যক্তিগত সম্পদ নয় এবং তা কেউ ইচ্ছা করলেই নিয়ে নিতে পারে না। বরং যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু বাহিনীর পরিত্যক্ত সম্পদ যে যা পাবে তা সেনাপতির নিকট জমা দিতে হবে এবং এরপর তা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বণ্টন করা হবে।

গানীমাত বণ্টনের বিধান :

গানীমাত বা যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ কিভাবে বণ্টিত হবে, সে ব্যাপারে কুরআন কারীমে বলা হয়েছে:

وَاعْلَمُوْا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

'জেনে রেখো, তোমরা গানীমাত হিসেবে যা কিছু লাভ কর, তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর, রাসূলের, নিকটাত্মীয়ের, ইয়াতীম, মিসকীন এবং মুসাফিরদের জন্য, যদি তোমরা ঈমান এনে থাক আল্লাহর প্রতি এবং সে বিষয়ের প্রতি যা আমি আমার বান্দার প্রতি নাযিল করেছি হক-নাহকের পার্থক্যকারী দিবসে-যে দিবসে দু'দল (যুদ্ধে) মিলিত হয়েছিল। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।' (সূরা আল আনফাল ৮ : ৪১)

এ আয়াতের আলোকে গানীমাতের সম্পদ পাঁচ ভাগে ভাগ করে চার ভাগ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকলের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। অবশিষ্ট এক পঞ্চমাংশ আয়াতে বর্ণিত শ্রেণীসমূহের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। অবশ্য এ বণ্টনের ক্ষেত্রে কিছু মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

ক. এক দলের মতে এ পঞ্চমাংশ ছয় ভাগে বণ্টিত হবে। এক অংশ আল্লাহর জন্য, যা কা'বা ঘরের জন্য ব্যয়িত হবে। অবশিষ্ট পাঁচ অংশ রাসূল, তাঁর নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন এবং মুসাফিরদের মধ্যে বণ্টিত হবে।

www.amarboi.org

খ. আবুল 'আলীয়া ও রুবাইর মতে, এক পঞ্চমাংশ হতে প্রথমত: একবার হাত দিয়ে যা নেওয়া যায়, তা কা'বার জন্য দিতে হবে। অবশিষ্ট অংশ পাঁচ ভাগ করে উপরোল্লিখিত পাঁচ শ্রেণির মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে।

গ. যাইনুল 'আবিদীন 'আলী ইবনু হুসাইন বলেন, খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ আমাদের জন্য।

ঘ. ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) বলেন, খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ পাঁচ ভাগে বণ্টিত হবে। আল্লাহ ও রাসূলের অংশ একটিই। অন্য চার অংশ আয়াতে বর্ণিত অন্য চার শ্রেণির মধ্যে বণ্টিত হবে।

ঙ. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে এক পঞ্চমাংশ তিন ভাগে বণ্টিত হবে। তা হলো ইয়াতীম, মিসকীন এবং মুসাফির। তাঁর মতে রাসূলের মৃত্যুর পর তাঁর এবং তাঁর নিকটাত্মীয়ের অংশ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ইমাম আবু হানিফার মতে এতদ্ব্যতীত পঞ্চমাংশ হতে ব্রীজ সংস্কার, মাসজিদ নির্মাণ এবং বিচারক ও সৈনিকদের পারিতোষিক দেওয়া যাবে। ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) এর এ মত।

চ. ইমাম মালিক (রহ.) এর মতে খুমুস বা পঞ্চমাংশ বণ্টনের বিষয়টি ইমামের (রাষ্ট্র প্রধানের) মতামতের উপর ছেড়ে দিতে হবে। ইচ্ছা করলে তিনি সেখান থেকে গ্রহণ করবেন। চিন্তাভাবনা করে তা থেকে যোদ্ধাদেরকে প্রদান করবেন এবং অবশিষ্ট অংশ মুসলিমদের কল্যাণে ব্যয় করবেন। 'আল্লামা কুরতুবীর মতে এটিই চার খালিফার কথা এবং তাঁদের 'আমলও ছিল এটিই। ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ.) এরও এ মত।

(ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম; আশ্ শাওকানী, ফাতহুল কাদীর; মুহাম্মাদ 'আলী আস্ সাবুনী, রাওয়ায়ি'উল বায়ান তাফসীরু আয়াতিল আহকাম, সূরা আনফাল, ৪১ আয়াতের ব্যাখ্যা)

ইমাম মালিক (রহ.) তাঁর মতের সপক্ষে নিম্ন বর্ণিত দলীলসমূহ পেশ করেন।

i. সহীহ আল বুখারীতে বর্ণিত রয়েছে:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيْهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوْا إِبِلًا كَثِيْرَةً فَكَانَتْ سِهَامُهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيْرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيْرًا وَنُفِّلُوْا بَعِيْرًا

'ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্নিত। আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাজদের দিকে একটি বহিনী প্রেরণ করলেন, যার মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবনু

www.amarboi.org

'উমার (রা)ও ছিলেন। এ যুদ্ধে তাঁরা অনেক উট গানীমাত হিসেবে লাভ করেন। তাঁদের অংশ ছিল ১২ বা ১১ টি উট এবং আরো অতিরিক্ত একটি করে উট তাঁরা পেয়েছিলেন।' (কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, বাবু ওয়া মিনাদ দালীলে 'আলা আন্নাল খুমুসা লি-নাওয়ায়িবিল মুসলিমীন)

ii. অন্য একটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে:

عن محمد بن جبير عن أبيه رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في أسارى بدر (لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له)

'মুহাম্মাদ ইবনু যুবাইর তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে বলেছিলেন, মুত'ঈম ইবনু 'আদী যদি আজ জীবিত থাকত এবং এ সকল দুর্গন্ধযুক্ত বন্দীদের ব্যাপারে আমাকে বলত, তাহলে আমি অবশ্যই এদেরকে মুক্তিপণ ছাড়াই ছেড়ে দিতাম।' (সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, বাবু মা মান্নান নাবী সা. 'আলার আসারী মিন গাইরি আঁই ইয়াখমুসা)

[মুত'ঈম ইবনু 'আদীই নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তায়িফ থেকে মাক্কায় ফিরতে সহযোগিতা করেছিলেন এবং তাঁকে বয়কট করে যে সনদ কা'বার দেওয়ালে লটকিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। তাঁর এ ভাল কাজ এবং অনুগ্রহের বিনিময় দেওয়ার জন্যই রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কথা বলেছিলেন]

iii. নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাওয়াযিন গোত্রের বন্দীদেরকে ফেরৎ দিয়েছিলেন, অথচ এর মধ্যে খুমুস বা পঞ্চমাংশও ছিল।

iv. সহীহ আল বুখারীতে বর্ণিত রয়েছে:

عن عبد الله رضي الله عنه قال : لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه و سلم أناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك وأعطى أناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة قال رجل والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله . فقلت والله لأخبرن النبي صلى الله عليه و سلم فأتيته فأخبرته فقال (فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر)

"আবদুল্লাহ (ইবনু মাস'ঊদ) (রা) থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, হুনাইনের দিনে

www.amarboi.org

নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গানীমাত বণ্টনের ক্ষেত্রে কিছু লোককে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তিনি আকরা' ইবনু হাবিসকে একশত উট দিয়েছিলেন, 'উয়ায়না কে একশত উট দিয়েছিলেন এবং আরবের অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তিকেও এ দিন গানীমাত বণ্টনে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। এতে এক ব্যক্তি বলে উঠল, আল্লাহর কসম! বণ্টনের ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার করা হয়নি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়নি। (ইবনু মাস'উদ বলেন) আমি বললাম, অবশ্যই আমি এ সংবাদ নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেব। তাঁকে সংবাদ দিলে তিনি বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যদি ন্যায় বিচার না করেন, তাহলে আর কে ন্যায় বিচার করবে? আল্লাহ মূসার (আ) প্রতি রহম করুন, তাঁকে এর চেয়েও অধিক কষ্ট দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারন করেছেন। (সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, বাবু মা কানা লিন নাবিয়্যি সা. ইয়তিল মুয়াল্লাফাতা কুলুবুহুম ওয়া গাইরিহিম মিনাল খুমুসি ওয়া নাহ্‌বিহি)

v. সহীহ্ আল বুখারীতে বর্ণিত রয়েছে, 'আল্লাহ যুদ্ধে তোমাদেরকে যে সম্পদ দান করেন তার এক পঞ্চমাংশ ব্যতীত আমার জন্য আর কিছুই নেই। আর সে পঞ্চমাংশও তোমাদের দিকেই প্রত্যর্পিত হয়।'

এ সকল হাদীছ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের পঞ্চমাংশ ইমামের ইখতিয়ারভুক্ত। তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেন, সেভাবেই তা ব্যয় করতে পারেন এবং মুসলিমদের কল্যাণে ব্যবহার করতে পারেন। কুরআনের আয়াতে যে শ্রেণিসমূহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কেবলমাত্র তারাই এর অধিকারী এ কথা বুঝানো হয়নি। যদি তাই হতো তাহলে নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো কখনো তা অন্য খাতে ব্যয় করতেন না। (মুহাম্মাদ 'আলী আস্ সাবুনী, রাওয়ায়ি'উল বায়ান তাফসীরু আয়াতিল আহকাম, সূরা আনফাল, ৪১ আয়াতের ব্যাখ্যা)

গানীমাত বণ্টনের ব্যাপারে কুরআনে যে সকল খাতের উল্লেখ রয়েছে, মূলত: সেগুলোই হলো মূল খাত। এ খাতগুলোতে বণ্টন করাই সাধারণ নীতি। তবে বহু সংখ্যক হাদীছে এর ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, স্থান-কাল-পাত্র ও পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে ইমাম প্রয়োজন বোধ করলে এর ব্যতিক্রম করারও সুযোগ রয়েছে।

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মৃত্যুর পর তাঁর অংশ কি হবে এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত পাওয়া যায় :

www.amarboi.org

ক. আবু বাকর (রা) 'আলী (রা), কাতাদাসহ একদলের মতে রাসূলের মৃত্যুর পর তাঁর অংশ পরবর্তী আমীর বা খালীফার জন্য নির্ধারিত হবে।

খ. অন্য একদলের মতে তা মুসলিমদের কল্যাণকর কাজে ব্যয়িত হবে।

গ. ইবনু জারীর এবং এক দলের মতে এ অংশ রাসূলের নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের মধ্যে পুনর্বণ্টিত হবে।

ঘ. আবু হানিফা (রহ.) ইবনু জারীর এবং ইরাকীদের একদলের মতে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর আত্মীয়দের অংশ ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের মধ্যে বণ্টিত হবে।

ঙ. কারো কারো মতে রাসূলের মৃত্যুর পর তাঁর এবং তাঁর আত্মীয়দের অংশ যুদ্ধের বাহন এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি প্রস্তুতির জন্য ব্যয়িত হবে। (ইবনু কাছীর, প্রাগুক্ত, মুহাম্মাদ 'আলী আস সাবুনী, প্রাগুক্ত)

রাসূলের নিকটাত্মীয় বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে তিনটি মত পাওয়া যায় :

(i) সমগ্র কুরাইশ বংশ (ii) শুধু বানু হাশিম (iii) বানু হাশিম এবং বানু মুত্তালিব এ উভয় গোত্র। তৃতীয় মতটিই সঠিক। কারণ হাদীছে এসেছে:

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُوْ هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ

'জুবাইর ইবন মুত'ঈম (রা) থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, আমি এবং 'উছমান ইবনু 'আফ্ফান আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি বানু মুত্তালিবকে দিলেন আর আমাদেরকে বাদ দিলেন, অথচ আমরা এবং তারা তো আপনার দিক থেকে একই পর্যায়ের। আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, বানু মুত্তালিব এবং বানু হাশিম একই জিনিস।"(মুহাম্মাদ 'আলী আস সাবুনী, প্রাগুক্ত) হাদীছটি বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, বাবু মা মান্নান নাবী সা. 'আলাল আসারী মিন গাইরি আঁই ইয়াখমুসা তে বর্ণিত হয়েছে।

৫.মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টন :

আয়, ভোগ এবং ব্যয়-বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত বিধিনিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তির উদ্বৃত্ত সম্পদ থেকে যায়, তাহলে সে ক্ষেত্রেও ইসলাম

www.amarboi.org

বিধিবদ্ধ বণ্টন ব্যবস্থার বিধান দিয়েছে, যা মীরাছ বা উত্তরাধিকার বণ্টন ব্যবস্থা নামে পরিচিত। এ ব্যবস্থারও মূল উদ্দেশ্য হলো সম্পদকে যথাযথভাবে বিকেন্দ্রিকরণ।

ইসলামের উত্তরাধিকার নীতি :

আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَفْرُوضًا

'পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজন যা রেখে যায়, তাতে পুরুষের যেমন অংশ রয়েছে, তেমনি পিতা-মাতা এবং আত্মীয় স্বজন যা রেখে যায় তাতে নারীরও অংশ রয়েছে। কম-বেশি যাই হোক সে অংশ নির্ধারিত।' (সূরা আন্ নিসা ৪ :৭)

উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে এ আয়াত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে কয়েকটি আইনগত নির্দেশ পাওয়া যায়।

ক. মীরাছ বা উত্তরাধিকার নারী-পুরুষ উভয়েরই আইনগত অধিকার।

খ. অল্প-বিস্তর যাই হোক মীরাছ অবশ্যই বণ্টন করে দিতে হবে।

গ. উত্তরাধিকারের বিধান স্থাবর, অস্থাবর, কৃষি, শিল্প বা অন্য যে কোন ধরনের সম্পত্তি হোক না কেন, সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

ঘ. মীরাছের অধিকার তখনই সৃষ্টি হয়, যখন মৃত ব্যক্তি কোন সম্পদ রেখে মারা যায়।

ঙ. নিকটতম আত্মীয়গণ মীরাছের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। তাদের বর্তমানে দূরবর্তী আত্মীয়গণ বঞ্চিত হবে।

চ. উত্তরাধিকারী এবং তাদের অংশ আল্লাহ কর্তৃক সুনির্ধারিত। কাউকে বাদ দেওয়া বা সংযোজন করা অথবা অংশের কোন কমবেশি করার কোন ইখতিয়ার কারো নেই।

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট হকসমূহ

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের সাথে জড়িত হক বা অধিকারসমূহের মধ্যে প্রথম হক হলো মৃত ব্যক্তির হক অর্থাৎ তাজহীয (মৃত ব্যক্তিকে সমাহিত করার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম)। মৃত ব্যক্তির সম্পদে অন্যদের যে হক রয়েছে তা দু'ভাগে বিভক্ত। হক বা অধিকারটি যদি মৃত্যুর পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাহলে সেটি হলো ঋণ। আর যদি তা মৃত্যুর পর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে তা দু'ধরনের। যদি মৃত্যুর পর প্রতিষ্ঠিত হকটি মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হয়, তাহলে সেটা হলো

www.amarboi.org

ওয়াছিয়্যাত, অন্যথায় তা বণ্টনযোগ্য পরিত্যক্ত সম্পদ।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের সাথে ৪টি হক বা অধিকার সংযুক্ত রয়েছে। (১) মৃত ব্যক্তির কাফন দাফনের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা। (২) মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করা। (৩) ওয়াছিয়্যাত বা মৃত্যুকালীন ইচ্ছা পূর্ণ করা এবং (৪) কিতাব, সুন্নাহ এবং ইজমা'র আলোকে অবশিষ্ট সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করা।

নিম্নে ক্রমানুসারে এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হল ঃ

(১) তাকফীন, তাজহীয ঃ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ হতে কাফনের কাপড় এবং কবরে সমাহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক ব্যয় প্রথমে মেটাতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তুলনায় কম বা বেশি করা করা যাবে না। পুরুষদের কাফনের জন্য তিনটি কাপড় প্রয়োজন। তিনটির পরিবর্তে ২টি বা ৪টি কাপড় দেওয়া যাবে না। মহিলাদের কাফনের জন্য ৫টি কাপড় প্রয়োজন। ৫টির পরিবর্তে ৪টি বা ছয়টি দিয়ে কাফন করা যাবে না। ঠিক তেমনিভাবে মূল্যের ক্ষেত্রে কমবেশি করাও দোষনীয়। মৃত ব্যক্তি যদি কাফনের জন্য নির্দ্দিষ্ট কোন কাপড়ের ওয়াছিয়্যাত করে থাকে, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের দ্বারা তা পূরণ করতে হবে। অন্যথায় এমন কাপড় দ্বারা কাফন দিতে হবে, যে ধরনের কাপড় পরে তিনি জীবিতাবস্থায় আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে যেতেন। এর চেয়ে কম বা বেশি মূল্যের কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়া কৃপণতা অথবা অপব্যয়ের শামিল হবে। উল্লেখ্য যে, কাফন দু প্রকার (১) সুন্নাত (২) জরুরী। সুন্নাত কাফন হলো- পুরষদের জন্য ৩টি কাপড়, যেমন- কামিস, ইযার, লেফাফা এবং মহিলাদের জন্য পাঁচটি কাপড়, যেমন- কামিস, ইযার, লেফাফা, ওড়না এবং সিনাবন্দ। জরুরী কাফন হলো পুরুষদের জন্য ২টি কাপড়, যেমন- ইজার এবং লেফাফা ও মহিলাদের জন্য তিনটি কাপড়, যেমন- ইযার, লেফাফা এবং খিমার বা ওড়না।

(২) ঋণ পরিশোধ ঃ কাফন দাফনের ব্যয় নির্বাহের পর অবশিষ্ট সম্পদ দ্বারা মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করতে হবে । কারণ কাফন হলো মৃত ব্যক্তির পোশাক। জীবিত অবস্থায় যেমন পরনের কাপড় ব্যতীত অন্য কিছু না থাকলে, পরনের কাপড় বিক্রি করে বা উক্ত কাপড় দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা হয় না, ঠিক তেমনিভাবে কাফন যেহেতু মৃত ব্যক্তির পোশাক, সেহেতু ঋণের কারণে তা বন্ধ রাখা যাবে না।

(৩) ওয়াছিয়্যাত বা মৃত্যুকালীন উপদেশ ঃ ওয়াছিয়্যাত করা মুস্তাহাব। সুতরাং কাফন দাফন এবং ঋণ পরিশোধের পর যদি সম্পদ উদ্বৃত্ত থাকে, তাহলে অবশিষ্ট

www.amarboi.org

সম্পদের এক তৃতীয়াংশের দ্বারা তা পূর্ণ করতে হবে। এক তৃতীয়াংশের বেশি ওয়াছিয়্যাত করা বৈধ নয়। এর অতিরিক্ত ওয়াছিয়্যাত করতে বয়ঃপ্রাপ্ত ওয়ারিসদের অনুমতি নিতে হবে।

(৪) উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন ঃ মৃত ব্যক্তির দাফন, ঋণ পরিশোধ ও ওয়াছিয়্যাত পূর্ণ করার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমার বিধান মুতাবিক উত্তরাধিকারীদের মাঝে বণ্টন করে দিতে হবে। উত্তরাধিকারীগণ মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

(ক) যাবিল ফুরুয, যাদের অংশ কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা'র দ্বারা নির্ধারিত রয়েছে। যেমন ঃ পিতা, মাতা, কন্যা, দাদী, পৌত্রী, দাদা ইত্যাদি।

(খ) আসাবা যাবিল ফুরুযদের অংশ দেওয়ার পর যারা অবশিষ্ট সম্পত্তির অধিকারী হয় এবং যাবিল ফুরুয না থাকলে যারা সম্পূর্ণ সম্পত্তির অধিকারী হয় তারাই আসাবা। যাবিল ফুরুযদের অংশ দেওয়ার পর আসাবাগণ অবশিষ্ট সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। মৃত ব্যক্তির কোন প্রকার আসাবা না থাকলে, অবশিষ্ট সম্পত্তি যাবিল ফুরুযদের মধ্যে অংশানুপাতে পুনর্বণ্টিত হবে। (বৈবাহিক সূত্রে যারা যাবিল ফুরুয যেমনঃ স্বামী, স্ত্রী তারা রদ বা পুনর্বণ্টিত অংশ পায়না)।

যাবিল আরহাম (দূরবর্তী আত্মীয়গণ)- মৃত ব্যক্তির সেই সকল আত্মীয়, যারা জাবিল ফুরুয বা আসাবা নয়। যাবিল ফুরুয বা আসাবাদের কেউ না থাকলে, যাবিল আরহাম মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ প্রাপ্ত হন।

উপরোল্লিখিত কেউই না থাকলে, সর্বশেষ মৃত ব্যক্তির সকল সম্পত্তি বাইতুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিতে হবে।

উত্তরাধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা :

৪টি প্রতিবন্ধকতার কারণে উত্তরাধিকারীগণ স্বীয় উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকেন।

(১) رقيت বা দাসত্ব ঃ দাসত্ব উত্তরাধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রধান বাধা। কোন শারয়ী ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদে উত্তরাধিকারী হতে পারে না । কারণ, কৃতদাস/দাসীগণ কোন সম্পদের মালিক হতে পারে না।

(২) قتل বা হত্যা ঃ উত্তরাধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক হলো হত্যা। যদি কোন ব্যক্তি কাউকে নাহকভাবে হত্যা করে এবং সে হত্যার কারণে যদি কিছাছ বা কাফফারা আবশ্যক হয়, তাহলে উক্ত হত্যাকারী ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হতে পারবে না।। কারণ নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন القاتل لا يرث অর্থাৎ 'হত্যাকারী ব্যক্তি (নিহত ব্যক্তির) উত্তরাধিকারী হতে পারে না।'

www.amarboi.org

(৩) اختلاف الدين দীন বা ধর্মের ভিন্নতা ঃ উত্তরাধিকারী (وارث) এবং যার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হবে (مورث) এ দুজনের একজন মুসলিম এবং অন্যজন যদি অমুসলিম হয়, তাহলে একজন অন্যজনের সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাবে না। কেননা আল্লাহ বলেছেন, لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 'আল্লাহ কাফিরদের জন্য মুমিনদের উপর কখনই কোন পন্থা নির্ধারণ করেন না।' হাদীছে এসেছে, لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 'মুসলিম কাফিরের এবং কাফির মুসলিমের উত্তরাধিকারী হতে পারে না।' (সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম)

(৪) اختلاف الدار দেশের ভিন্নতা ঃ উত্তরাধিকার থেকে বিরতকারী ৪র্থ এবং শেষ প্রতিবন্ধক হলো দেশ বা বাসস্থানের ভিন্নতা। অর্থাৎ দু'জন যদি দু'টি ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধিবাসী হয়, তাহলে তারা একে অপরের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হতে পারবে না।

উত্তরাধিকারীগণের বর্ণনা

উত্তরাধিকার সূত্রে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অংশ প্রাপ্তির কারণ তিনটি ঃ- (১) نسب বা বংশ (২) نكاح বা বিবাহ (৩) ولاء বা দাসমুক্ত করা।

(১) বংশীয় সূত্রে আত্মীয়তার কারণে একে অপরের উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে।

(২) বিবাহের কারণে স্বামী-স্ত্রীর একজন অন্য জনের উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে।

(৩) দাস মুক্তির কারণে মুক্তকারী মুনিব ও তার আসাবাগণ স্বীয় আযাদকৃত দাসের পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তারাধিকারী হয়ে থাকে, যদি উক্ত দাসের কোন বংশীয় বা বৈবাহিক সূত্রের কোন উত্তরাধিকারী না থাকে।

ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী মোট ১৭ শ্রেণির। তন্মধ্যে ১০ শ্রেণি পুরুষ এবং ৭ শ্রেণি মহিলা। পুরুষ উত্তরাধিকারীগণ হলেন ঃ

(১) পুত্র, (২) পুত্রের পুত্র (যত নিম্নস্তরের হোক), (৩) পিতা, (৪) দাদা (যত উর্ধ্বতন হোক), (৫) ভ্রাতা (সহোদর, বৈমাত্রেয়, বৈপিত্রেয়), (৬) ভ্রাতুস্পুত্র সহোদর, বৈপিত্রেয় ভ্রাতুস্পুত্র (যত নিম্নস্তরের হোক), (৭) চাচা (সহোদর ও বৈপিত্রেয়), (৮) সহোদর ও বৈমাত্রেয় চাচার পুত্রগণ (যত নিম্নস্তরের হোক) অর্থাৎ এ দু'শ্রেণির চাচাত ভাই, (৯) স্বামী ,(১০) আযাদকারী মুনিব।

মহিলা উত্তরাধিকারীগণ হলেন ঃ

(১) কন্যা, (২) পুত্রের কন্যা (যত নিম্নস্তরের হোক), (৩) মাতা, (৪) দাদী (যত উর্ধ্বতন হোক), (৫) সকল শ্রেণির বোন (সহোদরা, বৈমাত্রেয়, বৈপিত্রেয়), (৬) স্ত্রী, (৭) আযাদকারিণী।

www.amarboi.org

উল্লিখিত উত্তরাধিকারীগণ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত:

(১) শুধুমাত্র যাবিল ফুরয হিসাবে যারা অংশীদার হয়ে থাকেন। তারা হলেন স্বামী, স্ত্রী, মাতা, দাদী এবং বৈপিত্রেয় ভ্রাতা ভগ্নিগণ।

(২) যারা শুধুমাত্র আসাবা হিসাবে অংশীদার হয়ে থাকেন। যেমন: পুত্রগণ, ভ্রাতাগণ, ভ্রাতুস্পুত্রগণ, চাচাগণ, চাচার পুত্রগণ।

(৩) যারা আসাবা এবং যাবিল ফুরুয উভয় হিসাবেই অংশীদার হয় । যেমন: পিতা, দাদা, কন্যা ও সহোদরা এবং বৈমাত্রেয় ভগ্নিগণ।

মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান না থাকলে পিতা ও দাদা আসাবা হিসাবে অংশীদার হয়। যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র সন্তান থাকে তাহলে তারা শুধু যাবিল ফুরুয হিসাবে ১/৬অংশের উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে মৃত ব্যক্তির যদি শুধু কন্যা সন্তান থাকে, তাহলে পিতা ও দাদা জাবিল ফুরুজ হিসাবে ১/৬ অংশ এবং আসাবা হিসাবে অবশিষ্ট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। তেমনিভাবে কন্যাগণ একাকী হলে যাবিল ফুরুয এবং পুত্রদের সঙ্গে আসলে আসাবা হয়। সহোদরা এবং বৈমাত্রেয় ভগ্নিগণও একাকী হলে যাবিল ফুরুয এবং ভাইদের সঙ্গে অথবা কন্যাদের সঙ্গে আসলে আসাবা হয়।

সন্দেহ নেই, ইসলামের উত্তরাধিকার বণ্টন নীতি সম্পদ বিকেন্দ্রিকরণের অতীব বিজ্ঞানসম্মত একটি প্রক্রিয়া।

উপসংহার

ইসলাম অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সততা, স্বচ্ছতা ও শৃংখলাকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করে। সম্পদ মুষ্টিমেয় কতিপয় শ্রেণি বা গোষ্ঠীর কুক্ষিগত হয়ে সীমাবদ্ধ পরিসরে যাতে আবদ্ধ হয়ে না পড়ে, সে ব্যাপারে ইসলাম কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ইসলামী ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হলো সম্পদকে সকলের কল্যাণে সঠিকভাবে ব্যবহার করা, যাতে সম্পদের অভাবে কাউকে মানবেতর অবস্থার শিকার হতে না হয়। অধিক রক্তের চাপে কেউ যেন অসুস্থ হয়ে না পড়ে অথবা রক্তের অভাবে কেউ যেন রক্ত স্বল্পতায় বা রক্ত শূন্যতায় না ভোগে, সে দিকে ইসলাম খেয়াল রেখেছে। যিনি অধিক রক্ত চাপে ভুগছেন, তার শরীর থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত রক্ত বের করে নিয়ে যিনি রক্ত স্বল্পতায় বা রক্ত শূন্যতায় ভুগছেন, তার শরীরে সরবরাহ করে এক আশ্চর্যজনক ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ইসলাম সীমা লংঘন করে আয়-উপার্জন ও ইচ্ছামাফিক যত্র-তত্র ভোগ ব্যবহার ও ব্যয়-বিনিয়োগকে নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সকল অন্যায়, অনাচার ও

www.amarboi.org

অপকারিতাকে বিদূরিত করেছে। এ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে শুধু আইনের দ্বারাই কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি, বরং আখিরাতে জবাবদিহির আওতায়ও আনা হয়েছে।

عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسئل عن خمس عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وماذا عمل فيما علم

'ইবনু মাস'ঊদ (রা) থেকে বর্নিত। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, কিয়ামাতের দিন আদম সন্তানের পা স্বীয় প্রভুর সম্মুখে একটুও স্থানচ্যুত হবে না, যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি প্রশ্ন করা হবে। তাহলো, তার জীবন কোন পথে ব্যয়িত করেছে, যৌবনকাল কোন কাজে ব্যয় করেছে, সম্পদ কোথা হতে আহরণ করেছে এবং কোথায় ব্যয় করেছে আর যে জ্ঞান অর্জন করেছে, সে অনুযায়ী কি 'আমল করেছে।' (তিরমিযী, কিতাবু সিফাতিল কিয়ামাহ ওয়ার রিকাক ওয়াল ওরা', বাবু ফিল কিয়ামাহ)

ইসলামের আইনী ও নৈতিক নিয়ন্ত্রণ আরোপের ফলে সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং সর্বদা সঠিক খাতেই প্রবাহিত হয়েছে। ফলে ইসলামের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সর্বাধিক কল্যাণকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু ইসলামের এ কল্যাণকর ব্যবস্থাপনা বর্তমানে চালু না থাকায় মানুষ এর সুফল হতে বঞ্চিত রয়েছে। এ গ্রন্থে ইসলামের আর্থিক বিধিমালার বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে, যাতে পাঠকগণ ইসলামের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও এর ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ করতে সক্ষম হন এবং এর কল্যাণকারিতা উপলব্ধি করে এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত করেন।

وَصَلَّى اللهُ وَ سَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَ مَنِ اتَّبَعَ هُدَاهُ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. وَ آخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

--o--

www.amarboi.org

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

ISBN 984-843-079-0 set